(পৌরাণিক নাটক)

সাহিত্যরত্নোপাধিক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"বাসন্তী অপেরা কর্তৃক অভিনীত।"

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৫৬ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

[illegible]

হুগলি জেলা দিগসুই গ্রাম নিবাসী

স্বদেশসেবী বঙ্গমাতার সুসন্তান

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঘোষ বি-এস-সি, এম-বি,

মহাশয়ের করকমলে

ভেবেছিলুম আপনি সাধারণ মানুষ, কিন্তু দেখ্‌লুম আপনার কর্ম্ম সত্যই আপনাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে; সত্যই আপনার পিতা-মাতার প্রদত্ত "দীনবন্ধু" নাম সার্থক হয়েছে। এই স্বার্থময় সংসারে যে নিঃস্বার্থের একটুখানিও চিহ্ন থাক্‌তে পারে, তা আমি কল্পনায় আন্‌তে পারি নি। মানুষ এতখানি যে উদার উন্নত হয়, আজ আমি তাই প্রথম দেখ্‌লুম। আপনার মহত্বের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। তবে তার কিঞ্চিৎ পরিশোধস্বরূপ আপনার হাতে তুলে দিলুম আমার সাধনালব্ধ বাণীর দান এই "ত্রিধারা" নাটকখানি, ক্ষুদ্র হ'লেও মহতের কাছে তাহা যে বৃহৎ, এ-কথা মহত্বই স্বীকার কর্‌বেন। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞ

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যরত্ন।

ভূমিকা

"সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিঃ ॥"

গঙ্গাদেবীর জন্ম ও ভগীরথের মর্ত্ত্যধামে গঙ্গাদেবীকে আনয়ন, এই পুণ্যকাহিনী হিন্দু নর-নারীর অবিদিত নাই। আজিও সেই অতীতের গৌরবময়ী কাহিনী সকলের চক্ষের উপরে জীবন্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। হিমালয় অচল-উদ্ভূতা সাগরগামিনী ভাগীরথীর অবিরাম কুলু-কুলু-ধ্বনি আজিও সেই দিলীপনন্দন ভগীরথের শিরে আশিস্ বর্ষণ করিতেছে। মর্ত্ত্যের মহিমময়ী সাকারা দেবী হিন্দুর চিরারাধ্যা সুরধুনী মাতার লীলা-মাহাত্ম্য নাটকাকারে সাধারণের দৃষ্টিগোচর করার প্রকৃত শক্তি আমার নাই; তবে তার কথঞ্চিৎ হইলেও আমার লেখনী ধন্য হইবে এবং আমিও ধন্য হইব। দিনের পর দিন চলিয়া যাইবে, তবুও এই ভারতের শ্যামান্বিত বক্ষ হইতে গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইবে না!

এই "ত্রিধারা" নাটকখানির নামকরণ করিয়াছেন আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার শীল মহাশয়। "ত্রিধারা" নামটী খুবই সুমধুর এবং নাটকের যথার্থই নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত নাম আমার রচিত অনেক নাটকেই; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

—পুরুষ—

নারায়ণ, ইন্দ্র, মহাদেব, ধর্ম্ম।

সগর	...	...	...	অযোধ্যাপতি।
অসমঞ্জা	...	...	...	ঐ পুত্র।
অংশুমান	...	...	...	ঐ পৌত্র।
ভগীরথ	...	...	...	দিলীপনন্দন।
মায়াধর	...	...	...	ছদ্মবেশী পাপ।
বিদ্যাধর	...	...	...	ঐ সহচর।

বৈরাগ্য, বিবেক, প্রহরী, মায়াশক্তিগণ, বৈকুণ্ঠবালকগণ,
পাপ-অনুচরগণ ইত্যাদি।

—স্ত্রী—

গঙ্গা, শচী, বসুন্ধরা।

সুমতি	...	...	...	অযোধ্যার রাণী।
অনিলা	...	...	...	অসমঞ্জার পত্নী।
সুকৃতি	...	...	...	ব্রাহ্মণকন্যা।

অচলা, মায়া, অপ্সরাগণ, মায়াবিনীগণ, বনবালাগণ,
বৈকুণ্ঠ-বালিকাগণ ইত্যাদি।

ত্রিধারা

সূচনাঙ্ক।

দেবসভা।

অমরধাম।

লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব ও দেব-দেবীগণ সকলে সভায় উপস্থিত ছিলেন ; দুইজন দেবদাসী লক্ষ্মী-নারায়ণকে ব্যজন করিতেছিল। দেবীগণ লক্ষ্মী-নারায়ণের আরতি করিলেন, তৎপরে দেব-দেবীগণ গাহিতে লাগিলেন।

দেব-দেবীগণ।—

গীত।

আজি উৎসবময়ী অমরার ভূমি উৎসবে তনু ভরা।
নাহিক দুঃখ নাহিক দৈন্য নাহিক অশ্রুধারা।
নিহত দানব অমর-সমরে, বাজিছে শঙ্খ প্রতি ঘরে ঘরে,
বিজয়লক্ষ্মী আগত অদূরে দাও মঙ্গল ছড়া।

সকলে। জয় দেবতার জয়! জয় লক্ষ্মী-নারায়ণের জয়!

ব্রহ্মা। সমাগত দেবগণ! দানববিজয়ের জন্য আজ এই মহতী সভার অধিবেশন—উৎসব-আনন্দ। সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করতে রম্ভা! তিলোত্তমা! তোমাদের নৃত্যকলার পরিচয় দাও।

[রম্ভা ও তিলোত্তমার নৃত্য]

দেবগণ। [নৃত্যশেষে] ধন্য! ধন্য!

ব্রহ্মা। এইবার বিদ্যাদায়িনী বীণাপাণির নৃত্য-গীত দেবগণের বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী।—

গীত—[নৃত্যসহ]।

আজি অমরশোভিত এ চারু সভাতে
কি আর গাহিব গান।
বিশ্ববন্দিত দেবের চরণে কোটী কোটী করি প্রণাম দান।
কণ্ঠে ওঠে না স্বর, হিয়া কাঁপে দুর-দুর,
তান লয় মান হয় আজি চুর, কেমনে তুষিব প্রাণ।

সকলে। ধন্য! ধন্য!

ব্রহ্মা। এইবার দেবাদিদেব শূলপাণির অপূর্ব্ব সঙ্গীতে দেবসভা আনন্দময় হ'য়ে উঠুক্।

মহাদেব।—

গীত।

ওঁ! ওঁ! ওঁ!
বম্ ববম্ বম্! ওঁ! ওঁ! ওঁ!

ব্রহ্মা। শান্ত হও! শান্ত হও ভোলানাথ! বন্ধ কর তোমার বিশ্ব-বিমোহিত রাগ-রাগিণী! তোমার ওই বিশ্বস্তম্ভিত সঙ্গীত শ্রবণে শ্রীভগবান যে দ্রবীভূত হ'য়ে পড়েছেন। ওই দেখ—ওই দেখ দেবগণ! নারায়ণের শ্রীপাদপদ্ম হ'তে বারিধারা নির্গত হ'চ্ছে।

মহাদেব। ওই পুণ্যময়ী বারি সযত্নে কমণ্ডলুমধ্যে রক্ষা কর পদ্মযোনী!

[নারায়ণের পদতলে ব্রহ্মা কমণ্ডলু পাতিলেন, নারায়ণের দেহনির্গত ঘর্ম্ম উহাতে পতিত হইল।]

নারায়ণ। সত্যই তো, আমি মহাদেবের সঙ্গীতমূর্চ্ছনায় দ্রবীভূত হয়েছিলুম!

ব্রহ্মা। অপূর্ব্ব তোমার লীলা লীলাময়! জানি না, এ আবার তোমার কোন্ লীলার অবতারণা! তোমার শ্রীপাদপদ্ম-উদ্ভূত বারিধারা আমি সযত্নে আমার কমণ্ডলু মধ্যে রক্ষা করেছি। জানি না, স্থষ্টির কোন্ মহিমা বিকাশের জন্য এই পুণ্যময়ী বারির জন্ম!

নারায়ণ। শোন ধাতা! ওই বারি একদিন ত্রিলোকমাঝারে পতিত-পাবনী সুরধুনী নামে পরিচিত হবে। পাপী-তাপীর মুক্তিবিধান করতে ওই মুক্তিদায়িনী বারির স্থষ্টি হ'লো। যুগান্তরে ওই বারিধারা ত্রিধারায় ত্রিদিববক্ষে প্রবাহিতা হবে।

ব্রহ্মা। সে কি দেব?

নারায়ণ। শোন চতুরানন! সূর্য্যবংশ-কুলোদ্ভব মহামতি দিলীপপুত্র ভগীরথ কঠোর সাধনাবলে এই ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসিনী সুরধুনীকে সঞ্জীবিত ক'রে স্থষ্টির বুকে তার মহিমা বিকাশ করবে। স্বর্গে অলকানন্দা—মর্ত্ত্য-ধামে পতিতপাবনী গঙ্গা—রসাতলে ভোগবতী নাম ধারণ ক'রে তরঙ্গে তরঙ্গে চির-অমরভাবে মহিমা বিকাশ করবে।

সকলে। জয় পতিতপাবনী সুরধুনী মাতার জয়!

নারায়ণ। যাও স্থষ্টিপতি! এখন ওই সন্তাপহারিণী বারিধারা তোমার ব্রহ্মলোকে রেখে দাও গে।

ব্রহ্মা। চল মা ব্রহ্মলোকে পতিতপাবনী মুক্তিদায়িনী মা আমার! জানি না মা, কবে তুমি জগতের পাপরাশি বিধৌত করতে ত্রিধারায়

প্রবাহিতা হবে ! দেবগণ ! দেবীগণ ! চল, মুক্তিদায়িনী মাকে মঙ্গলা-চরণের দ্বারা ব্রহ্মলোকে নিয়ে যাই ।

সকলে ।—

গীত ।

চলো মুক্তিদায়িনী মা !
জীবের মুক্তিবিধায়িনী তুমি পতিতপাবনী মা ॥
ব্রহ্মকমণ্ডলুমাঝে, থাক মা দেবীর সাজে,
যুগ অন্তে বহিও জননী ঘুচাতে বিশ্ব-কালিমা,
বিকশিতে তব মহিমা ॥

[কমণ্ডলু মস্তকে স্থাপন করতঃ অগ্রে ব্রহ্মা ও তৎপশ্চাৎ দেব-দেবীগণের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ।]

—–—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুঞ্জ।

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের আবির্ভাব।

বৈরাগ্য।—

গীত।

তৃষিত মরুর বুক হ'তে এসো স্নিগ্ধ শীতল নন্দনে।
কেন মত্ত নেশায় বিফল আশায় সংসার-কারাবন্ধনে।
হারায়ো না পথ ওরে পথহারা,
ওই চেয়ে দেখ জ্বলে শুকতারা,
কণ্টকপথে চলিও না আর ডাকিও না আর ক্রন্দনে।

[অন্তর্দ্ধান।

অসমঞ্জার প্রবেশ।

অসমঞ্জা। দূরে ওই কালো নিশা ধীরে ধীরে
নেমে আসে আশার রচিত এই
মানবের সংসার-কাননে।
ওই যেন দিগন্তের বুক হ'তে
ছুটে আসে ঘন কৃষ্ণ মেঘমালা
সাথে ল'য়ে ঘূর্ণিবায়ু পলকে করিতে নাশ
মানবের কুসুমিত জীবন-বিটপী।

ওই এক এলোকেশী সুভীষণা নারী
করে ধরি রক্তময় সংহার-ত্রিশূল
অট্টহাস্যে ছুটে আসে
মানবের নাশিতে সম্পদ।
না—না, একি স্বপ্ন মোর! [উপবেশন]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

হৃদয় দুয়ারখানি কেন হে রুদ্ধ,
ফিরে কি যাবো মোরা কাঁদিয়া।
আশায় নিরাশা কেন কর হে প্রিয়তম,
নিঠুর কেন গো হও দেখ হে চাহিয়া॥
উছল যৌবন রাখিতে নারি আর,
খোল হে খোল সখা হৃদয়দুয়ার,
কোকিলের কুহুতানে, মদনের বাণে বাণে,
মরি গো ওহে প্রিয় দহিয়া দহিয়া।

অসমঞ্জা। যাও—যাও! ক'রো না বিরক্ত আর,
ঢালিও না লক্ষ্যপথে তীব্র হলাহল।
সুললিত সঙ্গীতঝঙ্কারে
বিলোল কটাক্ষ হানি উদ্বেলিত
ক'রো না আমারে; যাও—যাও!

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

কেবা আমি, কি কারণ এসেছি ধরায়?
কোথা মোর কর্ম্মের আগার?

অপূর্ব্ব সংসার! চতুর্দ্দিকে
হেরি শুধু স্বার্থের অর্চ্চনা।
পিতা মাতা ভাই ভগ্নী আত্মীয় স্বজন,
পুত্র কন্যা প্রিয়তমা হৃদয়সঙ্গিনী
সকলেই স্বার্থের প্রয়াসী।
সুন্দর নিয়মতন্ত্রে বিধির সৃজিত
এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড।
জীবের জ্ঞানের আঁখি
অন্ধ করি রেখেছ দয়াল, সাজাইয়া
থরে থরে অভিনব মায়ার সম্ভার;
মুগ্ধ ভোলা জ্ঞানহারা জীব
তোমার ছলনাজালে হইয়া জড়িত।
কর্ম্মময় জীবনের মহান্ উদ্দেশ্য
ব্যর্থ যজ্ঞে দানিয়া আহুতি
কাঁদে জীব আর্ত্তকণ্ঠে সংসার-কারায়,
তারপর অলসে ঢলিয়া পড়ে
কালের তন্দ্রায়। সকলি ফুরায়.
তবু হায়, নাহি করে সত্যের সন্ধান।

[প্রস্থানোদ্যত]

অনিলার প্রবেশ।

অনিলা। কোথায় যাচ্ছ প্রিয়তম?

অসমঞ্জ। কে—অনিলা? যাচ্ছি অনন্ত লক্ষ্যের উদ্দেশে—অফুরন্ত শান্তির সন্ধানে—সংসার-জ্বালার অন্তরালে।

অনিলা। বাঃ! কেন তোমার এ ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা? বেশ তো তোমার অশান্তির হাত এড়িয়ে শান্তির পথে যাবার অভিযান! বেশ তো তোমার কর্ত্তব্যের সেবা!

অসমঞ্জ। অনিলা! তুমি জান না সতী. এই সংসার কত ভীষণ—কত জ্বালাময়—কত অশান্তির কেন্দ্রভূমি! চেয়ে দেখ প্রিয়ে! জীবের দৈনন্দিন কর্ম্মকাণ্ডের দিকে; দেখছো, অনলের কি ভীষণ অগ্নি-উদ্‌গীরণ—প্লাবনের কি হুহুঙ্কার—অনিত্যের কি বিকট ব্যাদান! যে কর্ত্তব্যের ক্ষিপ্র আবাহনে সুদীর্ঘ জঠর-নরকযন্ত্রণা হ'তে এই কর্ম্মক্ষেত্রে আগমন, কিন্তু কই অনিলা, কোথায় সেই কর্ত্তব্যের সাধনা? বাতাসের মেদুরস্পর্শে, ধরণীর ধূলিকণায় রবিকর তাপে তাপিত হ'য়ে জীবের কি ব্যর্থ আত্মদান!

অনিলা। সবই জানি, কিন্তু তুমি যে এখনও সে কর্ত্তব্যের বহু দূরে। তোমার সম্মুখে প্রসারিত সুবিস্তৃত বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র, তখন এ ত্যাগের রুচি তোমার ধর্ম্মসঙ্গত নয় স্বামী! পুত্রের গরিষ্ঠ কর্ম্ম পিতা-মাতার সেবা—স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা করা—পিতার ধর্ম্ম পুত্র পালন করা। এখনো যে তোমার সবই অপূর্ণ!

অসমঞ্জ। থাকুক্ অপূর্ণ অনিলা! এ সংসার যেন অহরহঃ আমার চক্ষে অগ্নিশলাকা বিঁধিয়ে দিচ্ছে। মনে হয়, এই দণ্ডে মায়ার বন্ধন শত ছিন্ন ক'রে মত্ত মাতঙ্গের মত শান্তির বনভূমিতে ছুটে যাই। কে যেন আমায় স্বার্থময় জীবনের অন্ধকারে অপার্থিব জ্ঞানের আলোক হাতে নিয়ে ডাক্‌ছে; বল্‌ছে, এসো—এসো, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে বৈরাগ্যের নীরে স্নাত হ'য়ে আমার কাছে ছুটে এসো, নতুবা তোমার আর নিস্তার নেই।

অনিলা। ভুল করছো প্রিয়তম! ত্যাগের পথে শান্তি-বৈরাগ্যের মাঝখানে সান্ত্বনা; এ আর কে না জানে? এ সংসার যদি সে জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ছুট্‌তো, তা হ'লে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার কি উদ্দেশ্য

ছিল ওই সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার ? যে পিতা-মাতা অজ্ঞানের অসহায় সন্ধিক্ষণ হ'তে পুত্রকে নিরাপদের কোলে তুলে আনলে, ভবিষ্যতের কত আশায় কত সুখ-শান্তির কল্পনায় আজও তারা অস্তাচলের পথে নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওগো ত্যাগী সাধক ! তুমি যদি আজ পিতামাতার সে দানের বিনিময় না দিয়ে চ'লে যাও, তাঁরা যদি কাঁদেন—তাঁরা যদি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—তাঁরা যদি বক্ষে করাঘাত করেন, বল—বল, আমি তো দেখ্‌তে পাইনে সে ত্যাগী মুক্তিকামীর শান্তি-সুখ কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্ রাজ্যে ?

অসমঞ্জ। অনিলা ! অনিলা ! তুমি আমার মুক্ত আনন্দের পথে অন্তরায় হ'য়ো না।

অনিলা। অন্তরায় না হ'লে যে আমার চল্‌বে না। আরও বলি শোন সাধক ! যে নারী তার ইহজীবন পরজীবন যা কিছু আপন বল্‌তে, ছিল, তার একজন অচেনাকে অকাতরে বিলিয়ে দিলে এক স্বপ্নময় শুভ নিশায় গোটা কতক মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে, আজ কি না সেই নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অচেনা তাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে, আর—

অসমঞ্জ। চুপ্ কর অনিলা ! আমার সবই মনে পড়েছে। এসো—এসো অনিলা—এসো সোহাগ-সুখবঞ্চিতা উপেক্ষিতা ! আমার বুকে এসো ! আমি তোমায় বুকে নিয়েই ত্যাগের মন্ত্র ভুলে যাই। [অনিলাকে বক্ষে ধারণে উদ্যত।]

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের পুনঃ আবির্ভাব।

বৈরাগ্য।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ত্যাগের মন্ত্র কেন ভুলে যাও, মরীচিকা হেরি কেন ছুটে যাও,
পিয়াসা তোমার মিটিবে না আর, আলেয়ার ধাঁধা দর্শনে।

[অন্তর্দ্ধান।

অসমঞ্জা। কে—কে তুমি জ্যোতির্ম্ময় শিশুর আকারে
জ্ঞানের সহস্র ধারা ঢেলে দিয়ে যাও ?
এসো—এসো—কাছে এসো,
হাত ধর মোর। অনিলা! অনিলা!
বাঁধিও না মোরে মায়া-ডোরে আর।
শুনিয়া কাহার ওই সুললিত ত্যাগের বাঁশরী,
অলক্ষ্যে হেরিয়া কার প্রশান্ত মূরতি
হৃদয় উন্মত্ত হয়,
মনে হয় ছিন্ন কারি মায়ার শৃঙ্খল।
দিবসের জাগরণে,
নীরব নিশার সেই আবেশ-তন্দ্রায়
ধীরে ধীরে নয়নে নামিয়া আসে
কেবা ওই অশরীরী
নিয়ে করে কুঙ্কুমময় ভীষণ আলেখ্য ?
প'ড়ে থাক্ জীবনের মায়ার কানন,
প'ড়ে থাক্ মমতার রচিত প্রাসাদ,
প'ড়ে থাক্ দুরান্তের পথমাঝে
কৃতজ্ঞতা বিনিময় কর্ত্তব্যসাধনা।
বাঁধিও না—বাঁধিও না মোরে
ওগো নারী মোহকরী রূপের বাঁধনে।

[দ্রুত প্রস্থান।

অনিলা। ওগো! ওগো! কোথা যাও ?
দাঁড়াও—দাঁড়াও, সাথী কর সাথীরে তোমার।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে মায়ার আবির্ভাব।

মায়া।—

গীত—[নৃত্যসহ]।

এসো হে সুন্দর সুন্দর উপবনে, গেঁথেছি সুন্দর ফুল্ল ফুলহার।
সোহাগে বসায়ে হিয়ার আসনে ঘুচাবো তোমার বেদনা অপার।
তোমারি বাঁশীটী আমারি বীণাটী, বাজাবো একসুরে মিলায়ে হিয়াটী,
গোপনে গোপনে বাঁধনে বাঁধনে, রাখিব বাঁধিয়া দিব না যেতে আর।

[অন্তর্দ্ধান।

উন্মত্তবৎ অসমঞ্জার প্রবেশ।

অসমঞ্জা। কে—কে তুমি সোহাগের পরশনে
চঞ্চল করিয়া মোরে, নিয়ে এলে
আলোকের পথ হ'তে ঘন অন্ধকারে ?
কে তুমি লো রূপসীপ্রধানা,
পথভ্রষ্ট করিলে আমায়,—
কেড়ে নিলে সব মোর একটি কটাক্ষে ?
কহ, কেবা তুমি ? এ কি মোরে ঘূর্ণাবর্ত্তে
ফেলিলে দেবেশ ? কোন্ পথে যাই ?
কোন্ দিকে যাই ? ভগবান ! ভগবান !
করিলে উন্মাদ মোরে ?
হাঃ-হাঃ-হাঃ ! উন্মাদ—উন্মাদ—
অসমঞ্জা আজ হইল উন্মাদ !

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ

ইন্দ্র। দারুণ দুশ্চিন্তাজালে পতিত বাসব,
তিল মাত্র নাহি পাই শান্তির আস্বাদ
ইন্দ্রত্ব হরিতে মোর
যুগে যুগে যক্ষ রক্ষ নর
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দানব অসুর
কঠোর সাধনাপথে হয় উপনীত ;
প্রবল ঝটিকা সম
হইয়া উদিত মোর শান্তির আকাশে
কত ভাবে কাঁদায় আমারে।
বাহুবলে সাধনার বরে
কাড়ি ল'য়ে স্বর্গের আসন
সাজায় ভিখারী এই
শক্তিশালী অমরনিকরে।
কিন্তু তার নাহিক উপায়,
কোন দিন নিষ্কণ্টক
নাহি হবে অমরার সিংহাসন।
দেবগণ! হেরিলাম ভবিষ্য দর্পণে
অমরের আগত দুর্দ্দিন ;
শান্তি-সুখ হবে তিরোহিত,

দীন ভিখারীর সাজে সাজিতে
হইবে পুনঃ অমরবাসীরে।

১ম দেবতা। মিথ্যা আশঙ্কায় ভীত হওয়া
দেবেন্দ্রের হয় না উচিত।
কই—কোথায় অপ্সরাগণ! এসো ত্বরা,
চিন্তাক্লিষ্ট দেবরাজে কর শান্তিসুধা দান।

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

আজ ফাগুনের ফুলবনে ডাক্‌ছে পাখী আপনহারা।
উতল বাতাস পাগল করে, ঝর্‌ছে লো সই নয়নধারা॥
ফুলরাণীর নাচন দেখে, জাগ্‌ছে প্রাণে থেকে থেকে,
স্বপনমাখা মুখখানি তার গোপন পথের সাড়া॥
তমালবনের ঝোপের আড়ে, বাজ্‌লো বাঁশী আকুল সুরে,
রইতে নারি আর যে ঘরে, কোথায় প্রিয় জীবনতারা।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। শোন—শোন দেবগণ!
কোমলাঙ্গী অপ্সরার সুললিত তানে
নাহি হবে এই চিত্তে শান্তির সঞ্চার।
অদূরে যে হাহাকার প্রমত্ত করীর মত
ধেয়ে আসে গ্রাসিতে ইন্দ্রত্ব!
হায় দেবগণ! জানি না আবার
কি ভাবে করিব রণ দুরদৃষ্ট সহ!

১ম দেবতা। কহ দেবরাজ! কিবা হেতু
এ হেন বিষাদ? কহ ত্বরা,
জগতের কোন্ জন অমরের
সাধিতে অনিষ্ট হয়েছে উদ্যত?
কহ ত্বরা, এখনি তাহার দর্প
করিতে বিচূর্ণ, প্রলয়-পয়োধি সম
যাইবে ছুটিয়া এই অমরনিকর।
কিবা ভয়? দুর্ব্বল কি অমরনিকর?
নাহি কি তাদের শক্তি দুষ্টদলনের?

ইন্দ্র। আছে, কিন্তু দৈব সনে রণ—
জয়-আশা সুদূর কল্পনা।
শোন দেবগণ!
সূর্য্যবংশ-সমুদ্ভূত অযোধ্যা-ঈশ্বর
মহামতি সগর ধীমান করেছে মনন
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করিতে সাধন;
সেই হেতু অন্তর মাঝারে
হইয়াছে ত্রাসের সঞ্চার।
জানি না সে অশ্বমেধ-যজ্ঞফলে
লভে যদি ইন্দ্রত্ব আমার,
কি ভাবে তখন তুচ্ছ মানবের পদতলে
নত হবে গরীয়ান্ দেবতার শির?

১ম দেবতা। তার তরে নাহি চিন্তা!
তুচ্ছ নর দেবসহ করিয়া বিবাদ
কতক্ষণ রহিব অজেয়? চল যাই—

বিপুল বাহিনীসহ অযোধ্যা নগরে,
বাধা দিই সে কার্য্যে তাহার।

ইন্দ্র। ফলিবে কুফল; দেবভক্ত রাজা,
নারায়ণ নিত্য তারে বরষে আশিস্,
দেবশক্তি পরাভূত হইবে তথায়।
তার চেয়ে কৌশলে হইতে হবে
বিজয়ী মোদের।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

পরাজয়—হবে পরাজয়।
আশার তরী ডুব্‌বে জলে বিপথে কি সুফল হয়।
নিশার স্বপন ভেঙ্গে যাবে, কূল কিনারা নাহি পাবে,
অন্ধকারে হাহাকারে কাঁদ্‌তে হবে সব সময়।

[প্রস্থান।

দেবগণ। একি! একি!

ইন্দ্র। মহাপুরুষের উপদেশ বাণী;
সঙ্গীতের ছলে ক'হে গেল মোরে
অধর্ম্মের সাজিও না দাস।
কিন্তু শঙ্কিত পরাণ,
নেহারি ভবিষ্য-পথে মর্ম্মন্তুদ ঘোর হাহাকার।
যাবে মোর স্বর্গরাজ্য,
যাবে মোর অতুল ঐশ্বর্য্য,

যাবে মোর সাধের ইন্দ্রত্ব,
পথে পথে দীন ভিখারীর সম
কাঁদিতে হইবে। না—না,
বৈরীনাশে হ'য়ো না বিমুখ ;
মুছে ফেল হৃদি হ'তে পাপ পুণ্য
ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায়-নীতি যাহা কিছু
আছে এ সংসারে। দৃঢ় হও !
ছলে বলে অথবা কৌশলে
শত্রুনাশ কর দেবগণ !

১ম দেবতা। নিশ্চয়—নিশ্চয় !
শত্রুনাশ করিব আমরা,
তুচ্ছ নরে নাহি দিব স্বর্গের আসন ;
ভীম ভয়ঙ্কর মূরতি ধরিয়া
উদিত হইব মোরা মানবনয়নে।

ইন্দ্র। শোন দেবগণ ! মনে হয়,
এই পথে নারায়ণ হবে অন্তরায়।
তার চেয়ে গুপ্তভাবে বিনাশি অরিরে
নিষ্কণ্টক হইব আমরা।
শোন ! অতিথি ব্রাহ্মণবেশে
যাবো আমি অতিথি সকাশে,
তারপর সুকৌশলে
ব্রহ্মশাপ দানিব তাহারে।

দেবগণ। উত্তম ! উত্তম যুক্তি !
স্বল্প পরিশ্রমে হইব বিজয়ী মোরা।

ইন্দ্র। আর ডাকো সেই সর্ব্বসুখ-হন্তারক
মূর্ত্তিমান পাপে, ছদ্মবেশে থাকুক্ সেথায় ;
মহাপাপে মগ্ন হোক্ অযোধ্যানগরী,
বাজুক্ পাপের ভেরী,
ধর্ম্ম পুণ্য অন্তর্হিত হউক ত্বরিত।

দেবগণ। চমৎকার! চমৎকার! কই, কোথা পাপ?
আবির্ভূত হও ত্বরা দেবসভামাঝে।

নৃত্য-গীতসহকারে পাপের প্রবেশ।

পাপ।—　　　　　　গীত।

হাঃ। হাঃ। হাঃ! কর্‌বো শ্মশান দেশটা।
তাথৈ নাচন নাচ্‌বো সেথায় কর্‌বো কেমন মজাটা।
আন্‌বো ডেকে হাহাকার,　　কর্‌বো দেশটা চারখার,
রক্তারক্তি কাটাকাটি হবে সেথায় দিবারাতি,
দেখাবো শক্তি আমার কতটা।

ইন্দ্র। যাও পাপ দেবতা-সুহৃদ!
দেবকার্য্য করিতে সাধন
যাও ত্বরা অযোধ্যা-নগরে,
মনসুখে কর সেথা রাজত্ব তোমার ;
ধ্বংস কর তুচ্ছ নরে,
উত্থানের মেরুদণ্ড চূর্ণ কর তার।

[দেবগণ সহ প্রস্থান।

পাপ। যথা আজ্ঞা।

[পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

সগর ও সুমতি।

সগর। অসমঞ্জার বৈরাগ্য ভাব করিয়া দর্শন
শতদীর্ণ হয় যে অন্তর।
কহ রাণী! এ কি মতি হইল তাহার?
জ্যেষ্ঠপুত্র মোর- -
বানপ্রস্থে করিবে প্রয়াণ,
সে যে হবে এ রাজ্যের রাজা;
কিন্তু কই তার সংসার কামনা?
সদা উদাসীন চিন্তামগ্ন সংসারে বিরাগ।
কত দিন কত ভাবে বুঝাইলাম তারে,
তবু তার ঔদাসিন্য নাহি গেল রাণী!

সুমতি। সত্য মহারাজ! হেরি তার বিতরাগ ভাব
কাঁপে মোর নিয়ত অন্তর।
তার তরে কুললক্ষ্মী বধূমাতা
নিরন্তর সহিতেছে যন্ত্রণা অপার—
ম্রিয়মানা সদা।
জানি না, কি আছে ভালে!

সগর। দয়াময়! এ কি তব দান!
পুত্র তরে আমারে কি কাঁদাবে দয়াল?
সে যে মোর কামনার মূর্ত্ত মূর্ত্তি,

কেন তারে কোল হ'তে
টেনে নাও মাধবীমোহন?
হ্যাঁ, শোন রাণী! করেছি সঙ্কল্প—

সুমতি। কি সঙ্কল্প রাজা?

সগর। উপনীত আমি বার্দ্ধক্যসীমায়,
অস্তমিতপ্রায় জীবন-ভাস্কর;
অদূরে আগত সন্ধ্যা,
আর কেন বদ্ধ থাকি সংসার-কারায়—
কেন ভোগ করি অশেষ যন্ত্রণা?
তাই করেছি মনন—
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
বানপ্রস্থে করিব প্রয়াণ।
কিন্তু তাও বুঝি নাহি হয় মোর!
জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জা বিনা
কেবা লবে রাজ্যভার রাণী?
ছিল মনে আশা, জীবনের অবশিষ্ট কাল
মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত সেই নীরব কাননে থাকি
কাটাইব ঈশ্বরচিন্তায়।

সুমতি। সদ্যুক্তি মহারাজ!
কিন্তু অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে
শুনিয়াছি বহু অন্তরায়!
এমন কি দেবগণ
সে যজ্ঞ পূরণপথে বিপত্তির সৃষ্টি করি
করে সদা বিঘ্ন উৎপাদন।

সগর। তাই যদি হয় রাণী দেবের কল্পনা,
সগরের অশ্বমেধে দেবগণ হয় যদি অন্তরায়,
নাহি যদি হয় মোর কামনা সফল,
কি করিব? অদৃষ্টের দান ভাবি
সকলি সহিতে হবে।

সুমতি। কাজ নাই রাজা সে যজ্ঞসাধনে,
অন্য কোন মহাযজ্ঞ কর সম্পাদন।
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ শুনিয়া শ্রবণে,
নাহি জানি হে রাজন্!
কি এক আতঙ্কে মোর কাঁপিছে পরাণ,
নাহি জানি কি আছে ললাটে!

সগর। কেন চিন্তা রাণী?
পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে হয় যদি
কোন অমঙ্গল, জেনো স্থির,
সে অমঙ্গলের বাঞ্ছা যেন করে এ সংসার
দানিও না বাধা মোরে,
ক'রো না চঞ্চল, পুণ্য কর্ম্মে
হও তুমি সহায় আমার।

সুমতি। নয়নেতে কেন হেরি
বিশ্বগ্রাসী ধূ-ধূ কালানল?
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদে যেন কারা!
ওই! ওই! গলিত বহ্নির ধারা
ছুটে আসে তরঙ্গে তরঙ্গে
অযোধ্যার গ্রাসিতে সম্পদ!

এ কি ! দেখিতেছি জাগ্রতে স্বপন ?
থর-থর কেন কাঁপে হিয়া ?
কেন মন হয় উচাটন ?
মহারাজ ! মহারাজ !
চারিদিকে অমঙ্গল নেহারি নয়নে ।
মিনতি আমার, বিরত হও গো রাজা
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করিতে সাধন ;
মনে হয় সে যজ্ঞের অন্তরালে
আছে যেন অযোধ্যার ঘোর হাহাকার ।

সগর । ধীর স্থির সঙ্কল্প আমার ।
সে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে
হয় হোক্ সর্ব্বনাশ মোর,
ধরাবক্ষে উঠুক্ বিপ্লব,
ছারখার হোক্ রাণী
অযোধ্যার গরিমা-গৌরব,
তবু আমি সে সঙ্কল্পে হবো না বিরত ।
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
জীবনের সঞ্চিত কামনারাশি
করিব পূরণ । নারায়ণ !
নিত্য নিরঞ্জন ! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু !
তোমার শ্রীপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ
পুণ্যকর্ম্ম সাধনায় করেছি মনন ;
আশা পূর্ণ ক'রো হে দয়াল !
লভি যেন কাম্যফল তব আশীর্ব্বাদে ।

গীতকণ্ঠে অংশুমানের প্রবেশ

অংশুমান।—

গীত।

ওগো আমার প্রিয়!

তুমি কোন্ স্বরগে লুকিয়ে আছ আমায় দেখা দিও॥

তুমি বাজাও যখন মোহন বাঁশী শুন্‌তে যে পাই আমি,

তোমার রূপে রাঙিয়ে ওঠে আমার মানসভূমি,

যদি আমি ভুলের বশে আঁধার পথে নামি,

তুমি আলোক জ্বেলে নয়নপথে আমায় কোলে নিও॥

সগর। সুন্দর! সুন্দর! সঙ্গীতের
প্রতি বাণী হ'তে ক্ষরে সুধারাশি,
মধুময় ভাব প্রাণ মন করে সুশীতল;
মনে হয় অবিরাম ওই গান শুনি আমি
হইয়া তন্ময়। অংশু! অংশু!
কে শিখালে এই গান ভাই?

অংশুমান। শিখায়েছে জননী আমার।
কেন, গান কি আমার ভাল নহে দাদু?

সুমতি। কে কহিবে ভাল অংশু ভাই?
অতি মন্দ, নাহি ভাল লাগে।

অংশুমান। দাদু! দাদু! শুনিতেছ?

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! দ্বারে এক অতিথি ব্রাহ্মণ,
চাহে রাজদরশন; কিবা হয় অনুমতি?

সগর । ব্রাহ্মণ আমার দ্বারে ? যাও—যাও,
শীঘ্র তারে সসম্মানে ল'য়ে এসো হেথা ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

সুপ্রভাত হ'লো আজি রাণী !
আগত ব্রাহ্মণ দ্বারে ;
পাদ্য-অর্ঘ্য ল'য়ে এসো ত্বরা,
আজি সৌভাগ্য অপার মম ।

প্রহরীসহ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । জয় হোক্ অযোধ্যাসম্রাট !
সগর । আসুন ! আসুন ! যাও রাণী,
ল'য়ে এসো পাদ্য-অর্ঘ্য ব্রাহ্মণসেবার ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

ইন্দ্র । না—না, পাদ্য-অর্ঘ্য নাহি প্রয়োজন ।
অগ্রে শুন হে রাজন্ ।
যে কারণ আগমন মোর ।
সগর । হে অতিথি ! ব্যক্ত কর অভিলাষ তব,
সাধ্যমত অচিরাৎ করিব পূরণ ।
ইন্দ্র । তবে শুন হে রাজন্ !
হেরেছি দুঃস্বপ্ন এক
গত কল্য গভীর নিশায়—
অযোধ্যার অমঙ্গল ঘটিবে ত্বরায়,
ছারখার হইবে অযোধ্যা তব ;
শীঘ্র কর প্রতিকার তার ।

সগর। কহ দ্বিজ! কি দুঃস্বপ্ন হেরিলে নয়নে,
যাহে অযোধ্যার অমঙ্গল ঘটিবে ত্বরায়?
কহ শীঘ্র, যদি কোন থাকে প্রতিকার!
কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! দৈবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে
শক্তি কার এ বিশ্বমাঝারে?
দেবতার পরাজয় যথা,
তথা তুচ্ছ নর কিবা শক্তি করিবে প্রযোগ?
দৈবচক্রে ঘটে যদি সর্ব্বনাশ মোর
অথবা রাজ্যের, দেবতার দান ভাবি
সানন্দে তুলিয়া লবো শিরে।

ইন্দ্র। জ্যোতির্ব্বিদ্ বিপ্র আমি,
গণনায় হেরেছি রাজন্!
অযোধ্যার আগত দুর্দ্দিন তোমারি কারণ।

সগর। আমারি কারণ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, তোমারি কারণ?
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করিতে সাধন
করেছ সঙ্কল্প, কিন্তু তাহে
ফলিবে কুফল, না হবে মঙ্গল;
অন্তরালে আছে তার ঘোর হাহাকার,
হারাইবে ধনজন বৈভব সম্পদ।
গণনায় হেরি তাহা,
তব তরে কাঁদিল পরাণ,
তাই আসিয়াছি নিবারিতে তোমা
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ না হইতে ব্রতী।

সগর। সত্য তব ভবিষ্য গণনা;
কিন্তু হে ব্রাহ্মণ! সুদৃঢ় সঙ্কল্প মম,
বিরত হবে না কভু পুণ্য অনুষ্ঠানে।

ইন্দ্র। কি কহিলে রাজা, বিরত হবে না তুমি?
শুনিবে না ব্রাহ্মণের হিতবাণী?
যদি নাহি শোন,
জলস্পর্শ করিব না তব গৃহে আজি।

সগর। [স্বগত] দয়াময়! একি তব লীলা!
পুণ্যপথে কেন তুমি ঢালো হলাহল?
অতিথি ফিরিয়া যাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যজি?
রক্ষা কর বিশ্বনাথ এ ঘোর সঙ্কটে।
[প্রকাশ্যে] জানি না মহান!
কেবা তুমি, কোন্ ছলে আসিয়াছ
সগর সকাশে গণক ব্রাহ্মণ-বেশে
সঞ্চিত কামনা তার অপূরণ তরে।
হে দ্বিজ! করিও না অনুরোধ মোরে;
রোষদীপ্ত দৈবের কটাক্ষে
হয় যদি সগরের অস্তিত্ব বিলীন,
তাই হোক্—পূর্ণ হোক্ দৈবের বাসনা,
তবু সগরের অন্তরের সুদৃঢ় সঙ্কল্প
শত বিপর্য্যয়ে রহিবে অচল।

ইন্দ্র। কি—কি? আরে আরে
গর্ব্বিত রাজন্! শুনিবে না
ব্রাহ্মণের হিত বাণী হইয়া ক্ষত্রিয়?

তবে শোন—শোন রাজা!
এই ব্রাহ্মণের অভিশাপে
একদিন ব্রহ্ম-কোপানলে
ধ্বংস হবে ষষ্ঠী সহস্র সন্তান তোমার।

[প্রস্থান।

সুমতি। উঃ! ভগবান!
এ কি বাণ হানিলে বুকেতে?
ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ!

সগর। ব্রহ্মশাপ! ব্রহ্মশাপ!
মুছ—মুছ রাণী আঁখিজল,
হয়ো না চঞ্চল! ব্রাহ্মণের অভিশাপ
নহে অভিশাপ, শুভ আশীর্ব্বাদ।

সুমতি। ওগো রাজা! ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হবে
ষষ্ঠী সহস্র যে সন্তান তোমার—

সগর। তবু সুদৃঢ় সঙ্কল্প মোর,
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করিব সাধন।
ধ্বংস হোক্ সন্তান-সন্ততি,
ধ্বংস হোক্ অযোধ্যা-সাম্রাজ্য,
হাহাকারে বিশ্বভূমি উঠুক্ ভরিয়া,
তথাপি সঙ্কল্প মোর হবে না বিকল্প।
ভয় কিবা আছে তার রাণী,
যাহার অন্তরমাঝে বিরাজিত
দেব নারায়ণ—লক্ষ্য যার শ্রীহরিচরণ?

[অংশুমানকে লইয়া প্রস্থান।

সুমতি । একি দৈব-বিড়ম্বনা !
ধ্বংস হবে ষষ্ঠী সহস্র সন্তান আমার ?
হায় রাজা, কি করিলে তুমি ?
কে তুমি গো কালরূপী দ্বিজ,
অতিথির বেশে আসি
দিয়ে গেলে অনল ঢালিয়া ?
এই কি গো অতিথির যোগ্য আচরণ,
বিনাদোষে অভিশাপ দান ?
এই যদি সৃষ্টির বিধান,
তা হ'লে যে হে মহান্ !
কেহ আর করিবে না অতিথিসৎকার,
লিখিয়া রাখিবে দ্বারে জ্বলন্ত অক্ষরে—
অতিথির প্রবেশ নিষেধ ।

প্রস্থান

ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ ।

ইন্দ্র ।— হাঃ-হাঃ-হাঃ ! অভিশাপ !
অভিশাপ দানিলাম গর্ব্বিত রাজনে ।
রে দাম্ভিক ! ভাবিয়াছ মনে,
অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ করি সম্পাদন
ইন্দ্রত্ব হরিবে মোর ?
না—না, হইবে না তাহা ;
অশ্বমেধ-যজ্ঞ তব রহিবে অপূর্ণ ।

[প্রস্থানোদ্যত]

অংশুমানের প্রবেশ।

অংশুমান। দাঁড়াও অতিথি!
বন্দী আজি করিব তোমারে।
বিনা দোষে দাদুরে আমার
অভিশাপ দিয়ে চ'লে গেলে,
কহ, কিবা হেতু পুনঃ এলে হেথা?
কিবা চাহ আর? নিষ্ঠুর অতিথি!
ছাড়িব না সহজে তোমারে;
বন্দী করি তোমা
ল'য়ে যাবো দাদুপাশে মোর।

ইন্দ্র। রে বালক! এতই সাহস তব?
জানো না, কে এ অতিথি—
কিবা তার পরিচয়!

অংশুমান। পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন;
অতিথি অতিথি, কি আছে বিচার তাহে?
বিনা বাক্যব্যয়ে অনুগামী হও মোর।

ইন্দ্র। দেবরাজ ইন্দ্র আমি;
চ'লে যা রে ক্ষুদ্র শিশু নীরবকণ্ঠেতে।

অংশুমান। তুমি দেবরাজ—অমরা-ঈশ্বর?
অতিথি-আকারে আসি
সর্ব্বনাশ সাধিলে মোদের?
কিন্তু দেবতা বলিয়া পাবে না নিস্তার,
বন্দী তোমা করিব নিশ্চয়।

ইন্দ্র। রে শিশু, উন্মাদ কল্পনা তোর ;
সুরাসুর কম্পিত যাহার নামে,
সেই ইন্দ্র সনে বিবাদের সাধ ?
বুঝিলাম সুনিশ্চয় মরণের আবাহন।

অংশুমান। মরণে বরণ করা ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম্ম,
কেন তাহে হইব কম্পিত ?
কর শীঘ্র বন্দিত্ব স্বীকার—

ইন্দ্র। কি—কি মরিবার এত সাধ
জাগিল অন্তরে ? তবে আয় শিশু,
অচিরে পাঠাই তোরে শমনসদনে।
দেখ্—দেখ্ তবে দেবের প্রতাপ !

অংশুমান। দেবের প্রতাপ যদি এত ভয়ঙ্কর,
তবে হে দেবেন্দ্র ! কেন আজি
অতিথির হীন বেশ তব ?

ইন্দ্র দেবগণ ! দেবগণ !

সশস্ত্র দেবগণের প্রবেশ।

দেবগণ। জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয় !

ইন্দ্র। বধ ওই ছিন্নমতি গর্ব্বিত বালকে।

[প্রস্থান।

অংশুমান। শক্তিহীন নহে এই ক্ষত্রিয়কুমার—

দেবগণ। বধ কর—ধ্বংস কর—

[অংশুমান সহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যান-বাটিকা।

অসমঞ্জা।

অসমঞ্জা। অসমঞ্জা আজ জীবনের নূতন পথে চলেছে। একটানা জীবনের স্রোত, জানি না কে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলে! আজ আমি নূতন আলোকে—নূতন পথে—নূতনের স্বপ্নে আত্মভোলা। স্বার্থময় সংসার! তুমি আমার যাত্রাপথ রোধ ক'রে দাঁড়ালে, আমায় যেতে দিলে না; মাতার ব্যাকুল স্নেহ—পত্নীর সোহাগমণ্ডিত ভালবাসা—পুত্রের প্রগাঢ় ভক্তি আমায় নাগপাশে বেঁধে ফেল্‌লে। দুর্জ্জয় মায়া এসে ক্ষিপ্ত বাসনাকে আমার ভুলিয়ে দিলে! বাঃ—সুন্দর এই সংসারবন্ধন! কিন্তু অসমঞ্জা সে বাঁধন শতছিন্ন ক'রে মুক্ত আলোকের পথে গিয়ে দাঁড়াবে। যাবো—যাবো, আমায় যেতেই হবে। তাই যাবার জন্য আজ আমার জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ করেছি। বিদ্যাধর! বিদ্যাধর!

বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। আজ্ঞে, আমায় ডাক্‌ছেন?

অসমঞ্জা। হ্যাঁ; সুরা দাও—সুরা দাও!

বিদ্যাধর। তা দেবো বই কি! দেবার জন্যই তো এখানে উপস্থিত। ধরুন—[সুরা দিল।]

অসমঞ্জা। [সুরাপান] বিদ্যাধর! তুমি আমায় কেমন দেখ্‌ছো?

বিদ্যাধর। আজ্ঞে, কেমন দেখ্‌ছি কি ক'রে বল্‌বো? তবে চোখ দু'টো আমার ঠিক্‌রে যাচ্ছে। আহা, যেন স্বর্গের দেবতা!

অসমঞ্জা। আজ আমি নূতন সাজে সেজেছি বিদ্যাধর ! কেন সেজেছি জান ? না—থাক্, আর শুনে কাজ নেই। সুরা—সুরা—

বিদ্যাধর। ধরুন ! [পুনঃ সুরা দিল।]

অসমঞ্জা। [সুরাপান] আঃ—বড় শান্তি—বড় তৃপ্তি ! হাঃ-হাঃ-হাঃ, আজ আমি কোথায় চলেছি—

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য।—

গীত।

ওই যে মরু সাহারা।
ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়, ওরে পথিক্ পথহারা।

অসমঞ্জা। কে—কে আমার উন্মত্ত বাসনাস্রোতকে অন্য পথে নিয়ে যেতে চাইছো ? কিন্তু অসমঞ্জা আর তোমার প্রদর্শিত পথে যাবে না বন্ধু ! তুমি চ'লে যাও—তুমি আমায় নিয়ে যেতে পার্‌বে না।

বৈরাগ্য।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কেন অভিমান, ওরে কেন অভিমান,
আয় ছুটে আলোকপাশে নিবি যদি আমার দান,
নইলে ভুলের বশে মর্‌বি কেঁদে সার হবে রে অশ্রুধারা।

অসমঞ্জা। কিন্তু উপায় নেই বন্ধু। শত সহস্রবার তোমার সঙ্গে যাবার জন্য আমি ছুটে গিয়েছিলুম, কিন্তু পার্‌লুম না। বিদ্যাধর !

বিদ্যাধর। আজ্ঞে—

অসমঞ্জা। আমি কেমন হয়েছি ?

বিদ্যাধর। আহা-হা ! এত দিনের পর আপনি চমৎকার হয়েছেন।

বড়লোকদের রাজা-মহারাজাদের যেমনটী হওয়া উচিত, ঠিক্ তেমনটীই হয়েছেন। কোথায় ঠাকুর দেবতার পুজো—সাধুভোজন করানো—সন্নিসি ভাব, ছঁ—ওকি আপনার মত লোকের সাজে? কেবল স্ফুর্ত্তি—সুরা নর্ত্তকী—ব্যস! এই তো দরকার, নইলে লোকে মান্‌বে কেন? মনের সুখে স্ফুর্ত্তি করুন—ব্যস!

অসমঞ্জা। এর সঙ্গে আর কিছু চাই না বিদ্যাধর?

বিদ্যাধর। আজ্ঞে দেখি একটু ভেবে; হ্যাঁ, মনে পড়েছে—এর সঙ্গে চাই একটী ষোড়শী নারী।

অসমঞ্জা। নারী?

বিদ্যাধর। আজ্ঞে! নইলে খাপ খাবে কেন? ও যে বড়মানুষি দেখাবার একটা প্রধান অঙ্গ। বলুন না, কাকে নিয়ে আস্‌তে হবে? বিদ্যাধর এখনি হিড়্ হিড়্ ক'রে তাকে টান্‌তে টান্‌তে আপনার কাছে নিয়ে আস্‌বে। বিদ্যাধর তাতে খুব সিদ্ধহস্ত! আমার গুরুদেবের কি শিক্ষা!

অসমঞ্জা। ওঃ! ভুলে গিয়েছিলুম বিদ্যাধর, মায়াধর গুরুর কথা। সত্যই তোমার গুরুদেব সংসারের একটী বিচিত্র জীব। জানি না, ভগবান্ তাকে কোন্ উপাদানে গড়েছে। আমিও শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

বিদ্যাধর। আজ্ঞে, গুরুদেব আমার অদ্ভুত শক্তিশালী! কত রকম যে ভৌতিক বিদ্যা জানেন! আপনি দিন কতক পরেই দেখ্‌তে পাবেন। [স্বগত] পাপ-সহচর আমি আজ ছদ্মবেশে সগরপুত্রের বয়স্য; সগরের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য, পাপও আজ গুরুদেব মুর্ত্তি ধারণ করেছেন। সগর! তুচ্ছ মানব! তোমার অশ্বমেধ-যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে দেবো না।

অসমঞ্জা। আবার যেন কে আমায় ডাক্‌ছে! যাই—যাই! ওকি, কে—কে তুমি আমার পশ্চাৎ হ'তে টান্‌ছো? সংসার—মায়া? ওকি—ওকি বিদ্যাধর?

বিদ্যাধর। হুজুর! দেখুন—দেখুন, আমার গুরুদেবের এইবার বিভূতি দেখুন!

সুক্লাতকে মোহে মুগ্ধ করিয়া মায়াধরের প্রবেশ।

অসমঞ্জা। একি! একি!

মায়াধর। মায়াধর স্বামীর অপূর্ব্ব মায়াশক্তি! যুবরাজ! এইবার এই অনিন্দসুন্দরীর প্রেমসুধা পান ক'রে আনন্দের সাগরে ভেসে যাও।

বিদ্যাধর। গুরু-আজ্ঞা! ওহো!

অসমঞ্জা। আমার নূতন জীবনের পথে এ আবার কি নূতন ছবি এঁকে দিচ্ছি? এই যুবতী নারী হবে অসমঞ্জার নূতন পথের সঙ্গিনী? কিন্তু—কিন্তু দেখ মায়াধর! সুন্দরীর সারা অঙ্গ হ'তে এক একটা ভীষণ কাল সাপ বেরিয়ে আমায় ছোবল মারতে ছুটে আসছে! উঃ! উঃ! আমায় দংশন করলে বুঝি!

মায়াধর। ভয় নেই যুবরাজ! আচ্ছা এইবার দেখ; কি দেখতে পাচ্ছ?

অসমঞ্জা। বাঃ—বাঃ! অনন্ত আলোকসম্ভার! প্রেমের অনন্ত সাগর! চমৎকার—চমৎকার! লালসার একি উন্মাদনা! আমি কোথায়—কোথায়? ওই অন্ধকার; নিভে গেল দীপ! বাঃ—বাঃ! নারী এত সুন্দরী!

মায়াধর। এখন ওই সুন্দরীর সঙ্গে বিহার কর! দেখবে কত সুখ—কত শান্তি! [বিদ্যাধরকে সুরা দিতে ইঙ্গিত করিল।]

বিদ্যাধর। ধরুন! আর একটুখানি আছে।

অসমঞ্জা। দাও—দাও—সুরা দাও, আমি আকণ্ঠ পান করি! [সুরাপান] সুন্দর জগৎ! সবই যে সুন্দর! সুন্দরী! সুন্দরী!

সুক্লতি। [চমকিত হইয়া] এঁ্যা! একি? আমি কোথায়?

অসমঞ্জা। তুমি আজ যুবরাজ অসমঞ্জার বিলাস-উদ্যানে।

সুকৃতি। সে কি? কে আমায় এখানে নিয়ে এল?

মায়াধর। আমি।

সুকৃতি। সন্ন্যাসী, তুমি?

মায়াধর। হ্যাঁ—আমি।

সুকৃতি। ওগো সন্ন্যাসী! কেন তুমি আমায় এখানে নিয়ে এলে?

মায়াধর। তোমার নারীজন্ম সার্থক করতে। আজ এই অযোধ্যার ভাবী অধীশ্বরের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় ক'রে পর্ণকুটীরের দুঃসহ যন্ত্রণা ভুলে যাও।

সুকৃতি। বাঃ! বাঃ! চমৎকার সন্ন্যাসীর সাধু বাণী! সতী নারীর পর্ণকুটীরের সুখ অসতী নারীর অট্টালিকাতেও নেই। পরেছ গৈরিক বাস—নিয়েছ ত্যাগের ব্রত—সর্ব্বাঙ্গে মেখেছ ভস্ম, অম্লানবদনে জগৎ তোমার পায়ে মাথা নুইয়ে দিচ্ছে, আর তুমি কি না—

মায়াধর। স্তব্ধ হও নারী!

অসমঞ্জা। না—না, বল—বল নারী, তোমার প্রাণের যতটুকু উচ্ছ্বাস আছে; জগৎ ভাল ক'রে শুনুক্, আর তোমার ওই প্রাণের ব্যাকুলতার প্রতিধ্বনিতে অসমঞ্জা আবার পুরাতনের সঙ্গী হোক্!

মায়াধর। যুবরাজ! যুবরাজ!

অসমঞ্জা। আমি সংসারেই থাকৃতে চাই সন্ন্যাসী! নূতনত্বের সৃষ্টি ক'রে মুক্তির পথ পরিষ্কার করতে আর চাই না। সংসারের তীব্র কশাঘাত আমি আনন্দে সহ্য করবো মায়াধর, তবু এই পথে এইভাবে আমি ত্যাগের ব্রত নিতে পারবো না। বিদ্যাধর! সুরা ফেলে দাও; মায়াধর! তুমি চ'লে যাও, আমার কাছে এসো না। আমি যে মানুষ!

মায়াধর। কি! কি! অযাচিতভাবে সৌভাগ্য দিতে এসেছি, আর তুমি সে সৌভাগ্য চাও না? কি জন্য এখানে এসেছ যুবরাজ ভোগের

জন্যই জীব আসে এ সংসারে। দৃঢ় হও! পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত ভুলে গিয়ে সুন্দরীর প্রেম-সুধা পান কর।

সুকৃতি। যুবরাজ! আমায় ছেড়ে দাও। আমি দুর্ব্বলা নারী—

বিদ্যাধর। ভয় নেই নারী, আর দুর্ব্বলা থাক্‌বে না—এইবার সবলা হবার মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। আর ঘোমটা দিয়ে উনুনধারে ব'সে ফুঁ পাড়্‌তে হবে না; দিব্বি কাছা এঁটে, ঘোমটা খুলে মনের সুখে বেড়াবে।

মায়াধর। কালবিলম্ব না ক'রে এখন ঐ রূপসীকে নিয়ে বিহার কর; আমরা চল্‌লুম। এসো বিদ্যাধর! মনে রেখো—মায়াধর মহাশক্তি-সম্পন্ন সাধক। [স্বগত] কোথায় যাবে মানব! সংসার দেখ্‌বে এইবার, পাপের প্রভাব কতখানি!

[বিদ্যাধর সহ প্রস্থান।

অসমঞ্জা। না—না, আবার যে আমার সব হারিয়ে গেল! আমি যে সব ভুলে গেলুম! সুন্দরী! সুন্দরী! যদি আজ বসন্তের প্রথম প্রভাতে ফুটন্ত প্রেমের ডালা নিয়ে আমার সম্মুখে এসেছ, তবে এসো—এসো সুন্দরী, হৃদয় বিনিময় কর্‌বে এসো। [ধরিতে উদ্যত।

সুকৃতি। যুবরাজ! আমি যে বান্ধবহীনা সতী নারী—আমার যে কেউ নেই! আছে মাত্র বৃদ্ধা মাতা। নগরের বহির্ভাগে ভগ্ন কুটিরে আমরা বাস্‌ করি; জানি না, কি অলৌকিক ক্ষমতাবলে সন্ন্যাসী আমায় এখানে নিয়ে এলো! ছেড়ে দাও আমায়—আমার বৃদ্ধা মা হয় তো আমার জন্য কত কাঁদ্‌ছে!

অসমঞ্জা। তোমায় ছেড়ে দেবো? না, আর তা হবে না নারী! আমার জীবনের স্রোত অন্য পথে চ'লে গেছে। অসমঞ্জা এখন মায়াধরের মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে—সে আজ নিজস্বহারা উন্মাদ! এসো নারী, প্রেমের মদিরা দানে আমার ক্ষুৎপিপাসা নির্ব্বাণ কর!

অনিলার প্রবেশ।

অনিলা। স্বামী!

অসমঞ্জ। কে? কে? অনিলা! তুমি এখানে কেন?

অনিলা। তোমায় দেখ্‌তে।

অসমঞ্জ। আমায় দেখ্‌তে? আমায় কি দেখ নি অনিলা?

অনিলা। দেখেছি, কিন্তু সে দেখায় আর এ দেখায় যে বহু ব্যবধান! দেখেছিলুম একদিন তোমার মহিমময় গৌরবমণ্ডিত মূর্ত্তি—দেখেছিলুম ত্যাগের উচ্ছ্বসিত জলধারা—দেখেছিলুম মহত্ত্বের অভ্রভেদী হিমাচল, কিন্তু আজ দেখ্‌ছি—না—না, তুমি আমার স্বামী! ওগো, আমি তোমায় কটু কথা বল্‌তে পার্‌বো না—তোমার প্রাণে ব্যথা দিতে পার্‌বো না।

অসমঞ্জ। যাও অনিলা! আমি বধির—অন্ধ—দয়া ধর্ম্ম বিবেক মহত্ত্ব-বিবর্জ্জিত পিশাচ—শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনিলা। একি পরিবর্ত্তন! ভগবান্! এ আবার কি লীলা-মাহাত্ম্য দেখাচ্ছ? এ আবার কি নূতন অভিনয় আরম্ভ করেছ? স্বামী! দেবতা! কোন্ পথে ছুটেছ আজ? ফিরে এসো! সতীর ধর্ম্মনাশের জন্য উদ্যত হয়েছ? একি তোমার চিত্তবিভ্রম? তুমি যে দেবতা ছিলে!

অসমঞ্জ। আজ আমি পিশাচ হয়েছি! যাও—বিরক্ত ক'রো না। এসো সুন্দরী! [সুকৃতিকে ধরিতে উদ্যত]

সুকৃতি। মা! মা! তুমি আমায় রক্ষা কর—[অনিলার পদতলে পতন]

অনিলা। ভয় নেই অভাগিনী! সতী তুমি, রক্ষক সতীনাথ আছেন। [হস্তধারণ]

অসমঞ্জ। অনিলা! ছেড়ে দাও—

অনিলা। আমি তোমায় মর্‌তে দেবো না।

অসমঞ্জা। আমি অমর নই।

অনিলা। পত্নী কিন্তু স্বামীর অমরত্ব চিরদিনই প্রার্থনা ক'রে থাকে।

অসমঞ্জা। সংসারে বিধবারও অভাব নেই অনিলা!

অনিলা। কিন্তু প্রার্থনা সমানভাবেই চ'লে আস্ছে।

অসমঞ্জা। ভাল! প্রার্থনাই কর; কিন্তু ওই রূপসীকে আমার কাছ হ'তে নিয়ে যেতে পাবে না।

অনিলা। তার জন্য যদি পাতকিনী হ'তে হয়, ভগবান্ আমার সে পাপ মুছে দেবেন।

অসমঞ্জা। বটে! এতদূর সাহস? মায়াধর! মায়াধর!

মায়াধরের প্রবেশ।

মায়াধর। ভয় নেই, দেখ যুবরাজ, মায়াধরের অদ্ভুত ক্ষমতা! [হস্ত-সঞ্চালনে অনিলাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিল।] এইবার রূপসীর হাত ধ'রে চ'লে এসো আমার সঙ্গে।

অসমঞ্জা। কোথায়?

মায়াধর। স্বপ্নালোকে।

[সুকৃতিকে লইয়া অসমঞ্জার মায়াধর সহ প্রস্থান।

অনিলা। [নিদ্রাভঙ্গে] স্বামী! স্বামী! একি! কোথায় গেল! কেউ যে নেই! আমিই বা এতক্ষণ কোথায় ছিলুম? কিছুই তো বুঝে উঠ্তে পার্ছি নে!

দ্রুত অসমঞ্জার পুনঃ প্রবেশ।

অসমঞ্জা। অনিলা! অনিলা! শীঘ্র আমায় লুকিয়ে রাখো; মায়াধর সন্ন্যাসী আমায় ধর্বার জন্য ছুটে আস্ছে! আমি অনেক কষ্টে তার হাত এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি। তার সঙ্গে যাবার সময় দেখ্তে পেলুম

কার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ! চমক ভেঙ্গে গেল ; ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌লুম—মায়াধরও আমার পেছু পেছু ছুট্‌লো ! এলো—এলো অনিলা ! আমায় বুঝি ধর্‌লে, তুমি শীঘ্র আমায় লুকিয়ে রাখ !

মায়াধরের পুনঃ প্রবেশ ।

মায়াধর । কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌বে ? শীঘ্র আমার অনুসরণ কর যুবরাজ !

অসমঞ্জা । সন্ন্যাসী !

মায়াধর । স্তব্ধ হও ! চ'লে এসো !

অসমঞ্জা । অনিলা ! আমায় রক্ষা কর—

অনিলা । রাক্ষসের কবল হ'তে কেমন ক'রে আমার স্বামীকে রক্ষা করি ? মা ! মা ! সতীরাণী মা আমার ! সতীর ব্যথা দূর কর্ মা ! আমি অকাতরে বেদনাতপ্ত অশ্রু তোর চরণে ঢেলে দিচ্ছি,সতীর ব্যথা দূর কর্ মা !

মায়াধর । তবে দেখ নারী, এই সন্ন্যাসীর যোগশক্তি কতখানি ! আবির্ভূত হও ত্বরা মায়াশক্তিগণ !

অট্টহাস্যে অস্ত্রকরে মায়াশক্তিগণের আবির্ভাব ।

অসমঞ্জা । উঃ ! অনিলা ! প্রাণ যায় ! [মূর্চ্ছিত হইল]

অনিলা । ভগবান্ ! স্বামীর জীবন রক্ষা কর প্রভু !

গীতকণ্ঠে ত্রিশূলহস্তে ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম ।—

গীত ।

আয় নেমে আয় চক্র ভয়াল হুঙ্কারে কাঁপিয়ে ধরাখান ।
প্রলয়নাদে গর্জ্জে ওঠ, কাঁপিয়ে তোল পাপীর প্রাণ ।

দূর হ'য়ে যাক্ অন্ধকার, উঠুক্ জ্ব'লে আলোকধার,
বিশ্ব ভ'রে উঠুক্ ফুটে ভগবানের জয়ের গান ।

মায়াধর । আক্রমণ কর—আক্রমণ কর ধর্ম্মকে ।

ধর্ম্ম । আরে আরে পাপ ! তোরও রক্ষা নেই । [ত্রিশূল উত্তোলন

[অসমঞ্জা ও অনিলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অসমঞ্জা । অনিলা ! অনিলা !

অনিলা । স্বামী ! স্বামী !

অসমঞ্জা । অসমঞ্জার নূতন জীবনের একি অভিনয় আরম্ভ হ'লো ! কে তুমি—কে তুমি মায়াধর ? তুমি আমার বন্ধু না শত্রু ? তুমি আমার মুক্তিদাতা, না মুক্তির পথরোধ ক'রে দাঁড়াবে ? কই—কোথা গেল সেই রুধিরলোলুপা সুভীষণা অস্ত্রধারিণী পিশাচীগণ—কোথা গেল সেই প্রখর মার্ত্তণ্ডের মত মন্ত্রবিদ্ মায়াধর ? এসো—এসো মায়াধর, আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল সেই স্বপ্নময় বসন্তের কুঞ্জ-কাননে ।

মায়াধরের পুনঃ প্রবেশ ।

মায়াধর । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! চ'লে এসো—

অসমঞ্জা । [যাইতে উদ্যত হইলেন]

অনিলা । [বাধা দিয়া] স্বামী ! স্বামী ! কোথা যাও ?

অসমঞ্জা । স'রে যাও—স'রে যাও অনিলা ! আমি আজ নূতন পথের যাত্রী ! কর্ম্ম আমার অভিনব—আমি আজ সৃষ্টির স্বতন্ত্র ।

[মায়াধর সহ প্রস্থান ।

অনিলা । উঃ ! ভগবান্ !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্বর্গধাম।

ইন্দ্রাদি দেবগণ আসীন ; অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

আজি, মাধবীলতায় বাঁধি তোমারে প্রিয়।
রেখে দেবো গোপনে, যৌবন-উপবনে,
পরশনে ঢেলে দেবো সঞ্চিত অমিয়।
সুললিত কণ্ঠে তুলিব তান, দীঘল নয়নে সখা হানিব বাণ,
অলসে আসিবে ঘুম, অনুরাগে দেবো চুম,
প্রতিদান থাকে যদি তুমি হে দিও।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

ইন্দ্র। সগরপৌত্রের অদ্ভুত বীরত্ব! সত্যই আমি মুগ্ধ দেবগণ, সেই ক্ষুদ্র মানবশিশুর অস্ত্রপরিচালনা দেখে। মনে হ'চ্ছে, সেই বালককে বুকে ক'রে রাখি; কিন্তু সে যে আমার বৈরীর পৌত্র।

১ম দেবতা। তবে কি সেই বন্দী সগরপৌত্রকে মুক্তি দেবেন?

২য় দেবতা। চিরমুক্তি।

ইন্দ্র। ক্ষুদ্র এক শিশুকে বধ ক'রে দেবতার সুনাম কলঙ্কিত করবো? না—না, তাও কি সম্ভব দেবগণ? যে অস্ত্রে একদিন বরদর্পী দানবগণকে সংহার করেছি, সেই অস্ত্রে আজ এক তুচ্ছ বালককে বধ করতে হবে?

এই শিশুবধের নির্ম্মম কাহিনী আমরণ সৃষ্টির বুকে দেবগণের কলঙ্কের ধ্বজা ওড়াবে—সারা বিশ্ব দেবতার নামে নাসিকাকুঞ্চন করবে।

১ম দেবতা। দেবরাজ তবে কি জন্য সেই মহামতি ধর্ম্মধ্বজ সগরের অনিষ্টসাধনে অতিথি ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হ'য়ে তাকে অভিশাপ দিয়ে এলেন? কি জন্যই বা পাঠিয়েছেন মূর্ত্তিমান পাপকে অযোধ্যায়?

ইন্দ্র। সবই সত্য, কিন্তু তবু যেন বিবেকের কশাঘাতে স্বার্থের রেখা অন্তর হ'তে মুছে যাচ্ছে! পরিণামের আলেখ্য চোখের সাম্‌নে কে যেন তুলে ধরছে! থাক্, কাজ নেই আর শিশুবধে—কাজ নেই সগরের সর্ব্বনাশে—কাজ নেই ইন্দ্রের অচল আসন-প্রতিষ্ঠায়।

১ম দেবতা। সে কি দেবেন্দ্র! অকস্মাৎ এরূপ মতিপরিবর্ত্তনের কারণ কি?

ইন্দ্র। কারণ অনেক; বীরত্ব-উদ্ভাসিত সেই ফুল্ল মুখখানি দেখে আমার স্বার্থময় পাষাণ প্রাণ আজ অনুরাগের আকর্ষণে পরিবর্ত্তনকে টেনে এনেছে। যাও—বালককে এখনি অযোধ্যায় পৌঁছে দিয়ে এসো। হয় তো তার জন্য অযোধ্যার রাজপুরীতে হাহাকার জেগে উঠেছে। আমি এতখানি হীনতাকে আশ্রয় ক'রে আমার স্বর্গের আসনকে অচল রাখ্‌তে চাই না।

১ম দেবতা। দেবরাজ! স্মরণ করুন সেই ভবিষ্যতের দুর্ভাগ্যের কথা। আজ যদি এক ক্ষুদ্র শিশুর জন্য কাতর হ'য়ে পড়েন, তা হ'লে—

ইন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সত্যই বলেছ বন্ধু, ভবিষ্যৎপথে দারুণ হাহাকার ছুটে আস্‌বে। সগরের অশ্বমেধ-যজ্ঞ—পরিণাম ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বের অবসান। না—না, আমি তার এ যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে দেবো না। ভেঙ্গে দেবো সেই তুচ্ছ মানবের আকাশ-কুসুম কল্পনা—তুল্‌বো প্রবল হাহাকার তার শান্তির রাজ্যে, ছলে বলে কৌশলে তার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক কর্‌বো। যাও—যাও, শীঘ্র সেই কেশরিশাবককে এখানে নিয়ে

এসো ; তাকে হত্যা কর, তারপর তার ছিন্নশির সগরের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

কেন সুধাভ্রমে খেয়ে গরল মর্‌বে জ্ব'লে দিবানিশি।
সুখের আশায় জ্বাল্‌বে আগুন নিরাশাতে যাবে ভাসি।
ভাঙ্গবে সকল কল্পনা, যতই কর জল্পনা,
আস্‌বে আঁধার ছুটবে পাথার, জাগ্‌বে তখন হাহাকার,
শ্রাবণধারায় পড়বে ঝ'রে অনুতাপের অশ্রুরাশি।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! তুমি চাও দেবতার কার্য্যের অন্তরায় হ'তে? তুমি চাও দেবতার দুর্দ্দিন দেখ্‌তে? না—না, তা হবে না ; তোমার ওই ভবিষ্যৎ-বাণী আজ আমায় টলাতে পার্‌বে না। যাও—যাও, সগরপৌত্র অংশুমানকে এখানে নিয়ে এসো।

[একজন দেবতার প্রস্থান।

২য় দেবতা। পৌত্রের ছিন্নশির দেখ্‌লে অশ্বমেধ-যজ্ঞের কল্পনা তার অন্তর হ'তে চিরদিনের জন্য তিরোহিত হবে।

ইন্দ্র। তবু যেন হায় নিরাশ-আঁধার
দিগন্তের কোল হ'তে
নেমে আসে সম্মুখে আমার।
কেবা যেন কহিছে অলক্ষ্যে,
সাবধান—সাবধান!
দুরাশা কি পূর্ণ হয় কভু?

না—না, হবো না চঞ্চল;
বৈরীশূন্য হ'তে হবে আজ,
সবংশে করিব ধ্বংস সগর মানবে।

গীতকণ্ঠে অংশুমানের প্রবেশ।

অংশুমান।—

গীত।

তুমি কাঁদাও কেন আমায় হরি, আমি কাঁদবো কত বল না।
তুমি যতই কাঁদাও কাঁদবো ততো, তবু তোমায় ভুলবো না॥
তোমার পূজার অর্ঘ্যভার, কোন মতে ফেলবো না আর,
আসুক্ মরণ মত্ত বারণ, রাখবো তোমার রাঙাচরণ
আমার হিয়ার মাঝে দিবস সাঁঝে, ছাড়বো না গো ছাড়বো না।

ইন্দ্র। অংশুমান! অংশুমান!

অংশুমান। কেন দেবরাজ?

ইন্দ্র। আজ আমি তোমায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবো। মনে নেই, সে দিন এই দেবরাজকে বন্দী করতে কতখানি নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলে?

অংশুমান। এখনও সেই পরিচয় দেবো। মরণের ভয়ে আমার দাদুর মুখে কলঙ্কের ছাপ দেবো না দেবরাজ!

ইন্দ্র। কি, এত সাহস ক্ষুদ্র এক বালকের?

অংশুমান। হ্যাঁ দেবরাজ, এ সাহস আমাদের বংশগত ব্যাধি। শুনুন দেবরাজ! শীঘ্র আমায় অযোধ্যায় রেখে আসুন, নতুবা আপনার মঙ্গল নেই।

ইন্দ্র। আর তোমায় অযোধ্যায় ফিরে যেতে হবে না বালক! এখনি

তোমায় শমনপুরীতে যেতে হবে। শমন তোমায় সাদরে গ্রহণ করবার জন্য ওই দেখ অদূরে দাঁড়িয়ে।

অংশুমান। বাঃ! ওগো নারায়ণ! আমি যে দিবারাত্র তোমার পূজা করি—তোমায় কাতরকণ্ঠে কত ডাকি! কিন্তু হে মাধব! তোমার এ কি করুণা? জানতুম স্বর্গ পুণ্যের আলোকে আলোকিত, কিন্তু তা তো দেখ্‌ছি না! স্বর্গ যে নরক; তুমি আমায় কেন এখানে নিয়ে এলে দয়াময়?

ইন্দ্র। স্তব্ধ হও বালক! দেবগণ! হত্যা কর অহঙ্কারী বালককে।

দেবগণ। আরে আরে দুর্ব্বিনীত বালক! [অস্ত্র তুলিল]

শচীর প্রবেশ।

শচী। চমৎকার স্বর্গরক্ষার নীতি—সুন্দর দেবতার মহিমাবিকাশ! সৃষ্টি, এখনো স্থির কেন? সৃষ্টিকর্ত্তা এখনো নীরব কেন? ওরে বান্ধবহীন আনন্দদুলাল! ভয় নেই তোর; আয়—আয়, আমার বুকে আয়, আমি পক্ষিণীর মত তোকে পক্ষপুটে লুকিয়ে রাখ্‌বো, সাধ্য কি তোর কোন অনিষ্ট করে—তোর কোমল অঙ্গে ব্যথা দেয়। [অংশুমানকে কোলে লইলেন।]

অংশুমান। মা—মা—

ইন্দ্র। শচী! শচী! দেবতার কার্য্যে বাধা দিও না।

শচী। স্বর্গের পুণ্য-মৃত্তিকার উপর এতখানি অনাচার হ'তে দেবো না সুরেশ্বর! দেবতার এ কি গরিষ্ঠ কর্ম্মসাধনার সজাগ মুর্ত্তি? ক্ষুদ্র এক শিশুবধের এ কি বিপুল আয়োজন? নিষ্কণ্টক হবার এ কি সঙ্কল্প?

ইন্দ্র। তুমি জান না ইন্দ্রাণী, ওই শিশু কে?

শচী। সব জানি—সব শুনেছি। তুচ্ছ মানবের অনিষ্ট সাধনের জন্য

প্রকৃতির বক্ষসুশোভিত এই আধফুটন্ত কুসুমটীকে কেন তুলে নেবার সাধ? সত্যই যদি মহানুভব সগরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে ভবিষ্যতে দেবতার কোন অমঙ্গল হয়, তা হ'লে দেবতা তোমরা—শক্তিমান তোমরা, পার না কি নিজেদের জাতির গৌরব দেখিয়ে সে অমঙ্গলকে দূর করতে? কিন্তু কোথায় সে নীতি? স্বার্থের স্বপ্নে আত্মহারা হ'য়ে উদ্যত হয়েছ আজ ক্ষুদ্র এক শিশুকে বধ করতে! ছিঃ-ছিঃ, এতে যে দেবতার কলঙ্কের ভেরী বেজে উঠ্‌বে!

ইন্দ্র। ইন্দ্রাণী!

শচী। আমিও স্বর্গেশ্বরী, সে কলঙ্ক আমি সইতে পার্‌বো না।

ইন্দ্র। বালককে হত্যা কর দেবগণ!

শচী। না, আর অত সহজে হত্যাকাণ্ড নিষ্পন্ন হবে না দেবেন্দ্র! সন্তান যে এখন মায়ের বুকে; কার সাধ্য সন্তানকে মায়ের বুক হ'তে ছিনিয়ে নেয়! চল্—চল্ ওরে মায়ের সন্তান, চল্—আমি তোকে মায়ের কোলে দিয়ে আসি। [প্রস্থানোদ্যতা]

ইন্দ্র। ফেরো ইন্দ্রাণী—

শচী। অসম্ভব! তা হ'লে যে মায়ের নামে সৃষ্টি আতঙ্কে থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌বে স্বামী!

[অংশুমানকে লইয়া প্রস্থান।

ইন্দ্র। নিষেধ শুন্‌লে না—নিয়ে গেল সগরপৌত্রকে আমার সম্মুখ হ'তে। দেবেন্দ্রাণীর এ কি স্বেচ্ছাচারিতা! দেবগণ! যাও—যাও, শচীর বুক হ'তে অংশুমানকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো।

১ম দেবতা। ভয় কি দেবেন্দ্র! পাপ তো অযোধ্যায় আছে, তার দ্বারাই দেবতার মঙ্গল সাধিত হবে।

ইন্দ্র। পাপ—পাপ আছে অযোধ্যায় দেবতার মঙ্গলসাধন করতে;

কিন্তু জানি না দেবগণ, জয় হবে কার—জয়ী হবে কে? শচী! স্বামীদ্রোহিণী! না—না, তুমি যথার্থই স্বর্গেশ্বরী নামের সার্থকতা দেখালে! কিন্তু—আবার সেই ভবিষ্যতের করাল মূর্ত্তি!

[অগ্রে ইন্দ্র, তৎপশ্চাৎ দেবগণের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অবলার বাটী ।

বিদ্যাধরের প্রবেশ ।

বিদ্যাধর। হে-হে-হে! মহারাজের সঙ্গে মর্ত্ত্যে এসে এক রকম চল্‌ছে ভাল! আহারাদির বিহারাদির কোন রাদির অসুবিধা হয় নি। নূতন দেশে এসে চালন-চলন নূতন ভাবেই আরম্ভ করেছি। হে-হে-হে, বল্‌তে যে লজ্জা করছে—ঘর-সংসারও তৈরী করেছি। বেশ আছি কিন্তু! সুরা-পান—স্ফূর্ত্তি—যা ইচ্ছে তাই! আহা, পাপ মহারাজ, তুমি চিরজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকো। ওহো—রসময়ী অবলাসুন্দরীর সঙ্গে হে-হে-হে একটু একটু চেনাশোনা হ'য়ে পর্য্যন্ত আমি এখানেই আড্ডা নিয়েছি। সুন্দরী আমায় বড় ভালবাসে। তবে কি না, মাঝে মাঝে পয়সার জন্যে আমার বাবার নাম ভুলিয়ে দেয়। বেটী খাঁটী ব্যবসাদার! ফেল কড়ি মাখো তেল, নইলে অগস্ত্যযাত্রা কর। হে-হে-হে, ওই যে অবলাসুন্দরী আস্‌ছেন!

অবলার প্রবেশ ।

অবলা। কি, অবলাসুন্দরী আস্‌ছেন? বলি অবলাসুন্দরী কি সুন্দর

নয়, তাই দিনরাত আমায় ঠাট্টা কর? বলে অবলার এই রূপ দেখে কত বুড়োও অজ্ঞান হ'য়ে যায়।

বিদ্যাধর। একশোবার! বুড়ো কেন—জোয়ানেরও মূর্চ্ছা হয়। অহো, সত্যই তুমি সুন্দরী।

অবলা। দেখ, ওসব ছেঁদো কথা রেখে দাও; এখন কাজের কথা কও তো শুনি।

বিদ্যাধর। বল।

অবলা! পয়সা কই? কাল পয়সা দাও নি, আজও দেবে কি না সন্দেহ! ও সব চালাকি চল্‌বে না, রোজ রোজ নগদ পয়সা মিটিয়ে দিতে হবে; আমি আর ধারে কারবার করবো না।

বিদ্যাধর। মনে কর না কেন, আমি তোমায় সব মিটিয়ে দিয়েছি—

অবলা। সে কি গো?

বিদ্যাধর। আহা, মনেই কর না!

অবলা। ওমা! সে আবার কি গো? তুমি দিলে না—থুলে না, আর আমি মনে করবো পেয়েছি? মুখে আগুন তোমার মনে করার? এখন পয়সা দেবে কি না?

বিদ্যাধর। তুমি আমায় ভালবাস না বিদ্যাধরী?

অবলা। এ্যাঁ, বিদ্যাধরী কি গো? আমার সাতগুষ্টির নাম কখনো বিদ্যাধরী ছিল না।

বিদ্যাধর। অহো, সত্যই তুমি বিদ্যাধরী!

অবলা। আমি বিদ্যাধরী হবো কেন রে মুখপোড়া! তোর সাতগুষ্ঠি বিদ্যাধরী হোক্।

বিদ্যাধর। আহা, রাগ ক'রো না। দেখ, আমি বিদেশী লোক; তুমি যদি কৃপা না কর, তা হ'লে কোথায় যাই বল তো?

অবলা। পয়সা দাও, থাক্‌তে পাবে।

বিদ্যাধর। তুমি আমায় ভালবাস না?

অবলা। ইস্‌! উনি আমার সাতপুরুষের নাউঘণ্ট, ওনাকে ভাল-বাস্‌বো না তো কাকে ভালবাস্‌বো? এখন পয়সা দিচ্ছ কখন বল?

বিদ্যাধর। ভবী ভোল্‌বার নয়, যতই দাও তেল কাজল। দেবো—দেবো, তোমায় রাজা কর্‌বো অবলাসুন্দরী! আর তোমায় বিদ্যাধরী বল্‌বো না।

অবলা। হ্যাঁগা, আমি রাজা হবো?

বিদ্যাধর। আলবৎ হ'তে হবে, না হ'লে জোর ক'রে তোমায় রাজা কর্‌বো। দেখ, ওদিকের সংবাদ-টংবাদ কিছু পেলে? মহারাজ কি সত্য সত্যই অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর্‌বেন?

অবলা। কি ক'রে হবে? আহা, যুবরাজের ছেলেটাকে দেবরাজ ইন্দ্র ধ'রে নিয়ে গেছে। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই হ'লো গা! মহারাজ তো বিছানা নেবার যোগাড় করেছেন।

বিদ্যাধর। বটে! এত কাণ্ড হয়েছে? তাই তো, যজ্ঞে কত কি খাবো ব'লে অযোধ্যায় এলুম—কত পাওনা থোওনা হ'তো! হাত্তোর বামুনের কপাল!

অবলা। কই, পয়সা দাও!

বিদ্যাধর। [স্বগত] সর্ব্বনাশ বাধালে দেখ্‌ছি; মাগী কিছুতেই তো ভোলে না! পয়সা এখন পাই কোথায়? বেটী একেবারে চামার।

অবলা। চুপ ক'রে রইলে যে? এখনি ঝাঁটা খাবে আর বাপ্‌-বাপ্‌ ক'রে পয়সা দেবে। অবলাবালার পয়সা হজম করা বড় চারটী-খানি কথা নয়। এখুনি—

বিদ্যাধর। থাক্‌—আর যবনিকায় কাজ নেই।

অবলা। ও জপ-ফপ জানি নে; শীগ্‌গির বল্‌ছি, পয়সা দাও। মার্‌বো না কি ঝাঁটা? পিঠ বোধ হয় সুড়-সুড় কর্‌ছে?

বিদ্যাধর। তাই তো, মহারাজের যখন অশ্বমেধ-যজ্ঞ হ'লো না, তখন পয়সা কোথায় পাই বল তো মণি?

অবলা। যেখানে পাও, নিয়ে এসো।

বিদ্যাধর। এবার খুব জল হবে।

অবলা। তারপর?

বিদ্যাধর। খুব ধান হবে।

অবলা। তারপর?

বিদ্যাধর। লোকে খেয়ে বাঁচ্‌বে।

অবলা। তবে তুমি ঝাঁটা খেয়ে বাঁচো।—[ঝাঁটা প্রহার]

বিদ্যাধর। উ-হু-হু! কর্‌ছো কি—কর্‌ছো কি? অবলা আর সবলা হ'য়ো না ধনি!

অবলা। আজ তোর সাতগুষ্ঠির ছেরাদ্দ কর্‌বো।—[প্রহার]

বিদ্যাধর। আঃ, কর কি—কর কি? দাঁড়াও, ছেরাদ্দের জন্য আমি বামুন ডেকে আনি।　　　　　　　　　　[দ্রুত প্রস্থান।

অবলা। বটে! পালিয়ে যাওয়া হ'লো! দাঁড়া আঁটকুড়ির ব্যাটা, তোকে আমি ঠিক্ খুঁজে বার কর্‌বো। তাই তো, মিন্সে কি সত্যি সত্যিই চ'লে গেল গা? দিন কতক নতুন নতুন বেশ পয়সা কড়ি দিত; মিন্সে দোষে গুণে ছিল গা! আবার মিন্সেকে একটু ভালও বেসে ফেলেছিলুম।

গীত।

ওহো-হো, সে ছিল আমার রূপের ভাটাতে আহ্লে জোয়ার।
সে ছিল আমার শুক্‌নো গাছের টাট্‌কা ফোটা ফুল,
ছিল যে ভালবাসা প্রাণেতে তাহার।

ছিল সে আমার নয়নতারাটী, ছিল সে আমার বাঁধা সে বীণাটী,
ছিল সে আমার কুহু-কুহু কালো পাখিটী, উড়িয়া গেল গো—ওহো-হো-হো,
আমার কালো পাখী আজ উড়িয়া গেল হায়,
খুলিয়া দিনু কেন খাঁচার দোয়ার।

বিদ্যাধরের পুনঃ প্রবেশ।

বিদ্যাধর। [দূর হইতে] কুহু! কুহু!

অবলা। ওমা, পোড়ারমুখো কোকিলটে আবার অসময়ে ডেকে উঠ্‌লো কেন?

বিদ্যাধর। কুহু! কুহু!

অবলা। ও মা, তুমি? তুমি তো বেশ কোকিল ডাক্‌তে পার! আমি মনে করেছিলুম, সত্যই পোড়ারমুখো কোকিলটে ডেকে উঠ্‌লো। আবার কি জন্য এলে? পয়সা-কড়ি এনেছ তো?

নেপথ্যে মায়াধর।

মায়াধর। এখানে কি বিদ্যাধর আছ?

বিদ্যাধর। সর্ব্বনাশ! গুরুদেব এসে পড়েছেন যে! এঁ্যা—কি করি অবলা? এইবার একবার ভাল ক'রে সবলা হও—গুরুদেবের মুণ্ডুপাত ক'রে দাও।

মায়াধর। বিদ্যাধর!

বিদ্যাধর। তাই তো, কি করি অবলা? দেখ, এক কাজ কর।

অবলা। কি কাজ?

বিদ্যাধর। আমি মড়ার মত শুয়ে পড়ি, তুমি একখানা কাপড় দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দাও, তারপর হাত পা ছড়িয়ে যা হয় মনে ক'রে কাঁদ্‌তে থাক; তবে বাবা-টাবা ব'লে যেন মাথাটি খেয়ে ফেলো না।

অবলা। হ্যাঁগা, তোমায় বাবা বল্‌বো কি গো ?

বিদ্যাধর। আঃ—যা হয় ব'লো ! [শয়ন করিল]

অবলা। [বস্ত্র ঢাকিয়া দিয়া] হ্যাঁগা, দম আট্‌কে সত্যি সত্যি ম'রে যাবে না তো ? মর্‌তে হয় পয়সা দিয়ে ম'রো।

বিদ্যাধর। কাঁদো—কাঁদো !

অবলা। তোমার জন্যে কাঁদ্‌বো কেন গা ? তুমি আমার কে ? বলে, ভাতার ম'রে গেলে একদিনও কাঁদি নি, লোকে আমায় সতী ব'লে ধন্যি-ধন্যি ক'রে উঠ্‌লো।

বিদ্যাধর। তবে হি-হি ক'রে দন্ত বিকশিত ক'রে হাসো।

অবলা। ওমা, হাস্‌বো না ? তোমার জন্যে কাঁদ্‌বো না কি ?

বিদ্যাধর। হাসো—হাসো ; ফিক্‌—ফিক্‌ ক'রে না হয়, হা-হা ক'রে হি-হি ক'রে, যেমন ক'রে পার হাসো ! কাঁদো, না হয় হাসো।

অবলা। ওগো, আমার যে হাসিও আস্‌ছে না—কান্নাও আস্‌ছে না।

বিদ্যাধর। সব মাটি করলে দেখ্‌ছি এইবার !

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। কই, কোথায় গেল দুষ্ট মায়াধর তান্ত্রিক সাধক ? তাকে এই দিকে যে আস্‌তে দেখ্‌লুম ; মহারাজ তাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছেন। তারি জন্য যুবরাজ নষ্ট হ'তে বসেছেন। এই যে, অবলা সুন্দরী যে !

অবলা। ভাল আছ তো প্রহরী-দা ?

প্রহরী। যেমন তুমি রেখেছ। বলি মায়াধর ঠাকুর কি এদিকে এসেছিল ?

অবলা। কই, না !

প্রহরী। এ আবার শুয়ে কে এখানে ?

অবলা। আমার ভাইঝি ; এখন আমার কাছেই আছে। আহা, আমার ভাইঝির কি রূপ ! সহজে কি কাউকে রূপ দেখায় ?

প্রহরী। তাই তো অবলা সুন্দরী, তোমার ভাইঝিটিকে একটিবার যদি দেখ্‌তে পেতুম ! পছন্দ হ'লে—

অবলা। তা ভাই, তুমি যা হয় ক'রে পছন্দ কর। আমার কি আর এখানে থাকা চলে ? হাজার হোক্, ওর তো গুরুজন বটে !

প্রহরী। তা তো বটেই ! যাও—যাও ! [অবলার প্রস্থান।] কি গো ভাইঝি সুন্দরী ! বলি, অত লজ্জা কেন ? আমি রাজবাড়ীর প্রহরী, মাসে ন টাকা কম পনের টাকা মাইনে পাই, আবার মহারাণীর ফায়-ফরমাসও খাটি। দেখি তোমার মুখখানা—[আবরণ খুলিতে চেষ্টা।]

বিদ্যাধর। [বাধা দিল।]

প্রহরী। আঃ, একবারটি দেখিই না ! [মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে বাপ্ ! [পলায়নোদ্যত]

বিদ্যাধর। [উঠিয়া] ওহে প্রহরী খুড়ো ! শোন—শোন !

প্রহরী। এ যে দেখ্‌ছি বাবা ফরমাসী মেয়েমানুষ। বাপ্ !

[প্রস্থান।

বিদ্যাধর। ও প্রহরী খুড়ো, আরে শোনো—শোনো—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ

গীতকণ্ঠে বিবেকের প্রবেশ

বিবেক।—

গীত।

আমি আগে ধরি আলোক ধ'রে তবে কেন যাও অন্ধকারে ?
কেন মুক্ত দুয়ার রুদ্ধ কর, কেন ফেল্‌ছ দূরে রত্নহারে।
হ'য়ো না আর মোহে অন্ধ, হবে পারের খেয়া বন্ধ,
পারের মাঝি আস্‌বে না আর অবেলাতে ডাক্‌লে তারে।

। প্রস্থান।

অসমঞ্জার প্রবেশ।

অসমঞ্জা। নূতন ! নূতন ! সবই নূতন !
নূতন আকাশ—নূতন বাতাস,
সবি যেন নূতনে নূতন।
অসমঞ্জা চলিয়াছে আজি নূতনের পথে।
বনে বনে উদাত্ত পাখীর তানে নূতন ছড়ায়,
পুষ্প ফোটে নূতন সুবাস ল'য়ে
নূতন তরুতে। সবই নূতন।
অসমঞ্জাও হয়েছে আজি
নূতন পথের যাত্রী নূতন সন্ধানে।
কে তুমি অজ্ঞাত-বান্ধব,

বিরাট আঁধার পথে
তুলে ধর আলো? কেবা তুমি?
ও, তুমি কি আমার সেই
জ্ঞানদাতা প্রকৃত-বান্ধব?
ওগো বন্ধু! তব সাথে করিতে প্রয়াণ
আজি মোর নূতনের সাজ।
কবে কোন্ দিন চলিয়া যেতাম
ছিন্ন করি সংসারের দুচ্ছেদ্য বন্ধন,
কিন্তু পিতা মাতা পত্নী পুত্র
কেহ মোরে দিল না যাইতে—
দৃঢ়ভাবে বাঁধিল আমারে।
প্রাণ উচাটন, দারুণ বৃশ্চিকজ্বালা
আর না সহিতে পারি,
তাই সুপথ ত্যজিয়া আজ
চলিয়াছি কুপথের পানে;
দেখি, যদি সে বন্ধন মোর
শিথিল হইয়া যায়।

অনিলার প্রবেশ।

অনিলা। স্বামী! স্বামী!

অসমঞ্জ। অনিলা! আবার কেন তুমি এখানে এসেছ? জান আজ আমি নূতন পথের যাত্রী সেজেছি!

অনিলা। কিন্তু ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হয়েছে স্বামী! ওগো, অংশুবে যে দেবরাজ বন্দী ক'রে নিয়ে গেছে। কি হবে? তুমি তাকে রক্ষা কর—

অসমঞ্জা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভালই হয়েছে অনিলা! বাঁধন আপনা আপনিই ছিঁড়ে গেল।

অনিলা। সে কি? সে যে তোমার পুত্র। ওগো, তুমি যে তার পিতা! তোমার প্রাণে কি একটুও পুত্রস্নেহ নেই? তার জন্য তোমার প্রাণ কি একটুও কেঁদে উঠ্‌ছে না?

অসমঞ্জা। না—না, কাঁদ্‌বে না। কার জন্য প্রাণ কাঁদ্‌বে অনিলা? পুত্রের জন্য? কে পুত্র, কে পিতা? কিসের সম্বন্ধ? পরের জন্য কেন নিজে কেঁদে মরি?

অনিলা। পুত্র কি তোমার পর?

অসমঞ্জা। সবই পর, এ সংসারে আপনার কেউ নেই অনিলা! ভ্রান্ত আমরা, তাই আপনার ব'লে অসারের পেছু-পেছু ছুটে যাই। একবার জ্ঞানের চক্ষে চেয়ে দেখ প্রিয়ে! এই পৃথিবীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কত-ক্ষণের? পুত্রের জন্য কাঁদ্‌ছো অনিলা? কিন্তু কাঁদ্‌লে কি কেউ হারানো রতন ফিরে পায়? তা যদি ফিরে পেতো, তা হ'লে ওই দেখ প্রিয়ে! কত পতি-পুত্রহারা নারী আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদ্‌ছে! কই, তারা ফিরে পাচ্ছে? সবই অসার অনিলা, কেউ কারো নয়। কার জন্য কাঁদ্‌বে? মরণের কবলা হ'তে যদি কেড়ে নিতে পার্‌তে, তা হ'লে বুঝ্‌তুম—তা হ'লে না হয় মরণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তুম; কিন্তু তা হবার নয়। চক্ষু মুদলে প্রাণের প্রিয়তম আধার-কেও আর এক মুহূর্ত্ত কাছে রাখ্‌তে পার্‌বে না। তখন আর তার জন্য শোক কেন—অশ্রু কেন? যাও অনিলা! আমায় আর বাঁধ্‌তে চেষ্টা ক'রো না।

অনিলা। তা হ'লে পুত্রকে উদ্ধার ক'রে আন্‌বে না? উঃ, তুমি কি নিষ্ঠুর স্বামী! পার তুমি পুত্রস্নেহ ভুল্‌তে—প্রাণকে পাষাণ দিয়ে গ'ড়ে তুল্‌তে, কিন্তু আমি যে মা, আমি যে তাকে গর্ভে ধরেছি—কত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আমি তো বুকটা পাষাণ দিয়ে গড়্‌তে পার্‌বো না

অসমঞ্জা। বল, কি চাও?

অনিলা। চাই আমার পুত্রকে রক্ষা করতে?

অসমঞ্জা। আমি পার্‌বো না অনিলা!

অনিলা। প্রাণ কাঁদ্‌ছে না?

অসমঞ্জা। যে আপনার নয়, তার জন্য প্রাণ কাঁদ্‌বে কেন?

অনিলা। উঃ, তুমি পাষাণ! বেশ, পুত্রকে না চাও, কিন্তু এ আবার কি তোমার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন? দেবতার আসন হ'তে আজ কেন নরকে নেমে গেছ? ওগো ত্যাগী সাধক! কোথায় গেল তোমার ত্যাগের উন্মাদনা—কোথায় গেল তোমার ত্যাগের মুর্ত্তি? সহসা কোন্ পথে এসে দাঁড়িয়েছ স্বামী?

অসমঞ্জা। নূতন পথে এসে দাঁড়িয়েছি অনিলা! এই পথেই আমি দেখ্‌তে পাবো আমার মুক্তির আলোক; এ পথ হ'তে আর অন্যপথে যাবো না।

অনিলা। এই পথে মুক্তি? দিবানিশি সুরাপান—পরনারীর লাঞ্ছনা, এই কি মুক্তির পথ? ওগো, তোমার কলঙ্কগাথা শুনে আমি যে মরমে ম'রে যাচ্ছি। পুত্র যাক্, আমি তার স্মৃতি ভুলে যাবো—ভুলেও কাঁদ্‌বো না, কিন্তু তোমার জন্য যেন আমায় কাঁদ্‌তে হয় না। এসো—এসো, এ পথ হ'তে চ'লে এসো—সেই মায়াধর সন্ন্যাসীর সঙ্গ ত্যাগ কর! সে তোমার গুরু নয়—পরম শত্রু, তোমার ইহ-পরকাল সব নষ্ট কর্‌বে।

অসমঞ্জা। যাও অনিলা! আমি বধির। তোমার বেদনার সহস্র অশ্রু আজ অসমঞ্জার পদতলে গড়িয়ে পড়্‌লেও, ফির্‌বে না অসমঞ্জার জীবনের নূতন স্রোত আবার সেই পুরাতনের পথে। আমি দেখ্‌বো অনিলা, মত্ত মাতঙ্গকে সংসার কতক্ষণ বেঁধে রাখ্‌তে পারে।

অনিলা। তা হ'লে এমনিভাবেই বিপথে ছুটে যাবে? ভুলে গেলে

পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য? এই রকম উদ্দেশ্যবিহীন জীবন নিয়ে কি সৃষ্টির অভিশাপ মাথায় তুলে নেবে?

অসমঞ্জা। কি করবো অনিলা, উপায় নেই। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না আমায়।

অনিলা। না—না, আমি কোথাও যাবো না, তোমার চরণতলায় প'ড়ে থাক্‌বো। তোমার চরণই যে আমার শত কামনার বাঞ্ছিত সম্পদ। সত্যই যদি তুমি বৈরাগ্যের স্রোতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সংসারবন্ধন ছিন্ন ক'রে চ'লে যেতে, তোমার জন্য তখন আমি কাঁদ্‌তুম; সে কান্নার অন্তরালেও আমার শান্তি থাক্‌তো; কিন্তু আজ তোমার জন্য যেভাবে কাঁদ্‌ছি, এ কান্নার জ্বালা যে বড় মর্ম্মন্তুদ!

অসমঞ্জা। আবার সেই অনুযোগ। অনিলা! অনিলা! এখনি মায়াধর এসে পড়্‌বে। জান না সে কত ভীষণ! মায়াহীন—দয়াহীন—নির্ম্মম পাষাণ। হয় তো—

অনিলা। আমার প্রতি অত্যাচার করবে, কেমন? স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী লাঞ্ছিতা হবে,আর স্বামী তা নীরবে দেখ্‌বে?

অসমঞ্জা। কি করবো, আমার শক্তি নেই অনিলা! আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে মায়াধর। এক একবার তার আচরণ আমায় ক্ষিপ্ত ক'রে দেয়, কিন্তু তাকে দেখ্‌লেই আমি যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়ি। আমি আর নেই অনিলা, আমি এখন বাস্তব জগতের বহু দূরে।

মায়াধর ও বিদ্যাধরের প্রবেশ।

মায়াধর। একি! কে এ রমণী?

অসমঞ্জা। আমার স্ত্রী।

মায়াধর। [স্বগত] অপূর্ব্ব সুন্দরী। [প্রকাশ্যে] তা এখানে কেন?

অসমঞ্জা। আমায় নিয়ে যেতে এসেছ।

মায়াধর। সাবধান! স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ না করলে কখনই মুক্তিলাভ করতে পারবে না। কুমার! শীঘ্র তোমার পত্নীকে এ স্থান হ'তে বিতাড়িত ক'রে দাও।

বিদ্যাধর। নিশ্চয়, গুরুদেবের আদেশ বেদবাক্য। সর্ব্বকার্য্যেষু বিঘ্নমাসং ওই নারী। ইস্, মর্ত্ত্যধামে এ যে চমৎকার সংস্কৃত শিখেছি।

মায়াধর। শীঘ্র বিতাড়িত কর কুমার!

অনিলা। ওগো সন্ন্যাসী! আমার প্রাণে ব্যথা দিও না; আমার আরাধ্য দেবতাকে আমার বুক হ'তে ছিনিয়ে নিও না। বল—বল সন্ন্যাসী, আমি নারী হ'য়ে স্বামীর অদর্শন-জ্বালা কেমন ক'রে সহ্য করবো? পায়ে ধরি, আমার স্বামীকে তুমি কেড়ে নিও না সন্নাসী! [মায়াধরের পদতলে পতন।]

মায়াধর। কুমার! কুমার!

অসমঞ্জা। অনিলা! চ'লে যাও, আমার মুক্তির পথ রোধ ক'রে দাঁড়িও না।

অনিলা। মুক্তি! এ আবার কি মুক্তি? সুরাপান—নারীধর্ষণ—অনাচারের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে! জানি না স্বামী, এভাবে কে তোমায় মুক্তির পথ দেখিয়ে দিলে? সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! বল, তুমি কে? তুমি কি সত্যই ত্যাগী সাধক, না কোন মায়াবী—এসেছ অনিলার সর্ব্বনাশ করতে ছলনার মূর্ত্তি ধ'রে? বল—বল—

মায়াধর। যাও নারী, বিরক্ত ক'রে মায়াধরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত ক'রো না।

বিদ্যাধর। [স্বগত] বাপ! আমার গুরুদেবের ক্রোধানল কি ভীষণ! হ্যাঁ করলেই ধ্বক্-ধ্বক্ ক'রে আগুন জ্ব'লে ওঠে।

অনিলা। ওগো সন্ন্যাসী ! একটীবার আমার মুখপানে চাও। আমার যে স্বামী ছাড়া এ সংসারে আর কেউ নেই। নিদারুণ পুত্রশোকের জ্বালা বুকে সহ্য করছি, কিন্তু আবার এ জ্বালা কেমন ক'রে সহ্য করবো ?

মায়াধর। কুমার ! কুমার !

অনিলা। ওগো স্বামী ! ওগো দেবতা ! তুমি আমায় পায়ে ঠেলো না—[অসমঞ্জার পদধারণ।]

মায়াধর। বিতাড়িত কর—বিতাড়িত কর ওই নারীকে, নতুবা সব আয়োজন ব্যর্থ হবে কুমার !

অসমঞ্জা। মায়াধর ! মায়াধর ! আবার সর্ব্বাঙ্গ যে কাঁপ্‌ছে ! একটা প্রবল আকর্ষণ এসে আমায় অবসন্ন ক'রে দিচ্ছে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে যে, আমি কোথায় ? আলোকে না অন্ধকারে ? স্বর্গে না নরকে ? মুক্তির আর প্রয়োজন নেই সন্ন্যাসী ! আমি চিরদিন সংসারবন্ধনেই বাঁধা থাক্‌বো—মুক্তির পথে যাবো না। মুক্তি চাই না মায়াধর ! আমার মুক্তির পথে যে জেগে উঠ্‌ছে কার করুণ কঙ্কাল—হতাশ অশ্রুভরা আঁখি দুটী ! বেদনার সহস্র ধারা যে ব'য়ে যাচ্ছে ! মায়াধর ! মায়াধর ! আমি আর পায়ে ঠেল্‌তে পারছি নে ! এসো—এসো সাবিত্রী ! এসো ব্যথিতা ! আবার আমি তোমায় আদরে বুকে তুলে নিচ্ছি—[অনিলাকে বক্ষে ধারণ]

মায়াধর। কুমার ! কুমার ! একি তব আসক্তি-তাড়না।
ফেল ত্বরা রমণীরে দূরে,
নতুবা মুক্তির পথ হবে অন্ধকার।

অসমঞ্জা। হের কিবা বিষাদের বিনম্রা মূরতি !
প্রাণ কেঁদে ওঠে,
কেমনে ফেলিব দূরে কহ মায়াধর ?

মায়াধর। বটে ! [স্বগত] সগর ! সগর !

পাপ তব পুণ্য রাজ্যে স্থাপিবে রাজত্ব,
দেখি তব অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ
কেমনে সম্পূর্ণ হয় !

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম ।—

গীত ।

খাটবে না কো ফন্দীবাজি চমৎকার ।
ওলোট-পালোট হ'য়ে যাবে বসুতে হবে হাহাকার ।
আঁধার পথে উঠবে জ্বলে হাজার বিবেক-বাতি,
বজ্রবাঁধন শিথিল হবে আসবে জ্ঞানের ভাতি,
হবে আমার জয়-জয় রে দেখবি সবই ফক্কিকার ।

[প্রস্থান ।

মায়াধর । আরে আরে ধর্ম্মশত্রু !
দম্ভ তোর করিব বিচূর্ণ,
দেখাইব এই বিশ্বে পাপের প্রভাব ।
পাপের বিজয়-ভেরী উঠিবে বাজিয়া,
দেখি তোর কতখানি জয়ের কামনা ।
মায়া ! মায়া ! এসো,
জ্ঞান-চক্ষু আঁধারে আবরি ।

নৃত্যগীত সহকারে মায়ার আবির্ভাব ।

মায়া ।—

গীত ।

এলো—নেবে এসো জমিয়ে রাখা বুকের মধু,
বঁধু হে, নেবে এসো ।

এসো ফাগুন রাগে অনুরাগে উতল বাতাসে,
এসো চাঁদের কিরণমাখা বুকের নন্দনেরি উচ্ছ্বাসে,
এসো প্রিয় ব'সো—ব'সো হে ব'সো॥

অসমঞ্জা। অনিলা! অনিলা!

অনিলা। স্বামী! স্বামী!

অসমঞ্জা। যাও—যাও—স'রে যাও!

[অনিলাকে দূরে ফেলিয়া দিল]

অসমঞ্জা শক্তিহারা—জ্ঞানহারা আজি।
নিয়ে চল—নিয়ে চল
লো রূপসী স্বর্গের নন্দনে।

[মায়া সহ প্রস্থান

অনিলা। স্বামী—স্বামী!

মায়াধর। বিদ্যাধর! বিদ্যাধর!
চক্ষু এর করহ বন্ধন।

বিদ্যাধর। [অনিলার চক্ষু বন্ধন করিল।]

মায়াধর। এসো নারী, আমার পশ্চাতে।

[অনিলাকে লইয়া প্রস্থান।

বিদ্যাধর। গুরুদেব! তোমার প্রমাই বাড়ুক্! ওদিকে যে গোয়াল ভর্ত্তি হ'য়ে এলো! দেখো প্রভু! অধমকে যেন ভুলো না। তোমার জন্য আমাকেও অনেক খাট্‌তে হ'চ্ছে! যাই, এখন অবলাকে সবলা করিগে; হয় তো সে আমার জন্যে মাটি নিয়েছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

সগর ও সুমতি।

সগর। চমৎকার! চমৎকার
চলেছে সমর দেবতা মানবে;
প্রকৃতির বুকে প্রলয়ের ঝড়,
থর-থর কাঁপিছে অবনী,
ন'ড়ে ওঠে বাসুকির ফণা,
ধ্বংস বুঝি হয় বসুন্ধরা!
তুচ্ছ মানবের কামনার পথে
হে দেবেন্দ্র, একি তব দেবত্বের নীতি?
তব ইন্দ্রত্ব হরিতে নহে মোর
অশ্বমেধ যজ্ঞ-অনুষ্ঠান!
কৃপা করি ক্রোধানল কর সম্বরণ,
অহেতুক ক'রো না পীড়ন।

সুমতি। ভগবান্! একি তব নামের মহিমা,
একি বহ্নি জ্বেলে দিলে শান্তির প্রাসাদে,
একি ঘোর হাহাকার পুণ্যের রাজত্বে?
ওগো রাজা! অংশু নাই,
অসমঞ্জা বুক ছাড়া,
বন্ধ কর অশ্বমেধ-অনুষ্ঠান;
দেব-কোপানলে যায় বুঝি সব!

সগর। যাক্—যাক্ রাণী,
যাক সব দেব-কোপানলে—
ভস্ম হোক্ সর্ব্বস্ব আমার,
কিন্তু যে পুণ্যের করেছি সঙ্কল্প,
সে সঙ্কল্পের বিসর্জ্জন দিব নাকো কভু।
দেবশক্তি ছাড়ুক্ হুঙ্কার,
তবু এই তুচ্ছ নর রহিবে স্থাণুর মত,
বিস্মরণ নাহি হবে কামনায় তার।

সুমতি। কামনা সম্পদ তব ঝরিবে অকালে।

সগর। বৃন্ত হ'তে অকালে ঝরুক্ তারা,
তবু রাণী, ফিরিবে না বাসনা-তরঙ্গ মোর।
অসমঞ্জা অংশুমানে নাহি প্রয়োজন,
আছে ষষ্ঠী সহস্র সন্তান আমার—
বিক্রমে অপার, মন্ত্রপূত যজ্ঞাশ্বের পেছু পেছু
ধাইবে উল্লাসে, দিগ্বিজয় করি আসিবে ফিরিয়া।

সুমতি। কিন্তু ব্রাহ্মণের অভিশাপ—

সগর। ধ্বংস হবে সবংশে সগর?
তাই হোক্ রাণী!
ব্রাহ্মণের বাণী হউক সফল।

সুমতি। উঃ, একি তব পাষাণের বুক!

সগর। অমর কে ধরায়? তবে কেন
মরণের গতিরোধে বিফল প্রয়াস করি?
তাহাদের পুত্রজন্ম ধন্য হবে
পিতার আজ্ঞায় মরণ-বরণে।

গীতকণ্ঠে সগরসন্তানগণের প্রবেশ।

সগরসন্তানগণ।—

গীত।

রাখ্‌বো আমরা পিতার মান।
দিগ্বিজয়ে ছুটবো ঘোড়ার পেছু পেছু
নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র ধনুর্ব্বাণ।
পিতার তরে পরের দেশে, যায় যদি প্রাণ অবশেষে,
সুখের মরণ হবে মোদের হবে পিতৃবংশ গরীয়ান॥
স্বর্গে যাবো, মর্ত্ত্যে যাবো, ভাঙ্গবো ধরার বুকখান।
যাবো অন্ধকারে বলির দেশে কাঁপবে নাকো প্রাণ—
বাড়্‌বে পিতার মান॥

[প্রস্থান।

সগর। বাঃ! বাঃ! রাণী—রাণী!
কেন মিছে হতেছ শঙ্কিত?
থাকে যদি এক বিন্দু ভক্তি মোর
দেবতার রাতুল চরণে, সাধ্য কার
অপূর্ণ করিতে মোর অশ্বমেধ-যাগ?

সুমতি। না—না, এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর রাজা!

সগর। সগর অচল।

ব্রাহ্মণবেশী বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। জয় হোক্—জয় হোক্ মহারাজ! [স্বগত] আমার নির্গুণ গুরুদেবের জন্য কি পরিশ্রমই না করছি। গুরুদেব কিন্তু গোয়ালের দরজা মোটেই খুলে রাখেন না। তাই তো, এখন*পট্‌-পট

ক'রে মিথ্যে কথাগুলো কই কি ক'রে? দাঁড়াও—মনে মনে ঠিক ক'রে নিই! [চিন্তা] হ্যাঁ—হয়েছে, চল্‌বে একরকম! [প্রকাশ্যে] জয় হোক্ মহারাজ! [অগ্রসর]

সগর। আসুন—আসুন! ধন্য হ'লো আমার রাজপ্রাসাদ।

বিদ্যাধর। [স্বগত] বেশী কথা কওয়া হবে না—খুব সঙ্ক্ষেপে সার্‌তে হবে, নইলে সব ভেস্তে যেতে পারে। [প্রকাশ্যে] মহারাজ! আমার কন্যাকে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অসমঞ্জা—ও-হো-হো!

সগর। চুপ কর—চুপ কর ব্রাহ্মণ! আর কলঙ্কের বাণী উচ্চারণ ক'রো না, আমার পিতৃ-পুরুষ নরকস্থ হবে। উঃ, রাণী! কেন অসমঞ্জাকে সেদিন বিদায় দিই নি? তা হ'লে তো এ যন্ত্রণা আর সহ্য কর্‌তে হ'তো না; সেই পিতৃভক্ত পিতৃ-অনুগত অসমঞ্জা আমার এমন হয়েছে? উঃ, জানি না রাণী, কার অভিসম্পাতে দেবতার মুর্ত্তিতে আজ পিশাচের আবির্ভাব! যান—যান বিপ্রবর! আমি সেই কুলাঙ্গারকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বো।

বিদ্যাধর। জয় হোক্ আপনার।

[প্রস্থান।

সগর। একি বিপ্লব-বহ্নি! অসমঞ্জা! অসমঞ্জা! উঃ, রাণী! আমার সব আশা বুঝি চূর্ণ হ'য়ে গেল! ভেবেছিলুম, যজ্ঞান্তে অসমঞ্জাকে অযোধ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত ক'রে বাণপ্রস্থে যাবো, কিন্তু একি নৈরাশ্যের দৃষ্টিপাত! না—না, এও বুঝি দেবতার পীড়ন! ভাল—ভাল! মানব-বধের জন্য তুমি নূতন শক্তি সৃষ্টি কর দেবরাজ, মানব তবু টল্‌বে না।

সুমতি। কি হবে রাজা?

সগর। হবে না কিছুই,
হবে পুনঃ নবীন প্রভাত।

সুমতি। যজ্ঞ?

সগর। স্থির।

সুমতি। অংশুমান?

সগর। ভুলে যাবো; সগরের অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞ
ল'য়ে আসুক্ এ ধরায় নূতন আলোক।
দেব-নর সমরের অবসানে দেখুক্ ধরণী
জয় হয় কার, দেবের না মানবের?

[প্রস্থান।

সুমতি। উঃ, রাজা! এ কি তব উন্মাদ কল্পনা!
দেব সনে বাদ করি কতক্ষণ রহিবে শান্তিতে?
ভগবান্! ভগবান্! হে তপন!
কুলস্রষ্টা! রক্ষা কর সন্তানে তোমার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনের পথ।

জনৈক পর্য্যটক গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।

পর্য্যটক।—

গীত।

এই পথে গো এই পথে সে কাঁদিয়ে গেল আমায়।
ওই যে পায়ের রাঙা আভা সবার গায়ে রঙ মাখায়।

ওই যে তাহার মোহন বেণু বাজ্‌ছে উতল সুরে,
ওই যে নূপুর রুণু-ঝুণু বাজ্‌ছে কেমন মধুরে,
তুই শোন্ না ওই ভাল ক'রে,—
ওই যে দোলে বনমালা ফুর্‌ফুরে বাতাসে,
পথের ধূলোয় মধু ছড়ায়,
তবু কেন দেয় না ধরা চায় না কেন অভাগায়।

[প্রস্থান।

অংশুমানকে লইয়া শচীর প্রবেশ।

শচী। ঝটিকাহত পক্ষিণীর মত কতক্ষণ পক্ষপুটে শাবককে রক্ষা কর্‌বো? ওরে অংশু! আর কত দূরে তোদের রাজপ্রাসাদ?

অংশুমান। আর বেশী দূর নেই মা! এই বনটা পার হ'লেই আমরা অযোধ্যায় উপস্থিত হবো।

গীত।

দেশের বাতাসে ওগো পরাণ নাচে আমার।
পাখীর তানে জাগায় প্রাণে, এই মাটি গো অযোধ্যার।
ওই ফুলের রেণু গন্ধ ছড়ায়, হিয়ার জ্বালা আপনি জুড়ায়,
পরবাসে নাইকো এমন শান্তি সুখের পারাবার।

শচী। চল পুত্র, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

নেপথ্যে ইন্দ্র। দেবগণ! দেবগণ! শচীর কবল হ'তে অংশুমানকে কেড়ে নাও।

অংশুমান। [সভয়ে] মা—মা!

শচী। উঃ, এ কি শিশুবধের সঙ্কল্প তোমার দেবরাজ? কিন্তু শচীর বুক হ'তে কিছুতেই অংশুমানকে কেড়ে নিতে পার্‌বে না। আয়—আয় মাণিক! ভয় নেই, মা যখন তোর হাত ধ'রে আছে।

দেবগণ সহ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। দেবগণ! বধ কর—বধ কর অংশুমানকে।

শচী। চমৎকার স্বার্থের পূজা! যাও—যাও স্বামী, কলঙ্কে মুখ ঢাকগে! তুচ্ছ একটা শিশুবধের জন্য এত আয়োজন?

ইন্দ্র। অংশুমানকে শীঘ্র দাও শচী! স্বামীর কার্য্যের প্রতিবন্ধক হ'য়ো না।

শচী। প্রতিবন্ধক হবো, তাতে পাপ হয়, হোক্; তবু মাতৃত্বকে বিষাক্ত কর্‌তে পার্‌বো না।

ইন্দ্র। বটে! বটে! এত শক্তি তোমার?

শচী। দেবরাজের শক্তি যদি অমিত হয়, তবে ইন্দ্রাণীরও শক্তি কেন থাক্‌বে না স্বামী?

ইন্দ্র। দেবে না শিশুকে?

শচী! না, দেবো না; দেখাও স্বামী, তোমাদের অদ্ভুত দেবত্ব-শক্তি, আর আমিও দেখাই মাতৃশক্তি!

ইন্দ্র। পাপ! পাপ! কেড়ে লও—কেড়ে লও অংশুমানকে শচীর কবল হ'তে।

অস্ত্রকরে মায়াধরের প্রবেশ।

মায়াধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কই—কোথা অংশুমান?
ওই যে—ওই যে!—[হত্যায় উদ্যত]

শচী। সাবধান! এক পদ হ'লে অগ্রসর,
হইবে দণ্ডিত।

ইন্দ্র। ভয় নাই পাপ! সহায় দেবতা তব।

ত্রিশূলহস্তে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। ধার্ম্মিকের সহায় ধর্ম্ম।

পাপ। এসো ধর্ম্ম, দেখি তব শক্তিখানি!

[ধর্ম্ম ও পাপের যুদ্ধ]

শচী। বাঃ! বাঃ! পাপ ও ধর্ম্মের কি ভীষণ সংঘর্ষণ! গেল—গেল, সৃষ্টি বুঝি ছারখার হ'য়ে গেল। একি! একি! পাপের প্রভাবে ধর্ম্মের যে পরাজয় হয়! ভগবান্! একি তোমার ধর্ম্মরক্ষণের নীতি!

চক্রকরে নারায়ণের আবির্ভাব।

নারায়ণ। হের দেবী, ধর্ম্মরক্ষার কিবা নীতি মোর।
জ্বল্—জ্বল্ রে চক্র!
জ্ব'লে ওঠ্ অধর্ম্ম-বিনাশে,
ব্যথাহারী নাম মোর কর্ রে প্রচার।

[চক্রঘূর্ণন, চক্র হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল।]

দেবগণ। নারায়ণ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

[প্রস্থান

নারায়ণ। যাও ইন্দ্র! করিলাম ক্ষমা।
ইন্দ্রাণী জননী! যাও মা গো—
অংশুমানে ল'য়ে অযোধ্যা-প্রাসাদে,
আর কেহ আসিবে না হেথা।
যাও ধর্ম্ম! সগরে করহ রক্ষা
দুরন্ত নির্দ্দয় পাপের কবল হ'তে।

[অন্তর্দ্ধান।

ধর্ম্ম। এসো মা, আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি। এতক্ষণে স্মরণ হ'য়েছে দেবী তাঁর আর্ত্তরক্ষার অমর-কাহিনী?

গীত।

প্রলয়-পয়োধিনীরে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদম্,
কেশব ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে।

অংশুমান। [উহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।]

[দশাবতারের রূপ বর্ণনা করিতে করিতে শচী ও অংশুমানকে লইয়া ধর্ম্মের প্রস্থান।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিভৃত কুঞ্জ।

প্রহরীসহ বিদ্যাধর।

বিদ্যাধর। হোঃ-হোঃ-হোঃ, অবলাসুন্দরী আমায় বড্ড ভালবেসে ফেলেছে! মাইরী প্রহরী দা! সে দিন দেখ্‌লে না, তোমার সঙ্গে কেমন রসিকতা কর্‌লে! আমি চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে ছিলুম, বল তো দাদা, তুমি আমার মুখখানা দেখে কেমন ঘাব্‌ড়ে গেলে? হেঃ-হেঃ-হেঃ, তুমি মনে করেছিলে সত্যই মেয়ে মানুষ! কি হে, চুপ্‌ ক'রে রইলে যে?

প্রহরী। বয়স্য মশাই! কি ক'রে জান্‌বো যে, আপনি অমন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিলেন।

বিদ্যাধর। তুমি মনে করেছিলে বোধ হয়, সত্যি সত্যই আমি মেয়ে মানুষ? কেমন? যাক্—যাক্! কিন্তু দেখলে তো দাদা, অবলা আমার কেমন সুরসিকা! তোমায় কেমন ঠকিয়ে গেল! যাক্, গুরু-দেবের কৃপায় অনেক মেয়ে মানুষ জুটবে। এখন ভাল ক'রে কুঞ্জবনে পাহারা দাও গে, কেউ যেন ঢোকে না। মনে রেখো গুরুদেবের আদেশ! দেখলে তো গুরুদেবের কতখানি ক্ষমতা! ছিলে তুমি মহা-রাজের দলে, এখন টাকা-কড়ি পেয়ে আমার দলে ভিড়েছ। বেশ করেছ, যাও এখন,—গুরুদেব এখনি এসে পড়বেন।

প্রহরী। যে আজ্ঞে! [প্রস্থানোদ্যত]

বিদ্যাধর। দেখ, নেশা-টেশা একটু আধটু চলে তো?

প্রহরী। সময় সময় চলে।

বিদ্যাধর। ব্যস! তা হ'লে তুমি টিকে যাবে।

প্রহরী। সেটা আপনার দয়া।

[প্রস্থান।

বিদ্যাধর। আজ গুরুদেবের জয়-জয়কার!

মায়াধরের প্রবেশ।

মায়াধর। দেখ্‌বো—দেখ্‌বো নারায়ণের শক্তি! দেখবো নারায়ণ, কেমন ক'রে তুমি পাপকে দমন কর। বিদ্যাধর! বিদ্যাধর! কুঞ্জ-দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করেছ?

বিদ্যাধর। আজ্ঞে, হাঁ প্রভু!

মায়াধর। উত্তম! এইবার অসমঞ্জার স্ত্রী আর সুকৃতির প্রেম-সুধা পান ক'রে জীবন সার্থক করবো। সুরা দাও—সুরা দাও বিদ্যাধর!

বিদ্যাধর। প্রস্তুত; ধরুন প্রভু! [সুরা দিল।]

মায়াধর। [সুরাপান] হাঃ-হাঃ-হাঃ! অসমঞ্জা! আজ তোমারি সম্মুখে দেখ্‌বে কি বীভৎসতার সৃষ্টি করি! কই তোরা সঙ্গিনীগণ!

গীতকণ্ঠে মায়াবিনীগণের প্রবেশ।

মায়াবিনীগণ।—

গীত

আজ ভালবাসায় বাঁধ্‌বো তোমায় রাখবো সুখে ফাগুন বনে।
মাখিয়ে দেবো ফুলের রেণু অঙ্গে তোমার সঙ্গোপনে।
হৃদয়-আসন দেবো পেতে, বাস্‌বো ভাল দিনে-রাতে,
খেল্‌বো প্রেমের হোলিখেল', মাতিয়ে তোমায় আকুল তানে।

[প্রস্থান।

মায়াধর। বাঃ—বাঃ! অতীব সুন্দর!
বিদ্যাধর! ল'য়ে এসো অসমঞ্জারে,
আর সেই রূপসীদ্বয়েরে।

বিদ্যাধর। যে আজ্ঞে!

[প্রস্থান।

মায়াধর। পাপের প্রভাব আমি দেখাবো ধরায়;
দেখিব পুণ্যের শক্তি
রহে কতক্ষণ পাপের পীড়নে।
ইন্দ্র! ইন্দ্র! নাহি ভয়; দেখে যাও—
সগরের অশ্বমেধ পশু তরে
পাপ কিবা বীভৎসের করে অভিনয়।

অসমঞ্জা, অনিলা ও সুকৃতিকে লইয়া বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। গোয়াল ভর্ত্তি করেছি গুরুদেব!

মায়াধর । বাঃ—বাঃ ! দুইজন অনিন্দ্যসুন্দরী—
প্রাণ মন হ'রে নিল মোর ।
[অনিলার প্রতি] এসো প্রিয়ে,
এসো মোর হৃদে, তব পরশনে
হৃদয়ের ব্যথা হোক্ দূর !

অনিলা । একি, কোথা আমি ?
দূর হ'রে পাপের সেবক !
সতী আমি, সতী প্রতি একি অত্যাচার !
স্বামী—স্বামী ! নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি ?
চক্ষের সম্মুখে তব স্ত্রীর নির্য্যাতন,
আছ তুমি নূতনের স্বপনে বিভোর ?
ওগো ! ওগো স্বামী ! দেবতা আমার !
রক্ষা কর সতীধর্ম্ম মোর ।

[অসমঞ্জার পদতলে পতন]

অসমঞ্জা । মায়াধর ! মায়াধর !
একি তব মুক্তি-অনুষ্ঠান ?

মায়াধর । স্তব্ধ হও !

অসমঞ্জা । উদ্দীপনা ভেসে যায় কোথা—
কোথা যায় কর্ত্তব্য আমার ?
আমি যে আমার মাঝে
আমারে না খুঁজে পাই ;
অসমঞ্জা ডুবিয়াছে আঁধার সাগরে ।
কে আছ বান্ধব ? দেখাও আলোক—
কূলে তোল মোরে ।

শ্বাস রুদ্ধ হয়—প্রাণ বুঝি যায় !
মায়াধর ! মায়াধর !

মায়াধর। সাবধান ! এসো—এসো লো সুন্দরী !
কেন কর বিফল প্রয়াস।

[অনিলাকে ধরিতে উদ্যত]

অনিলা। দূর হও ভণ্ডাচারী কুটীল সন্ন্যাসী !
ধর্ম্মের খোলস পরি প্রতারণা করিছ সবায় ?

মায়াধর। বটে ! বিদ্যাধর !
ল'য়ে যাও রমণীরে অন্ধ কারাগৃহে।
যাও নারী, রুদ্ধ কণ্ঠে চ'লে যাও—
ভাব শুধু মায়াধর কত শক্তিমান।

বিদ্যাধর। এসো—এসো, গুরুদেবের আদেশ। ওহো গুরুদেব, তুমি আমায় কতই না খাটাচ্ছো !

[অনিলাকে লইয়া প্রস্থান।

মায়াধর। ব্যস ! এইবার তুমি হও নারী
আনন্দের সহচরী মোর !

[সুকৃতিকে ধরিতে উদ্যত]

সুকৃতি। কে—কে, সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী ?
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন মোর !
কহ—কিবা চাহ তুমি ?

মায়াধর। চাই তব প্রেম।

সুকৃতি। উঃ, ভগবান্ ! নাহি কি অশনি তব
পুণ্যের আকাশে ? ফেলে দাও—
ফেলে দাও, চূর্ণ কর পাপীর মস্তক।

মায়াধর। কুমার! কুমার!
উলঙ্গিনী কর রমণীরে।

অসমঞ্জা। মায়াধর—

মায়াধর। আদেশ আমার করহ পালন।

সুকৃতি। কুমার! কুমার!
রক্ষা কর সতীর সম্মান।

মায়াধর। উলঙ্গিনী কর ত্বরা,
কেন মিছে করিছ সংশয়?

অসমঞ্জা। বাঃ—বাঃ, চমৎকার মুক্তির অর্চ্চনা!
কাঁদে সতী আকুল কণ্ঠেতে,
শেল মম বক্ষে বাজে মোর!
কহ মায়াধর! কেমনে সতীর অঙ্গ
করি পরশন? পরনারী মাতা সমা
অবিরাম ঝঙ্কৃত ধরায়; হইয়া সন্তান,
কেমনে হরিব বল মায়ের মর্য্যাদা?
সৃষ্টি যে উঠিবে কাঁপি—
হুঙ্কারে পড়িবে বজ্র, কালবহ্নি উঠিবে জ্বলিয়া,
রুদ্ধ হবে মুক্তিপথ চিরতরে মোর।

মায়াধর। না—না, রুদ্ধ নাহি হবে,
অচিরে দেখাবো তোমা মুক্তির আলোক।
আজ ওই রমণীর সঙ্গ লভি
ধন্য কর জীবন তোমার।

অসমঞ্জা। না—না, মায়াধর! মুছে ফেলি
হৃদি হ'তে মুক্তির স্বপন!

যাক্ মুক্তি দূরে—বহু দূরে,
পারিব না পরনারী করিতে পীড়ন—
পারিব না সতী-অঙ্গ করিতে স্পর্শন।
জননী গো! ভয় নাই, আমি যে সন্তান তোর,
রাখিব অটুট মায়ের সম্মান!

[সুকৃতির হস্ত ধারণ]

মায়াধর। আরে আরে গুরুদ্রোহী দর্পিত যুবক,
দেখ—দেখ তবে প্রভাব আমার।

প্রহরীসহ সগরের প্রবেশ।

সগর। আর তুমিও দেখ সন্ন্যাসী, অযোধ্যাপতি সগরের শক্তি-প্রভাব! প্রহরী! বন্দী কর—বন্দী কর ওই দু'জনকে। [প্রহরী অসমঞ্জা ও মায়াধরকে বন্দী করিল] অসমঞ্জা! অসমঞ্জা! পুত্র! এ কি তোমার দুর্নীতি-আচার? ওঃ, তুমি আমার বুকে বজ্রাঘাত করেছ কুলাঙ্গার! তোমার জন্য আজ পবিত্র সূর্য্যবংশ কলঙ্কিত হ'তে বসেছে! একি তোমার কর্ম্মের পরিণতি? একজন শঠের সঙ্গলাভ ক'রে অমূল্য মনুষ্যত্বটুকু আজ নরকের অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছ! আমি তোমায় কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো কুপুত্র! জগৎ দেখবে, সগরের শান্তি-শৃঙ্খলাস্থাপনের কি ভীষণ মূর্ত্তি! আর সন্ন্যাসী! একি তোমার মহত্ত্বের পরিচায়ক? ধর্ম্মের নামে দোহাই দিয়ে এ কি তোমার পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান? আর যে কেউ সন্ন্যাসীর চরণে মাথা নত করবে না। আমি তোমাকেও কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো। এদের দু'জনকে কারাগারে নিয়ে যাও প্রহরী!

মায়াধর। সগর! সগর! শীঘ্র আমায় মুক্ত কর।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ

ধর্ম্ম

গীত ।

হ'লো এবার সব অসার।
ফন্দিবাজি চল্‌লো না আর, বল রে জয় হ'লো কার।
খেল্‌তে এসে পড়্‌লে ধরা, হবে এবার মর্ত্ত্যছাড়া,
ধর্ম্ম আছে সহায় যাহার, ভয় কি তাহার,
কেমন ক'রে কর্‌বে ক্ষতি তার।

[প্রস্থান।

মায়াধর। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! আচ্ছা, এখনো সময় আছে—তোমার দম্ভ আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌বো। অযোধ্যাপতি! শীঘ্র আমায় মুক্তি দাও! জানো না আমি কে—জানো না আমার শক্তি! দেখ্‌বে এখনি, তোমার সোনার অযোধ্যা ছারখার হ'য়ে যাবে এই সন্ন্যাসীর অদ্ভুত মন্ত্রবলে।

সগর। তবু তোমায় মুক্তিদান ক'রে সগর তার রাজনীতির মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌বে না। তুমি দেখাও সন্ন্যাসী তোমার যোগবলের অসীম শক্তি, আর আমিও দেখাই দুষ্টদমনের কঠোর নীতি আমার পিতৃকুলের সুনাম রক্ষা কর্‌তে। নিয়ে যা প্রহরী! [সুকৃতির প্রতি] এসো মা, অযোধ্যাপতি সগর যে তোমার রক্ষক!

সুকৃতি। মহারাজ! কুমারকে মুক্তি দিন! কুমার যে নিষ্পাপ।

সগর। নিষ্পাপ হ'লেও সঙ্গদোষে ও অপরাধী, ওকে মুক্তি দিতে আমি অক্ষম মা! নিয়ে যাও প্রহরী!

মায়াধর। আরে আরে হীনমতি নর, দেখ তবে মায়াধরের শক্তির

বিকাশ ! কই—কই, কোথায় প্লাবন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত—মূর্ত্তিমান ধ্বংসের অনুচরগণ ! ধ্বংস কর—ধ্বংস কর অযোধ্যা !

[সহসা বজ্রপাত, জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প আরম্ভ হইল ।]

সগর । একি ! একি ! সহসা সৃষ্টির একি পরিবর্ত্তন ! বজ্রপাত—জলপ্লাবন—ভূমিকম্প ! গেল—গেল, সাধের অযোধ্যা বুঝি চিরতরে ধ্বংস হ'য়ে গেল ! ভগবান্! রক্ষা কর—রক্ষা কর তোমার চরণাশ্রিত সগরকে । সন্ন্যাসী ! সন্ন্যাসী ! কে তুমি—কে তুমি ? ওই—ওই, আবার—আবার ! গেল—গেল—সব গেল—সব গেল !

[সহসা অগ্নিগর্ভ শূলহস্তে দুইজন পাপ-অনুচর আসিয়া সগরকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল ।]

সগর । ওঃ ! এ আবার কি—এ আবার কি !

অনুচরগণ । হাঃ-হাঃ-হাঃ !

সগর । সৃষ্টি রক্ষা কর দয়াময়, সৃষ্টি রক্ষা কর ! [মূর্চ্ছিত হইলেন ।]

ত্রিশূলহস্তে ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম । ভয় নেই—ভয় নেই মহামতি সগর ! এই দেখ ধর্ম্মের প্রতাপ ! দূর হও—দূর হও পাপের সেবক !

অনুচরদ্বয় । উঃ—উঃ, অসহ্য—অসহ্য !

মায়াধর । একি ধর্ম্মের অদ্ভুত শক্তি !

ধর্ম্ম । মহামতি সগর ! চেয়ে দেখ, প্রকৃতির ঝড় থেমে গেছে । এখন এই দুষ্ট সন্ন্যাসীকে কারারুদ্ধ ক'রে রাখ ।

সগর । কে তুমি জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ, প্রকৃতির এই বিপ্লব-সন্ধিক্ষণে নির্ভয়তার শুভ্র নিশান তুলে ধর্‌লে ? তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম !

ধর্ম্ম । আমি তোমার বান্ধব । [প্রস্থান ।

মায়াধর। এখনও মুক্তি দাও রাজা!

সগর। অসম্ভব! নিয়ে যাও প্রহরী!

মায়াধর। অপেক্ষা কর সগর! আবার আমি নব বলে জেগে উঠ্‌বো—তোমার সোনার অযোধ্যা শশ্মান কর্‌বো।

[মায়াধর ও অসমঞ্জাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।

সগর। এসো মা!

সুকৃতি। নিরপরাধ পুত্রকে দণ্ডিত কর্‌বে মহারাজ?

সগর। অসমঞ্জা নিরপরাধ? না—না, অসমঞ্জা অত্যাচারী, তাকে দণ্ড দেওয়া নীতিসঙ্গত। আমি অসমঞ্জার স্নেহের দাবীকে সাদরে বুকে তুলে নিতে পারি, কিন্তু তার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে রাজনীতির অবমাননা কর্‌তে পারি না।

[প্রস্থান।

সুকৃতি। উঃ, রাজা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনপথ।

গীতকণ্ঠে বনবালাগণের প্রবেশ।

বনবালাগণ।—

গীত।

ঘরে ফিরে চল্ সখি লো, ঘরে ফিরে চল্।
ফুলের সাজি ভ'রে গেছে আর কি হবে তুলে বল্।
রাঙা রবি ডুব্‌লো মৌউল বনে,
বাজিয়ে বেণু রাখাল ফেরে আপন মনে,
পড়্‌ছে মনে বঁধুর মধুর হাসি, চোখে আসে জল॥
গাঁথ্‌বি কখন ফুলের মালা, হ'য়ে এলো সাঁঝের বেলা,
ওই বনের বাতাস আঁচল টানে বুঝতে নারি ছল।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র ও দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ওই হের দেবগণ! বনপথে
আসিছে ইন্দ্রাণী অংশুমান-সাথে;
অংশুমানে আজ বধিতে হইবে।
সাবধান! ইন্দ্রাণীর মুখ চাহি
যেন কর্ত্তব্যের ত্রুটী নাহি হয়।

চল সবে অন্তরালে,
তারপর একযোগে আক্রমণ করিবে বালকে।

[দেবগণ সহ প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

ওগো যাচ্ছ ছুটে কোথা?
ফুটবে কাঁটা পায়ে সবার পাবে বিষম ব্যথা।
মেঘের ডাকে কাঁপবে পরাণ নিভবে দিনের আলো,
কেন সব খোয়াবি ওরে পাগল কেন আগুন জ্বালো.
অসার স্বপন দাও না ভেঙ্গে শোন আমার কথা।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! কেন তুমি বারবার
দেবকার্য্যে হও অন্তরায়?
জান না কি হে মহান,
যাগ-যজ্ঞ তপস্যা-সাধনাবলে
যক্ষ রক্ষ নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর
কাড়ি নিল স্বর্গ-সিংহাসন,
কাঁদিল দেবতা—সাজিল ভিখারী।
তবে কেন দেববন্ধু,
দেবতার কর্ম্মে দাও বাধা?
চল—চল, ওই আসে শচী!

[সকলের প্রস্থান।

শচীর হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে অংশুমানের প্রবেশ।

অংশুমান।—

গীত।

বেশী দূর নাহি আর।
এই যে এসেছি মাগো স্বদেশে আমার॥
ওই যে বনের ফাঁকে দেখা যায় ঘর,
ওই যে সরযূ তোলে কুলু-কুলু স্বর,
ওই যে বিহগী গাহে বসি তরুশিরে,
ওই যে দেশের মাটি মরি কি বাহার॥

শচী। চল্ ওরে জননীর আনন্দদুলাল,
জননীর স্নেহ-নীড়ে রেখে আসি তোরে।
হায়, তোরই বিহনে কাঁদে অভাগিনী;
পুত্রের জননী আমি,
সে ব্যথা কি পারি রে সহিতে?

ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

ইন্দ্র। আর বুঝি দেবতার
নিদারুণ ব্যথা পারিবে সহিতে?
হারাইয়া স্বর্গের সম্পদ
আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিবে দেবতা,
তুমি তাহা সহিবে অম্লানে
দেবতার নারী? বাঃ—বাঃ!

শচী। স্বামী! স্বামী! একি?
উন্মুক্ত কৃপাণকরে অমরনিকর!

কহ—কহ, কিবা চাহ আজি,
কিবা হেতু আগমন হেথা ?
হেরি সবাকার মুরতি ভীষণ
থর-থর কাঁপিছে পরাণ ; না জানি
বনের পথে যদি কোন ঘটে অঘটন।

ইন্দ্র। অঘটন ঘটিবে ইন্দ্রাণী !
এখনি শিশুর রক্তে বনভূমি হইবে প্লাবিত।

শচী। সে কি দেবরাজ ?

ইন্দ্র। ত্যজ ত্বরা সগরপৌত্রেরে ;
বিনাশিয়া ওরে
কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।

অংশুমান। মা !—মা !

শচী। নির্ভয় সন্তান ! আছ তুমি
মায়ের বুকেতে ; কার সাধ্য
তোমার কোমল অঙ্গে করিবে আঘাত

ইন্দ্র। বিদ্রোহিণী হইও না শচী !
তুচ্ছ নরের সন্তান ল'য়ে
কেন কর স্বামী সহ বাদ ?
শীঘ্র ওরে মম করে করিয়া অর্পণ
স্বর্গে চ'লে যাও,
কেন মিছে অশান্তির করিছ সৃজন ?

শচী। সুন্দর মীমাংসা ! এই নিবিড় বনের পথে
বান্ধববিহীন মাতৃহারা শিশুরে ফেলিয়া
স্বর্গে যাবো চ'লে,

আর পরক্ষণে বৃন্ত হ'তে ঝরুক্ কুসুম ?
না—না, চ'লে যাও দেবরাজ !
শঙ্কিতা পক্ষিণী সমা
পক্ষপুটে রেখেছি সন্তানে,
কেমনে তুলিয়া দিব মরণের কোলে ?
মা ব'লে ডেকেছে শিশু,
মাতৃ-দুর্গ করেছ বিচূর্ণ ;
কহ স্বামী, কেমনে রাক্ষসী সমা
সেই রত্ন করিব ভক্ষণ ?

ইন্দ্র । ওঃ ! এতদূর স্পর্দ্ধা তব ?
তাই সেই দিন দেবসভা হ'তে
ল'য়ে এলে এ বালকে
দেবগণে করি অপমান !
পত্নী বলি সেই অপরাধ
করেছি মার্জ্জনা, কিন্তু নাহি হবে আর ;
ঔদ্ধত্যের পাবে শাস্তি জানিও পৌলমী !

শচী । শাস্তি ? শাস্তি তব এ অধিনী
লবে মাথা পাতি, কিন্তু নারিবে দেবেন্দ্র
বুক হ'তে ছিনাইয়া নিতে এই
ফুটন্ত প্রসূনে । মাতৃহারা এ সন্তানে
দিয়ে মোর মাতৃ-শক্তি
মরণের গতিরোধ করিব এখনি ।
ওগো স্বামী ! একি তব কর্ম্মের আচার ?
স্বার্থ তরে একি তব হীনতার বেশ ?

আজ যদি এ বালকে
কর বধ জিঘাংসার বশে,
দেশে দেশে ঘোষিবে কুযশ তব—
কলঙ্কিত হবে তব দেবত্ব-মহিমা।

ইন্দ্র। কোন কথা শুনিব না আজ,
স্বার্থপূজা করিব আমার।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও ওরে,
নতুবা ইন্দ্রের বজ্র আসিবে গর্জ্জিয়া,
তোমা সহ ও বালকে পাঠাইব শমনসদনে।

শচী। আসুক্—আসুক্ বজ্র,
আসুক ত্রিশূল চক্র দণ্ড পাশ সম্মুখে আমার!
বক্ষে ধরি এই রত্নে
অদ্রি সম দাঁড়াবে ইন্দ্রাণী,
দেখি, বিশ্বে আছে কি না ধর্ম্মের প্রভাব,
আছে কি না ভগবানের করুণা!

ইন্দ্র। দেবগণ! দেবগণ! কর অস্ত্র বরিষণ,
দয়া ধর্ম্ম কর পরিহার।

শচী। ভগবান্! ভগবান্!
রক্ষা কর—রক্ষা কর বিপন্না নারীরে—
দেখাও তোমার শক্তি পাপের সংহারে।
[সহসা কল্লোলধ্বনি]

[নেপথ্যে—প্লাবন—প্লাবন! ডুবে গেল—সব ডুবে গেল!]

ইন্দ্র। ও কি? ও কি?
হের—হের দেবগণ!

ফেনিল সিন্ধুর জল হুহুরবে
ওই ছুটে আসে! ওই—ওই
ডুবে যায় সব! একি দৈব-বিড়ম্বনা?
চল—চল সবে প্রাণরক্ষা করি।

[দেবগণের প্রস্থান।

শচী। ওই—ওই আসে উচ্ছ্বসিত জলধারা!
কোথা রাখি—কেমনে বাঁচাই
সন্তানেরে মোর? নারায়ণ! নারায়ণ!
একি তব লীলার চাতুর্য্য!
অকূল পাথার পার কর—
পার কর ওগো কর্ণধার!

ক্ষেপণিহস্তে গীতকণ্ঠে বালকবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত।

এসো আমার নায়ে আমি পার ক'রে আজ দেবো তোমারে।
আমার তরী শক্ত ভারী, পাড়ি দেয় গো পাথারে।
ঝড় তুফানে দুলে দুলে, চলে তরী পালটী তুলে,
পাকা মাঝি হই যে আমি চেনে সবাই আমারে।
এসো আমার সঙ্গে এসো, ওই তরীতে বস্‌বে এসো,
ভয় ক'রো না বস্‌তে তাতে, আমার ভয় ঘোচাতে আসা রে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবলার বাটী।

বিদ্যাধর।

বিদ্যাধর। হায়-হায়-হায়! সর্ব্বনাশ হ'লো—সর্ব্বনাশ হ'লো! গুরুদেব আমার শ্বশুরবাড়ী গচ্ছং করলেন। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! মানুষ হ'য়ে দেবতাকে কারাগারে ঢুকিয়ে দিলে! ধন্য তুমি সগর রাজা! অমন ক্ষমতা না থাকলে কি আর তোমার ষাট সত্তর হাজার ছেলে হয়েছে! কিন্তু আমি এখন কি করি? যুবরাজও বন্দী, টাকা পয়সারও যথেষ্ট অভাব হয়েছে। এদিকে অবলা বেটীর আস্তানাতে থাকাও ভার হ'য়ে উঠেছে! বেটীর কি কড়া তাগাদা! বেটী ধারে কারবার করতে মোটেই রাজী নয়।

অবলার প্রবেশ।

অবলা। কি মিন্সে, বলি টাকাকড়ি এনেছিস তো?

বিদ্যাধর। [স্বগত] সর্ব্বনাশ। আবির্ভাবেই কি চমৎকার সম্ভাষণ!

অবলা। বলি কথা কইছিস্ না যে?

বিদ্যাধর। ভীষণ অম্বল অবলা—ভীষণ অম্বল; এইবার বোধ হয় কম্বল চাপা দিতে হবে।

অবলা। তাই কথা কইতে পারছো না! ও সব ধাপ্পাবাজি রেখে দাও যাদু! ফেল কড়ি মাখো তেল, ফুরিয়ে গেল কথা।

বিদ্যাধর। হেউ! উঃ, ভীষণ উদগার! স'রে যাও—স'রে যাও, নইলে বোঁ ক'রে উড়ে যাবে! হেউ—হেউ!

অবলা। [সরিয়া গিয়া] বেরো—বেরো বলছি! এখনি গায়ে

বমি ক'রে দিতো গা! ভাগ্যি স'রে এসেছি! বেশ হয়েছে তোর অম্বল হয়েছে; এখন মানে মানে পয়সা কড়ি দে তো দেখি! নইলে আজ রসাতল হবে। আজ ক'দিন হ'লো পয়সা বাকী পড়্ছে।

বিদ্যাধর। আরে বাকী পড়ুক্ না, নতুন খাতায় সব মিটিয়ে দেবো। ওহো, তুমি দান কর—দান কর অবলা! যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।

অবলা। তবে রে আঁটকুড়ির ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে! [প্রহার]

বিদ্যাধর। উহু-হু! অবলা! তুমি আমায় মার্‌লে! [ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

অবলা। [স্বগত] আহা, মিন্সেকে বুঝি সত্যি সত্যিই লেগেছে! কেন মর্‌তে মার্‌লুম গা! অস্থানে লেগে যায় নি তো! এ্যাঁ, মিন্সের কান্না দেখে আমারও কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করছে! [প্রকাশ্যে] ওরে আমি তোকে কেন মার্‌লুম রে—[বিদ্যাধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন]

বিদ্যাধর। ওহো-হো! [ক্রন্দন]

অবলা। ও-হো-হো—[ক্রন্দন]

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। আরে, একি হে বিদ্যাধর দাদা? বলি অত কাঁদ্‌ছো কেন? কে মারা গেল?

অবলা। ওমা, প্রহরী মিন্সে যে! ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ! দে—দে মিন্সে, টাকা দে, নইলে আজ তোকে রাজার কাছে ধ'রে নিয়ে যাবো। [বিদ্যাধরের আঁচল ধরিল।]

বিদ্যাধর। এ্যাঁ, এ আবার কি হ'লো? আরে কাপড় খুলে যাবে যে!

অবলা। থুলুক! টাকা না দিলে কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

প্রহরী। ওহে অবলা সুন্দরী! বলি ব্যাপারখানা কি? এখুনি ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদ্‌ছিলে, আবার এখুনি—

বিদ্যাধর। বল তো—বল তো দাদা, কি রকম মেয়েমানুষ! হাস্‌তেও জানে, কাঁদ্‌তেও জানে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, অবলা আমার বড়ই সুরসিকা।

প্রহরী। তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছি। যাক্ অবলা, আজকের মত বিদ্যাধর ভায়াকে ছেড়ে দাও।

বিদ্যাধর। ছেড়ে দাও, প্রহরী ভায়া যখন বল্‌ছে—

অবলা। বেশ, আজ ছেড়ে দিলুম; রাত পোহালে পয়সা দিতেই হবে. নইলে কারু বাবার খাতির রাখ্‌বো না।

[প্রস্থান।

বিদ্যাধর। দেখ্‌লে ভায়া, বেটী কি রকম ধড়িবাজ মেয়েমানুষ!

প্রহরী। বেটীকে কিন্তু—

বিদ্যাধর। কিন্তু—তার মানে?

প্রহরী। তার মানে—

বিদ্যাধর। আহা, ব'লেই ফেল না হে, লজ্জা কি? তুমি আর আমি ছাড়া এখানে তো আর কেউ নেই!

প্রহরী। দেখ দাদা, বেটীকে নিয়ে একদিন মজা করতে হবে। বেটীর বিস্তর পয়সা। বেটীকে কোন রকমে ফাঁসাতে পারলে আর টাকার জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

বিদ্যাধর। কি উপায়ে টাকা হস্তগত করা যাবে ভায়া, একটা মতলব ঠিক কর। বেটী কিন্তু ভারী ঘাগী।

প্রহরী। দেখ দাদা! বেটী ফি বছর কার্ত্তিকপূজো করে। আমি

এখন গণৎকার সেজে বেটীকে ব'লে আস্‌বো যে, স্বয়ং কার্ত্তিক এসে তোকে কৈলাসে নিয়ে গিয়ে দিনকতক রেখে দেবে, তারপর তুই গণ্ডা কতক ছেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌বি। তবে কার্ত্তিককে এক সহস্র মুদ্রা পূজা দিতে হবে, নইলে কৈলাসে যাওয়া হবে না, আর ছেলেও হবে না।

বিদ্যাধর। আরে বল কি ভায়া?

প্রহরী। তুমি কি দাদা এখানে নতুন এসেছ? কিছুই জান না? ছেলের জন্যে বেটীর বেজায় সাধ। কার্ত্তিকের মত ছেলে পাবে ব'লে খুব ধুমধাম ক'রে কার্ত্তিক পুজো ক'রে।

বিদ্যাধর। কিন্তু বেটী যে বিধবা! ছেলে হবে কি ক'রে?

প্রহরী। দেবতার বরে—দেবতার বরে।

বিদ্যাধর। বল কি? বিধবার ছেলে হবে?

প্রহরী। হবে—হবে! যখন হবে, তখন দেখ্‌তে পাবে।

বিদ্যাধর। কিন্তু কার্ত্তিক কি সত্যি সত্যিই আস্‌বে?

প্রহরী। আরে দাদা, তুমি কিছুই বোঝ না! কার্ত্তিক তুমি সাজ্‌বে। তারপর যে দিন তার কাছে যেতে হবে, আমি ব'লে দেবো। তুমি দিব্যি কার্ত্তিক সেজে অবলার কাছে হাজির হবে, আর এক সহস্র মুদ্রা চাইবে—ব্যস! কিন্তু দেখো দাদা, শেষকালে ভাগ-বাঁটরা নিয়ে যেন কেলেঙ্কারী ক'রো না; তা হ'লে সব ভেস্তে যাবে।

বিদ্যাধর। কার্ত্তিক সাজ্‌বো কি ক'রে?

প্রহরী। আমি সাজিয়ে দেবো দাদা! কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না।

বিদ্যাধর। ময়ূরে চ'ড়ে উপস্থিত হ'তে হবে তো?

প্রহরী। এমনি হেঁটে গেলেই হবে! জিজ্ঞেস কর্‌লে বল্‌বে, ময়ূরটার অসুখ করেছে।

বিদ্যাধর। ব্যস্! যাই বল ভায়া, তোমার মাথা কিন্তু আচ্ছা!

প্রহরী। যাক্, আমি এখন গণৎকার সাজ্‌তে চল্লুম, তারপর তোমায় কার্ত্তিক সাজিয়ে দেবো।

বিদ্যাধর। কিন্তু গুরুদেব যদি জান্‌তে পারেন?

প্রহরী। গুরুদেব তো এখন কারাগারে। আর জান্‌বেই বা কি ক'রে? আমি এখন চল্‌লুম! সাবধান, যেন কাউকে ব'লে ফেলো না দাদা!

বিদ্যাধর। রাধেশ্যাম! মাইরি ভায়া, তুমি যেন কি!

প্রহরী। আমি কি?

বিদ্যাধর। তুমি যেন বৃহস্পতি!

প্রহরী। কেমন চাকরী করি! মাথা খুল্‌বে না? [প্রস্থান।

বিদ্যাধর। ব্যাটার মতলব তো বড় মন্দ নয়! যাই হোক্, টাকার কিন্তু ভাগ দেওয়া হবে না। সেই টাকা নিয়ে দিনকতক এখন অবলাকে সবলা করা যাবে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

চিন্তামগ্ন মায়াধর।

মায়াধর। উঃ, এ কি পরিণাম আমার! তুচ্ছ মানবের করে প্রবল প্রতাপশালী পাপ আজ বন্দী! অদ্ভুত দৈবের শক্তি! সগরের কারাগারে পাপ বন্দী, এ সংবাদ কি দেবতারা জেনেছে? বোধ হয় এখনো জান্‌তে

পারে নি! জানতে পারলে হয় তো এতক্ষণ তারা এখানে এসে পড়্তো। তাই তো, বিদ্যাধরই বা কোথায় গেল? মানবের কারাগারে পাপ আজ বন্দী! উঃ, কি নিদারুণ অপমান! ওই না ধর্ম্মের বিদ্রূপ-কটাক্ষ! ওই সারা বিশ্ব আমায় টিট্‌কারি দিচ্ছে। অসহ্য—অসহ্য!

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

তোমার হাতের পাশা উল্টে গেল ভাই।
নিরাশার এই আঁধার এবার তোমার হ'লো ঠাঁই।
ধর্ম্ম যেথায় জয় কি তোমার হয় রে তথায়,
হয় ছুটোছুটিই সার,
কেবল গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধার,
এখন শুন্‌বে কে আর তোমার কথা, কেউ যে তোমার নাই,
হবে ধর্ম্মের জয়—হবে ধর্ম্মের জয়।

[প্রস্থান।

মায়াধর। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম! চিরশত্রু আমার। দাঁড়াও—দাঁড়াও দাম্ভিক! আগে কারাগার হ'তে উদ্ধারলাভ করি, তারপর! তাই তো, উদ্ধারের তো কোন উপায় দেখ্‌ছি না। অতুল দেবশক্তি, তাও তুচ্ছ হ'লো। এম্‌নিভাবে কি চিরদিন বন্দী হ'য়ে থাক্‌বো?

প্রহরীসহ সগরের প্রবেশ।

সগর। না বন্দী, আর তোমায় সগরের কারাগারে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে হবে না; আমি স্বয়ং এসেছি তোমায় মুক্ত ক'রে দিতে। প্রহরী! মুক্ত ক'রে দে! [প্রহরী বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল।] যাও ব্রাহ্মণ! ভয় নাই।

মায়াধর। সগর!

সগর। অবাক হ'য়ো না দ্বিজ! আমি অনুতপ্ত, আমার শত অপরাধ তুমি মার্জ্জনা ক'রে যাও। আমি ভ্রমের বশে তোমায় বন্দী করেছিলুম। তুমি ব্রাহ্মণ—জাতির শ্রেষ্ঠ; তোমার আদর্শে এই ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণ যদি তার জাতীয় মহিমা ভুলে গিয়ে ক্রূর বৃত্তি নিয়ে ছুটে আসে—আসুক, সগব কিন্তু ব্রাহ্মণের পূজা করতে কথনো কুণ্ঠিত হবে না। আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে অভিশাপ ঢেলে দিলেও আমি ব্যথা পাবো না ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পূজাই করবো। যাও দ্বিজ, তুমি মুক্ত।

সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। দিও না—দিও না রাজা, ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিও না। ব্রাহ্মণ নয়—ব্রাহ্মণ আকারে ও জীবন্ত রাক্ষস; এসেছে অযোধ্যার সমস্ত বৈভব সম্পদ গ্রাস করতে। দেখ্‌ছো না ওই ব্রাহ্মণের ক্রূর দৃষ্টি কত ভয়ঙ্কর! বন্দী ক'রে রাখ রাজা—বন্দী ক'রে রাখ। ওরি জন্য দেবতুল্য পুত্র অসমঞ্জা আমার বিপথগামী হয়েছে। ওকে মুক্তি দিও না রাজা!

সগর। না রাণী, তা কি হয়! ব্রাহ্মণ কারাগারে ব'সে বেদনার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করবে, তাতে কি অযোধ্যার মঙ্গল হবে রাণী? ব্রাহ্মণের অন্তরে যাই থাকুক না কেন, তবু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ; তার চরণে মাথা নত না করলেও তার জাতির মহিমার উদ্দেশে প্রণাম করা সবারি কর্ত্তব্য।

সুমতি। ব্রাহ্মণ নয়, ও শত্রু!

সুমতি। শত্রু হ'লেও ব্রাহ্মণ।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। মিথ্যা কথা।

সগর। মিথ্যা? কে তুমি মহাপুরুষ?

ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম; আর ওই ব্রাহ্মণবেশধারী মূর্ত্তিমান পাপ; এসেছে ইন্দ্রের আদেশে তোমার সর্ব্বনাশ করতে। কিছুতেই ওকে মুক্ত ক'রে দিও না, ওকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর।

সগর। চমৎকার! চমৎকার দেবরাজের দেবত্বরক্ষার নীতি। তুচ্ছ মানবের প্রতি শত্রুতাসাধনের কি ভীষণ পৈশাচিক অভিনয়! অংশুমান! ওঃ—রাণী, অংশুকে আমার—যাক্—যাক্—সব যাক্, তুমি আমার প্রতি কর্ম্মে বিপর্য্যয় সৃষ্টি কর দেবেন্দ্র! কিন্তু সগরের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ কিছুতেই রোধ করতে পারবে না। যাও পাপ! যখন তুমি পূজার সাজে সজ্জিত হয়েছ, তখন ওই পূজার সজ্জারই মর্য্যাদা আমি রক্ষা করলুম।

ধর্ম্ম। সে কি মহারাজ?

সগর। তুচ্ছ মানবের প্রতিহিংসাসাধন। দেবতার রোষানলে আমার সর্ব্বস্ব যাক্—অযোধ্যার বুক হ'তে বেদনা সহস্র ঝঙ্কার দিয়ে উঠুক্—পল্লবিত তরুরাজি প্রবল ঝটিকাঘাতে ধূলিসাৎ হোক্! ধর্ম্ম! আমি যখন তোমায় পেয়েছি, তখন আর কিসের অভাব আমার? আমি তোমারি হাত ধ'রে অকূল সাগর পার হ'য়ে যাবো। যাও—যাও দেবতা, চ'লে যাও; প্রতিদানে তুচ্ছ মানব এর বেশী আর কিছু তোমায় দিতে পারলে না। [প্রণাম]

[মায়াধরের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। সর্ব্বনাশকে ডেকে আন্‌লে রাজা!

[প্রস্থান।

সগর। না—না, আমি সর্ব্বনাশকে ডেকে আনি নি বন্ধু, আমি ডেকে এনেছি আমার আরাধ্য বিগ্রহকে। সগরের যেন সব যায়, কিন্তু ধর্ম্ম যেন যায় না।

সুমতি। তা হ'লে এইবার অসমঞ্জাকে মুক্ত ক'র দেবে চল রাজা! সে যে আমাদের পুত্র—অযোধ্যার ভাবী অধীশ্বর; তাকে ক্ষমা করা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়? অংশুমান দেবতা কর্ত্তৃক অপহৃত—অসমঞ্জা বন্দী—বধূমাতাও নিরুদ্দেশ। ওঃ, একি সংসারে অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো! যজ্ঞের সঙ্কল্প ত্যাগ কর রাজা! যজ্ঞ আরম্ভ হ'তে না হ'তেই যে পূর্ণাহুতি হ'য়ে যায়।

সগর। তা হোক্ রাণী! নিয়তি এসে পূর্ণাহুতি দিক, আমি কাঁপ্‌বো না—টল্‌বো না—সঙ্কল্পচ্যুত হবো না। দেখি, সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পথে ভগবান্ তাঁর কত লীলার প্রকটন করেন।

প্রহরীর দ্রুত প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! মহারাজ! যুবরাজ কারাগারে নাই।

সগর। অসমঞ্জা কারাগারে নাই?

অসমঞ্জা ও মায়াধরের প্রবেশ।

অসমঞ্জা। নাই—নাই—হাঃ-হাঃ-হাঃ! অসমঞ্জা মুক্ত।

সগর। একি! একি মূর্ত্তি!

মায়াধর। বধ কর বৃদ্ধ রাজাকে।

সগর। অসমঞ্জা! একি তোমার স্বেচ্ছাচারিতা—একি তোমার চরিত্রের বিকাশ?

সুমতি। ওরে পুত্র! এ কি তোমার পরিবর্ত্তন? তুমি তো এমন ছিলে না পুত্র! তুমি যে মাতৃ-পিতৃভক্ত সুপুত্র ছিলে! বল পুত্র, কেন তুমি এমন হ'লে?

অসমঞ্জা। বল্‌বার শক্তি নেই, আমার এখন নূতন জীবনলাভ।

মায়াধর! ব'লে দাও কি বল্‌বো? আমার কণ্ঠ যে রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে—প্রতিহিংসাদীপ্ত হস্তের উদ্যত অসি যে আপনা হ'তেই খ'সে পড়্‌ছে! আমি, কি করি বন্ধু? সৃষ্টি কাঁপ্‌ছে—আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ছে! গেল—গেল, অসমঞ্জা বুঝি পাতালের অন্ধকারে মিশে গেল!

মায়াধর। দৃঢ় ক'রে অস্ত্র ধর কুমার! অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

অসমঞ্জা। অপমান? পিতার নিকট পুত্রের অপমান? অপরাধী পুত্রকে দণ্ডিত করলে কি পুত্রের অপমান করা হয় মায়াধর? বল—বল মায়াধর, তেমন পুত্র কি আমাদের দেশে আছে, যারা অপমানের প্রতিশোধ নিতে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ায়? না—না, তেমন পুত্র এই আর্য্যভূমি ভারতে নেই। বল, যদি থাকে, আমি সেই পুত্রের হৃদ্‌পিণ্ডটা তুলে এনে উচ্চকণ্ঠে বলি, পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

মায়াধর। কুমার! কুমার!

অসমঞ্জা। আমি পার্‌বো না মায়াধর—আমি প্রতিশোধ নিতে পার্‌বো না; আমি পুত্র হ'য়ে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে পার্‌বো না। ওই—ওই দেখ মায়াধর, জীবন্ত দেবদেবী—করুণার মূর্ত্তমূর্ত্তি! আমি পার্‌বো না মায়াধর—আমি পার্‌বো না—

[প্রস্থান।

মায়াধর। কুমার! কুমার!

[পশ্চাদ্ধাবন।

সগর। এ আবার কি বিভীষিকা রাণী? অসমঞ্জার এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন?

সুমতি। ওই দুরন্ত পাপের মোহকরী মন্ত্রে অসমঞ্জা ক্ষিপ্তপ্রায়; কি হবে রাজা?

সগর। উঃ, ভগবান্! অভয় দাও আমায়! আমার সোনার সংসার ছারখার ক'রে দিও না। অসমঞ্জার বিরুদ্ধে সহস্র অভিযোগ আমার কর্ণে এসে পৌঁছাচ্ছে রাণী! সেই ব্রাহ্মণকন্যা সুকৃতির প্রতি—

সুকৃতির প্রবেশ।

সুকৃতি। না মহারাজ! যুবরাজ যে আমার পুত্র।

সগর। সে কি মা?

সুকৃতি। সত্যই মহারাজ! সে আমার পুত্র; আমায় মা ব'লে ডেকেছে—আমিও তাকে মাতৃস্নেহ ঢেলে দিয়েছি। কই—আমার পুত্র কই? শুনলাম সে না কি পিতৃহত্যা করতে এখানে এসেছে, তাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ছুটে এলুম।

সগর। সমস্তই দেখছি ছায়াবাজি!

সুকৃতি। সবই সেই পাপের মায়াবিস্তার খেলা। পাপের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, ওগো রাজা! পুত্রের প্রতি নির্ম্মমতা দেখিও না। পুত্র তোমার মানুষ নয়—শাপভ্রষ্ট দেবতা।

সুমতি। বল মা, এখন কি উপায়ে অসমঞ্জাকে পাপের করাল কবল হ'তে টেনে আনি?

সুকৃতি। ভগবান্‌কে ডাকো মা! এক ভগবান্ ব্যতীত কেউ তাকে ফেরাতে পারবে না। যাই দেখি, পুত্র আমার কোথায় গেল! [প্রস্থান।

সগর। সবই যে আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে রাণী! যাই হোক, সত্য হোক্—মিথ্যা হোক্ অসমঞ্জা অপরাধী, আমি তাকে দণ্ড দেবো—রাজ্যের অশান্তি দূর করবো। তারি জন্য যখন রাজ্যের অশান্তির অনল জ'লে উঠেছে, তখন আর তার মুখ চেয়ে আমার সোনার রাজ্যকে শ্রীহীন করতে পারবো না! [প্রস্থান।

সুমতি। না—না, পুত্রকে দণ্ড দিও না রাজা—দণ্ড দিও না! অসমঞ্জা আমার কুপুত্র নয়, সত্যই সে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

নির্জ্জন স্থান।

অনিলাকে বন্ধন করতঃ বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। সাবাস! সাবাস গুরুদেব! শ্বশুরবাড়ী হ'তে সটাং ফিরে এলেন! এসেই ব্যস্! যাই হোক্, দিনগুলো আমার আনন্দে কেটে গেলেই হ'চ্ছে! থাকো সুন্দরী, গুরুদেব আমার এখনি আবির্ভূত হবেন। যাই—আমি এখন ষড়ানন সাজবার ব্যবস্থা করি গে।

মায়াধরের প্রবেশ।

মায়াধর। বিদ্যাধর! বিদ্যাধর! সুন্দরীকে নিয়ে এসেছ?

বিদ্যাধর। আজ্ঞে, বহুক্ষণ! আপনি এখন যা হয় করুন, আমি পশ্চাদ্ধাবন করি। হয় তো আমার জন্য অব—থুড়ি—আমি এখন আসি।

[প্রস্থান ।

মায়াধর। অপমান! আমার অপমান! আরে আরে পিতৃ-মাতৃভক্ত অসমঞ্জা! তুমি আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রে চ'লে এলে? দাঁড়াও, আজ তোমার দম্ভ অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো। উঃ! মায়াধরের সমস্ত মায়াবিদ্যা আজ ব্যর্থ হ'য়ে গেল! কে—কে আমার দেবশক্তি ব্যর্থ করলে? কার এত স্পর্দ্ধা?

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য।—

গীত।

আমি তোমার শক্তি দলিয়া জ্ঞানেরি আলোক জ্বালিয়া—
নিয়ে যাবো তারে স্নিগ্ধ ছায়ায় মরমবেদনা নাশিয়া।
করিব বিফল তোমার আশা, তুলিব বাঁশীতে তান,
আঁধারে জড়িত কণ্টকপথে, করিব সুষমা দান,
হতাশে অশ্রু পড়িবে গলিয়া মহিমা আমার হেরিয়া।

[প্রস্থান।

মায়াধর। বৈরাগ্য! বৈরাগ্য! ধর্ম্মের সুহৃদ! আমায় ভয় দেখাতে এসেছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ! সারা বিশ্ব যে আমার ভয়ে কম্পিত! যাও বৈরাগ্য! পারবে না তোমরা আমার উত্তাল তরঙ্গের গতিরোধ করতে। অযোধ্যার বুকখানা দ'লে চ'ষে সমভূমি ক'রে দেবো। পাপের সে দুর্জ্জয় মুর্ত্তি দেখে সৃষ্টি থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠবে। সুন্দরী! সুন্দরী!

অনিলা। উঃ! আবার এসেছ ভণ্ড সাধক? যাও—যাও! তাই তো, কোথায় গেল আমার অংশুমান? কোথায় গেল আমার স্বামী? এ আমি কোথায় এসেছি?

মায়াধর। এসেছ তুমি বসন্তহসিত কুঞ্জকাননে। আজ তোমার মানবী জন্ম সার্থক হবে সুন্দরী! ভণ্ড সাধক ব'লে আমায় তুচ্ছ মনে ক'রো না; ওই দেখ আমার-বিভূতি বিদ্যা!

[অন্তর্দ্ধান।

[সহসা কোকিল ডাকিয়া উঠিল, বসন্তের আবির্ভাব হইল, মৃদুল বাতাস বহিতে লাগিল, ভ্রমর গুন্‌গুন্ করিতে লাগিল, পুষ্প ফুটিয়া উঠিল।]

অনিলা। এঁ্যা, একি ! সৃষ্টির নব বিকাশ ! বসন্তের মধুর হিল্লোল—কোকিলের কুহুতান—ভ্রমরের গুঞ্জরণ—পুষ্প রূপের ডালা নিয়ে ফুটে উঠ্‌লো ! এ আবার আমি কোথায় এলুম ! ও কি—ও কি, ও আবার কি ?

গীতকণ্ঠে ফুলশরহস্তে মায়াবিনীগণের প্রবেশ ।

মায়াবিনীগণ।—

গীত।

পিককুহরিত মঞ্জুল কুঞ্জে
ওই লো আসে ওই মনোচোরা।
উছলিত যৌবন নন্দিত মঞ্জিলে
চাঁদের জোছনা দেয় আপনি ধরা।
হানিব ফুলবাণ, কেড়ে লব কুলমান,
বিরহিনী কেন আর, বিরহের আঁখিধার,
ওই যে আসে প্রিয় বাস তনুভরা।

অনিলা। দূর হও—দূর হও নাগিনীর দল !
হলাহল কেন তোরা ঢালিস্ হেথায় ?
উঃ ! সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়—
পারি নে সহিতে !
যা—যা—দূর হ'য়ে যা,
পাপ সৃষ্টি করিস্ নে আর।
ও কি, তবুও যাবি নে ?
ফণিনীর সম বেড়িলি আমারে ?
দয়াময় ! রক্ষা কর নারীর মর্য্যাদা !

মায়াবিনীগণ। [অনিলাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।]

বেশভূষায় সজ্জিত মায়াধরের প্রবেশ

মায়াধর। হাঃ হাঃ-হাঃ ! মায়াধরের কবল হ'তে কেউ তোমায় রক্ষা করবে না নারী !

অনিলা। এফি, কেবা তুমি ভুবনমোহনরূপে
এলে আজি সম্মুখে আমার ?
কি সুন্দর রূপ তব, কন্দর্পের হয় পরাজয় ।
ও কি ! না—না—পিশাচের পূর্ণ মূর্ত্তি—
দুর্গন্ধ নরককুণ্ড ! স'রে যাও—স'রে যাও—

মায়াধর। মনোরমে ! আমি সেই মায়াধর সাধু ।
হের মায়াবলে কি নব সোপানে
গড়িলাম মুরতি আমার !
আর কেন করিছ ছলনা !
শ্রাবণের জলধারা সম প্রেমবারি করিয়া বর্ষণ,
তৃষিত পরাণে কর জীবন সঞ্চার ।

অনিলা। আচম্বিতে বজ্রধ্বনি—
পাপের তাণ্ডব নৃত্য কাঁপে চরাচর !
সৃষ্টি বুঝি এইবার ডুবিবে আর্ত্তে ।

মায়াধর। ভয় নাই লো সুন্দরী !
আবর্ত্তের মাঝখানে
মায়ামন্ত্রে গঠিব কনকপুরী—
বসন্ত অমর হ'য়ে রহিবে সেথায়,
মৃদুল পবন অবিরাম করিবে ব্যজন,
শ্যাম তরুশিরে পাপিয়া তুলিবে তান,

কলস্বনে প্রেমের তটিনী
রঙ্গে ভঙ্গে বহিবে উজান।
ধন্য হবে নারীজন্ম তব
দেবতার সহচরী হ'য়ে।

অনিলা। দেবতা ? কে দেবতা ?

মায়াধর। আমি ; ত্রিলোকত্রাসিত পাপ
আজি মায়াধররূপে আগত হেথায়
সগরের সর্ব্বনাশ তরে।

অনিলা। তুমি দেবতা ? অমরপুরীতে কর বাস ?
না—না, তাও কি সম্ভব ?
দেবতার নীতি নহে এত কলঙ্কিত—
এত হীন কদর্য্যমণ্ডিত !

মায়াধর। আমি সেই পাপ,
মোর নীতি সৃষ্টিবক্ষে বিপ্লবরচনা।
যাক্ ! এসো—এসো,
বসন্ত যে হবে অন্তর্হিত।

[অনিলাকে ধরিতে উদ্যত।]

অনিলা। দূর হও কামান্ধ কুক্কুর !
সতী প্রতি অকারণ কেন অত্যাচার ?
ওগো বিপদবারণ !
রক্ষা কর নারীর মর্য্যাদা !

মায়াধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! মায়াবিনীগণ !
সৃষ্টি কর সম্মোহন জাল।

[প্রস্থান।

মায়াবিনীগণ ।—

পূর্ব্বগীতাংশ।

প্রেমেরি বন্ধনে তাহারে বাঁধিয়া,
অধরে অধর দিয়ে থাক বসিয়া,
ওই যে ফুটেছে ফুল, ওই আসে অলিকুল,
সখি! আর কেন অভিমানে মরমে মরা।

অগ্নিশূলহস্তে গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। —

গীত।

পুড়ে মর্ তোরা পুড়ে মর্, আমি বাজাবো জয়ের শঙ্খ,

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের ত্রিশূলহস্তে প্রবেশ।

বৈরাগ্য।—

গীত।

আমার ত্রিশূল ছড়াবে অনলধারা।

খড়্গহস্তে পাপের প্রবেশ।

পাপ। ধর্ম্ম আর বৈরাগ্যের উত্তপ্ত শোণিতসিন্ধু
স্থষ্টিবক্ষে হোক্ প্রবাহিত।
আরে—আরে পাপশত্রু!
[ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যকে কাটিতে উদ্যত হইল।]

দ্রুত অসিহস্তে অসমঞ্জার প্রবেশ।

অনিলা। স্বামী! স্বামী!

অসমঞ্জা। পাপের প্রতাপে বৈরাগ্য ধর্ম্মের
যদি হয় পরাজয়,
তবু মানবের আছে শক্তি পাপের দমনে।
আরে আরে দুষ্টমতি পাপ!
মানবের করে তব নাহি পরিত্রাণ।
[পাপকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

পাপ। দেখ তবে হীনমতি নর পাপের প্রতাপ।
কোথা কালান্তক পাপ-অনুচরগণ!
আবির্ভূত হও ত্বরা মানববিনাশে।
[সহসা ডঙ্কাধ্বনি হইতে লাগিল]

বিকট হাস্যে অস্ত্র, গদা, ত্রিশূল প্রভৃতি হস্তে পাপ-অনুচরগণের আবির্ভাব।

অসমঞ্জা। ওঃ—ওঃ! প্রলয়—প্রলয়!
দুর্ব্বল মানব তরে
সৃষ্টিবক্ষে দেবতার একি অভিনয়!
প্রলয় দুন্দুভি! ঘন ঘন
কাঁপে ধরা তাণ্ডব নর্ত্তনে!
অগ্নি-গোলা ছুটে আসে ওই!
প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—

অনিলা। জগন্নাথ! জগৎ-আনন্দ!
কোথা তব মহিমা-বিকাশ?
এসো—এসো আর্ত্তহারী
শ্রীমুরারি মাধবিবল্লভ!

সতীর যে রত্নহার

গলা হ'তে কেড়ে নেয় দুরন্ত দানব ;

ওগো দেব ! রক্ষা কর সতীর সম্পদ ।

[সহসা বিস্ফোরণ শব্দ হইল ; পাপ, অনুচরগণ ও মায়াবিনীগণ

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ।]

নারায়ণের আবির্ভাব ।

অসমঞ্জা ও অনিলা । এ কি ! এ কি !

নারায়ণ । আর্ত্তরক্ষার মুরতি মোর ।

অসমঞ্জা । নারায়ণ !

অপার করুণা তব ;

সহস্র প্রণাম চরণে তোমার ।

[অনিলা ও অসমঞ্জা প্রণাম করিল ।]

বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম । নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ ।

ভবভয়হারী পতিতপাবন ॥

ধর্ম্ম । জয় মাধব মুরলীধর গোলোকবিহারী,

বৈরাগ্য । জয় বন্দিত ত্রিভুবন বিপদহারী,

বৈরাগ্য ও ধর্ম্ম । নমো নারায়ণ—দুর্জ্জনদলন,

অনাথশরণ নমো নারায়ণ নমো নারায়ণ ॥

[নারায়ণের অন্তর্দ্ধান ।

[অসমঞ্জা ও অনিলাকে ধরিয়া ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল ।]

পাপ । ধর্ম্মের প্রভাব—ধর্ম্মের প্রভাব !

নাহি হ'লো জয়—হীন পরাজয় ।

আবার উঠিবে জ্বলি মার্ত্তণ্ড সমান,
দগ্ধিভূত করিব অযোধ্যা। মায়াবিনীগণ !
অবিরাম মায়াজাল করহ বিস্তার ;
আর পাপের বান্ধবগণ !
দ্বিগুণ আনন্দে পুনঃ অযোধ্যা করহ দলন,
কদাচার ব্যভিচার কর সৃষ্টি
নিরন্তর ; চূর্ণ হোক্ ধর্ম্মের শকতি,
চূর্ণ হোক্ বৈরাগ্যের গর্ব্ব অহঙ্কার।
পাপ-রাজ্য করহ স্থাপন—
অযোধ্যায় কর ত্বরা পাপের প্রতিষ্ঠা,
বাজাও সঘনে সবে পাপের দুন্দুভি।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

সগর ও সুমতি।

সগর। বারবার উত্যক্ত ক'রো না রাণী !
আমি যে পাষাণ ! ব্যর্থ হবে অশ্রুবরিষণ,
ফিরিবে না আর আদেশ আমার।
দেবতার রীতি-নীতি করিয়া স্মরণ
অশান্তির তুষানলে জ্বলিছে অন্তর।

নৈশ নীরবতা ভরা শান্তিতরুতলে
কেন নারী তপ্ত বারি দিতেছ ঢালিয়া ?
বুকখানা শতধায় দীর্ণ হ'য়ে যায়,
আর তুমি ক'রো না আঘাত ।

সুমতি । ওগো রাজা ! এই কি পিতার শাসন-পদ্ধতি ?
অন্য দণ্ড দাও রাজা—অন্য দণ্ড দাও !
লঘু পাপে গুরুদণ্ড কেন দাও রাজা ?

সগর । স্নেহসিক্ত হইলে অন্তর
ধর্ম্মদণ্ড হারাবে মর্য্যাদা ।
যাও, অশান্তির কেন তোল ঝড় ?

সুমতি । করিবে না ক্ষমা ? ওগো রাজা,
পুত্রহারা হ'য়ে আমি কেমনে রহিব ?

সগর । যেমন এ জগতের পিতা-মাতা
হারাইয়া তাহাদের বাঞ্ছিত সম্পদ
পুনঃ অন্নজল করিছে গ্রহণ,
তুমিও তেমনিভাবে রহিবে বাঁচিয়া ।

সুমতি । না—না, পুত্রহারা হ'য়ে
পারিব না থাকিতে সংসারে

সগর । পাষাণ এ মানবের বুকে
সব সহ্য হয় রাণী !
ভূমিকম্প সম মাত্র কেঁপে ওঠে ক্ষণকাল ।
প্রতিহারী ! প্রতিহারী !
ল'য়ে আয় দণ্ডবিধি পুস্তক আমার ।

[প্রতিহারী রৌপ্যপাত্রে দণ্ডবিধির পুস্তক আনয়ন করিল ।]

যাও প্রতিহারী অসমঞ্জা পাশে,
দেখাইয়া এসো তারে দণ্ডাজ্ঞা আমার।

সুমতি। না—না, ওরে যাস্‌নে—যাস্‌নে প্রতিহারী! বিনা মেঘে হবে বজ্রঘাত।

সগর। যাও!

অনিলার প্রবেশ।

অনিলা। পিতা—পিতা! মা—মা!

সগর। একি!

সুমতি। বধূমাতা? আয়—আয় মা! বল্‌—বল্‌, এতদিন কোথায় ছিলি অভাগিনী?

অনিলা। দুরন্ত পাপ আমায় অপহরণ ক'রে নিয়ে যায়, আপনার পুত্র তার কবল হ'তে আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছে।

সুমতি। অসমঞ্জার স্বপ্ন ভেঙ্গেছে?

অনিলা। হ্যাঁ মা! সম্পূর্ণ রূপান্তর।

সুমতি। কই—কই আমার অসমঞ্জা কই?

অসমঞ্জার প্রবেশ।

অসমঞ্জা। এই যে মা এসেছে সন্তান
তব পদে করিতে প্রণাম।
পিতা! পিতা! ক্ষম মোর অপরাধ!

[উভয়কে প্রণাম]

সুমতি। কি আনন্দ আজ! এতদিন পরে
ফিরে পেনু বাঞ্ছিত দুলালে।

ওরে—ওরে পুত্র! বুকে আয়,
অশান্তিদহিত বুক হউক শীতল।

[অসমঞ্জাকে বক্ষে লইল।]

অসমঞ্জা। মা! মা!

সুমতি। মহারাজ! মহারাজ!

অসমঞ্জা। একি পিতা, কেন তুমি নীরব নিথর?
বাষ্পভরা আঁখি দুটী,
ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন বদনমণ্ডল!
অসমঞ্জা অপরাধী পুত্র তব
এতদিনে হয়েছে মানুষ—
ফিরিয়া পেয়েছে তার হারানো সম্পদ।
তমসার পথ হ'তে ফিরাইল
জীবনের উচ্ছ্বসিত গতি মোর
বিবেক বান্ধব। ক্ষমা কর পিতা!
ভ্রমবশে মোর যদিও ব্যথিত তুমি,
তবু যে হিমাদ্রী তুমি ক্ষমার সাগর!
তব শ্রীচরণ স্পর্শ করি করি গো শপথ,
আজি হ'তে নীরবে নমিতনেত্রে
তব আজ্ঞা করিব পালন।
এই কণ্ঠে পুনঃ হইবে ঝঙ্কৃত—
"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" মহাবাণী
পুণ্যের রচনা। পিতা—পিতা!

সগর। স্তব্ধ ব্যোম, প্রকৃতি গম্ভীরা,
ম্লানময় বিশাল ধরণী!

আনন্দমুখর অযোধ্যার বুকে
ওই—ওই ওঠে অস্ফুট বিলাপ !
গলিত বহ্নির ধারা ছুটিয়াছে প্রলয়-নর্ত্তনে !
শিহরিতা স্বভাব সুন্দরী,
স্তিমিতনয়নে ওই অনন্ত আকাশ,
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয় মোর।

সুমতি। ওরে—ওরে প্রতিহারী !
যা—যা—শীঘ্র চ'লে যা ;
বজ্রপাত হবে যে এখনি।

অসমঞ্জা। পিতা !

সগর। সগর সাগরনীরে ডুবিল এবার।
ওরে আঁখি, হও রে পাষাণ !
কেঁপো না অন্তর—স্থির হও মুহূর্ত্তের তরে।
অসমঞ্জা ! অসমঞ্জা !
না—না, পাঠ কর প্রতিহারী !

সুমতি। ওগো—ওগো রাজা ! পায়ে ধরি তব,
নিদারুণ বজ্রাঘাত ক'রো না শিরেতে।
ওরে পুত্র ! আয়—আয় চ'লে আয়,
থাকিস্ না সুভীষণ হত্যার প্রাঙ্গণে।

সগর। অসমঞ্জা ! পাঠ কর দণ্ডাজ্ঞা আমার।

অসমঞ্জা। দণ্ডাজ্ঞা ? কার প্রতি ? দেখি—দেখি !

[প্রতিহারীর নিকট হইতে দণ্ডবিধির পুস্তক লইয়া দেখিয়া]

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! অসমঞ্জার নির্ব্বাসন !
দণ্ড নয়—দণ্ড নয়, অসমঞ্জার মুক্তি—মুক্তি !

ওগো পিতা! এরি তরে এতক্ষণ রহিলে নীরব?
তব দণ্ড সমাদরে তুলে লবো শিরে;
মহানন্দে নির্ব্বাসনে যাবে এ সন্তান।

অনিলা। নির্ব্বাসন? নির্ব্বাসন স্বামীর আমার?
উষার কনকছটা না হ'তে বিকাশ
আঁধারের হ'লো অভিসার!
ওঃ, পিতা—পিতা!

[সগরের পদতলে পতন।]

সগর। বজ্রপাত! বজ্রপাত!
রাণী! রাণী! ছিঁড়ে ফেল—
ছিঁড়ে ফেল দণ্ডপত্র!
ওরে—ওরে পুত্র, অযোধ্যার ভাবী অধীশ্বর!
ধর্—ধর্—ধর্ রে মুকুট,
বানপ্রস্থে চলুক্ সগর।

[রাজমুকুট দিতে উদ্যত]

অসমঞ্জা। [বাধা দিয়া] তোমারে নিরয়গামী
করিবে না সন্তান তোমার।
তুমি রাজা, যোগ্য দণ্ড দেছ তুমি
অপরাধী জনে; তব মুখ করিতে উজ্জ্বল,
তব সুবিচার বিশ্বমাঝে করিতে প্রচার
পুত্র তব চিরতরে লইবে বিদায়।

সুমতি। অসমঞ্জা! কোথায় যাবি রে পুত্র?
লঘু পাপে গুরুদণ্ড হবে না মানিতে।

অসমঞ্জা। ওগো মমতার সুচারু প্রতিমা!

অজ্ঞানের পথ হ'তে জ্ঞানের প্রথম প্রাতে
কি দীক্ষায় করিলে দীক্ষিত কর মা স্মরণ !
কত বিনিদ্র নিশার নীরবতা মাঝে
অভয়মণ্ডিত বক্ষে ধরিয়া সন্তানে
চুম্বনের রেখা টানি ফুল্লমুখে তার
শিখাইলে বারবার—ওরে পুত্র !
এ সংসারে পিতা হয় সাকার দেবতা—
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ,
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ ।
কহ মাতা, কেমনে ভুলিব তাহা—
তুমি যাহা এঁকে দেছ স্মরণের পথে ?

অনিলা । স্বামী ! স্বামী ! তোমা ছাড়া
এ সঙ্গিনী কেমনে রহিবে ?

অসমঞ্জ । অনিলা ! সতীলক্ষ্মী সঙ্গিনী আমার !
উজ্জ্বল মুক্তির পথে কুয়াসার সৃষ্টি করি
পথভ্রষ্ট ক'রো না আমারে ।
রাজদণ্ড ! পিতৃ-আজ্ঞা !
বিদ্রোহিতা করিব কেমনে ?
ভুলে যাও স্মৃতিটুকু মোর—
ভুলে যাও মায়ার বেদন ।
পিতৃপদে নত করি শির
বল লক্ষ্মী বারবার—
পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম—
পিতা বিশ্বে সাকার দেবতা ।

সুমতি ।　　অসমঞ্জা ! অসমঞ্জা !

অসমঞ্জা ।　　বেজেছে মা মুক্তি-শঙ্খ, আলোকিত মুক্তিপথ
জোছনাধারায় । যে সাধনা তরে
অসমঞ্জা কত দিন চাহিল বিদায়,
সে সাধনা এত দিনে পূর্ণ হবে মোর ।
স'রে যাও জননী আমার—
চাহিও না মুখপানে আর—[প্রস্থানোদ্যত]

অংশুমানকে ক্রোড়ে লইয়া শচীর প্রবেশ ।

শচী ।　　অযোধ্যা-ঈশ্বর ! ধর তব পৌত্র-রত্নে,
দস্যু ইন্দ্র চুরি করি ল'য়ে গেল যাহা ।

অংশুমান ।　　দাদু—দাদু ! [সগরের বক্ষে পড়িল ।]

অনিলা ও সুমতি ।　　অংশু ! অংশু !

সগর ।　　কে মা তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের জীবনদায়িনী
করুণার শ্যামায়িতা মুরতি সুন্দর ?
কোন্ পুণ্যের মন্দির হ'তে আর্ত্ত বিশ্বে
নেমে এলে অভয়ার হাস্যোজ্জ্বলবেশে ?
দাও দেবী পরিচয় তব ।

শচী ।　　স্বার্থপর ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী আমি—
শচী নামে ভুবনে বিখ্যাত ।

[প্রস্থান ।

অংশুমান ।　　মা চ'লে গেল দাদু ?
বাবা ! বাবা ! একি !
কেন মোরে আজ নিলে না কোলেতে ?

দাদু! দাদু! বল দাদু কি হ'লো আবার?
তিরস্কার বুঝি করিয়াছ বাবারে আমার?
ভারী দুষ্ট তুমি! বাবা—বাবা!
একবার কোলে নাও মোরে!

[অসমঞ্জার কোলে উঠিতে উদ্যত।]

অসমঞ্জা। স'রে যা—স'রে যা অংশু!
নেবো না বুকেতে আর;
না—না, আয়—একবার আয়—
তুই যে রে মোর শান্তির নির্ঝর।

[অংশুমানকে বক্ষে ধারণ।]

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

গীতকণ্ঠে শঙ্খহস্তে বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য।—

গীত।

ওই যে বেজেছে মুক্তি-শঙ্খ কেন রে বন্দী—বন্দী আর?
বাঁধন ছাঁদন করিয়া ছেদন আয় ছুটে আয় আলোকধার।

[প্রস্থান।

অসমঞ্জা। ওই—ওই বাজে মুক্তি-শঙ্খ,
বিচঞ্চল করিল পরাণ!
যা—যা রে অংশু, ছিঁড়ে ফেলি মায়ার বন্ধন!
ওরে পুত্র, নির্ব্বাসিত আমি আজ
পিতার আজ্ঞায়, তাই রক্ষিতে পিতার মান
যাত্রী আজি নির্ব্বাসন-পথে।

দাঁড়াও—দাঁড়াও বন্ধু, দাঁড়াও ক্ষণেক !
সাথী কর মোরে—[প্রস্থানোদ্যত]

সুমতি । অসমঞ্জা !

আনলা । স্বামী !

অংশুমান ।—

গীত ।

ওগো দাদু গো, তুমি দিও না যাইতে বাবারে
বনবাসে ওগো বনবাসে ।
মায়ের নয়নে অশ্রু ঝরিছে,
(সুমতিকে) ওগো তোমার বুকেতে চিতা,
(সগরকে) তোমার নয়নে জলের কাঁপন
সৃষ্টি যে জলে ভাসে ।
(অসমঞ্জাকে) ওগো, যেও না কাঁদায়ে আমাদের ফেলে
কোন্ সে অজানা প্রবাসে ।

অসমঞ্জা । মায়া ! মায়া ! চতুর্দ্দিকে মায়ার মুরতি
রুদ্ধ করে পথ—অন্ধকারে ভরিল মেদিনী ।
ওগো বন্ধু ! আলো ধর—
আলো ধর, চিনে নিই পথ !

গীতকণ্ঠে বৈরাগ্য আসিয়া আলোক ধরিল ।

বৈরাগ্য ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ ।

মরমের ব্যথা নির্ম্মল করে, মুছে দেবো আমি অনুরাগভরে,
আলো ধ'রে আমি নিয়ে যাবো তোরে যেথায় শান্তি-পারাবার ।

অসমঞ্জা। চল—চল বন্ধু বাজাইয়া মুক্তি-শঙ্খ,
আলো ধরি অগ্রে অগ্রে মোর।
বিদায়—বিদায়—[প্রস্থানোদ্যত]

সগর। অসমঞ্জা! অসমঞ্জা! ছিঁড়ে ফেল্—ছিঁড়ে ফেল্
দণ্ডাজ্ঞা আমার। আয়—ফিরে আয়—

অসমঞ্জা। অসমঞ্জার দণ্ড নয় পিতা!
এ আমার মুক্তি—মুক্তি।

[বৈরাগ্য সহ দ্রুত প্রস্থান।

সুমতি। উঃ—পুত্র!

[সুমতি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলে
অনিলা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।]

অনিলা। স্বামী!

সগর। চ'লে গেল—চ'লে গেল অসমঞ্জা মোর!
ওই কাঁদে অযোধ্যানগরী, ওই কাঁদে
পশু পক্ষী তরু লতা আকাশ বাতাস!
অসমঞ্জা! ফিরে আয় পুত্র!
না—না, পিতৃমুখ কর রে উজ্জ্বল।
যাক্—যাক্ অসমঞ্জা চ'লে যাক্
বিস্মৃতির অন্ধকারে জনমের মত!
ওরে—ওরে অংশু! ব্যথাদীর্ণ
বক্ষমাঝে থাক্ তুই শান্তি-তরুরূপে!

[অংশুমানকে বক্ষে করতঃ প্রস্থান করিল, তৎপরে অনিলা
কাঁদিতে কাঁদিতে সুমতিকে লইয়া গেল।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী।

ইন্দ্র ও দেবগণ আসীন; অপ্সরাগণ গাহিতেছিল।

অপ্সরাগণ।—

গীত।

আজ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের মধু আলো।
ওই ফুলবিতানে কোকিল ডাকে ফুলকুমারী ম'লো,
কই মাতলা অলি মত্ত নেশায় গুঞ্জরিয়া এলো।
শিউরে ওঠে কোমল তনু, তমাল বনে বাজ্‌লো বেণু,
শিশিরধোয়া পথটী দিয়ে কই সে ছুটে এলো—
বাস্‌তে প্রিয়ার ভালো।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। তীব্র বিষ কোমলাঙ্গী অপ্সরার
সঙ্গীতলহরী। বারবার মানবের
চূর্ণিবারে গর্ব্ব অহঙ্কার,
দেবশক্তি ছুটিল উচ্ছ্বাসে জলস্রোত সম,
তুচ্ছ মানবের কাছ হ'তে
ফিরে এলো ব্যর্থমনোরথে;
শেল শূল পরশু পট্টিস আদি
মরণের জীবন্ত মুরতি,
তাহাতেও নাহি হ'লো মানববিনাশ।

সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
দেবতার শত বাধা পরাজয়ে করিল আবৃত।

দেবগণ। অতীব আশ্চর্য্য!

পাপের প্রবেশ।

পাপ। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পাপ মহাবল,
যার ভয়ে ভীত ত্রিভুবন,
সেও আজি পরাজিত তুচ্ছ মানবের করে।
অপমানে বক্ষে জ্বলে প্রচণ্ড অনল—
প্রতিহিংসা উদ্বেলিত মহাসিন্ধু সম!

ইন্দ্র। মানবের হীনতার পদতলে হইয়া দলিত,
ফিরে এলে মর্ত্ত্যলোক হ'তে?

পাপ। নাহিক উপায়:
হে দেবেন্দ্র! তুমিও পরাস্ত সেথা।
বিশ্বনাশী মহাবজ্র তব শক্তিহীন করিল মানব,
তখন ক্ষুদ্রশক্তি এ পাপ কি করিবে তথা?
কিন্তু আশাভঙ্গ এখনো হয় নি আমার;
যে কোন প্রকারে
সগরের সর্ব্বনাশ করিব সাধন।

ইন্দ্র। থাক্—কাজ নাই আর! বিধাতার নহে
ইচ্ছা শান্তি-সুখে থাকুক অমর,
নহে মানবের প্রতি কেন এত করুণাবর্ষণ?
কাজ নাই অমর-রাজত্বে,
তার চেয়ে বনবাস সহস্র সুখের।

পাপ ।　　হে দেবেন্দ্র, হ'য়ো না নিরাশ ;
পুনঃ নব বলে হ'য়ে বলীয়ান,
পুণ্যের রক্ষিত সেই অযোধ্যানগর
দলিত মথিত করি পাপশক্তি করিব বিকাশ ।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ ।

ধর্ম্ম ।—

গীত ।

ওরে, আমি যে সেথায় করি খেলা ।
জয়ের নিশানকরে ঘুরি পাপেরি মারণ-ভেলা ।
গরজি সিন্ধু উঠিবে যখন,
(তখন) আমিও আসিব করিতে শোষণ,
আঁধার যখন আবরিবে ধরা আমি বসাবো চাঁদের মেলা,
আমি শাসনদণ্ড তুলিয়া ধরিব ডুবিবে যখন বেলা ।

[প্রস্থান ।

পাপ ।　　ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম ! প্রতি কর্ম্মে বৈরতাচরণ ?
ভাল—ভাল, এইবার শেষ আক্রমণ ;
দেখি তব ধর্ম্মশক্তি
কতক্ষণ রহে স্থির পাপের প্রবাহে ?
দেবরাজ ! দুশ্চিন্তা কর পরিহার,
চলিলাম অযোধ্যায় পুনঃ
তুচ্ছ নরে করিতে দলন ।

[প্রস্থান ।

ইন্দ্র ।　　রে পাপ ! তুচ্ছ নহে নর ;
সাধনার শ্রেষ্ঠ সে যে দেবতা হইতে ।

জনৈক দেবতার প্রবেশ।

দেবতা। দেবরাজ! দেবরাজ!
সগরের যজ্ঞ-অশ্ব উপনীত অমরপুরীতে।
অশ্বের রক্ষক ষষ্ঠীসহস্র
সগর-সন্তান বীরেন্দ্র কেশরী সম।

ইন্দ্র। দেবগণ! দেবগণ!
চল ধরি সগরের যজ্ঞ-অশ্ব,
যজ্ঞ তার পূর্ণ হ'তে নাহি দিব মোরা।
ছলে বলে অথবা কৌশলে
যজ্ঞ পণ্ড করিব তাহার।

[সকলের দ্রুত প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অবলার বহির্বাটী

বিদ্যাধরের প্রবেশ।

বিদ্যাধর। শিব গড়্‌তে হ'লো বাঁদর, চোখের জলে ভিজ্‌লো চাদর। আমার গুরুদেবেরও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। ধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে এসে বাছাধনের বাহাদুরী বেরিয়ে গেছে। এখন একবারে পাগল হ'য়ে উঠেছে; দেখ্‌লে ভয় করে, পাছে যদি হাঁক্‌ ক'রে কামড়ে দেয়। যাই হোক্‌, মর্ত্ত্যধামে এসে আমার কিন্তু মন্দ চল্‌ছে না! অবলা সুন্দরীর

মধুচক্রের মৌমাছি হ'য়ে আকণ্ঠ মধু পান ক'রে ক'রে ভীষণ উদ্গার সংযুক্ত অম্বল দেখা দিয়েছে। যাক্—সেরে যাবে এখন! প্রহরী ব্যাটার কিন্তু আচ্ছা মাথা! ব্যাটা গণৎকার সেজে অবলা সুন্দরীকে একবারে মজিয়ে গেছে। আজ ব্যাটা একটু পরেই কার্ত্তিক সেজে আবির্ভূত হবে। যাই হোক্, ব্যাটাকে আজ একটু জব্দ ক'রে ছাড়্তে হবে। অবলার উপর ব্যাটার নজর পড়েছে, নইলে ঘন ঘন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে কেন? দাঁড়াও, আজ কার্ত্তিকবধ পালা আরম্ভ করছি।

[প্রস্থান।

টাকার থলিহস্তে অবলার প্রবেশ।

অবলা। আঁটকুড়ির ব্যাটা-বেটীদের বলি যে আমার মত ভাগ্যি কার হবে? কার্ত্তিকপুজো করি ব'লে আজ কার্ত্তিক আমায় নিজে এসে কৈলাসে নিয়ে যাবে। গণৎকার ঠাকুরের গোণাগাথা মিথ্যে হবার যোটী নেই। কার্ত্তিক ঠাকুরকে এক হাজার টাকা প্রণামী দিতে হবে। টাকাও গুণে গেঁথে এনেছি। এইবার কার্ত্তিক ঠাকুর এলেই ডঙ্কা মেরে কৈলাসে চ'লে যাবো। শুনেছি কৈলাসে বেজায় ঠাণ্ডা; জানি নে বাছা, সর্দ্দি-টর্দ্দি করবে না তো? [নেপথ্যে ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ শব্দ।] এ্যাঁ! ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ ক'রে ডেকে উঠ্লো কি? ময়ূরের ডাক ব'লে মনে হ'চ্ছে। তবে কি আমার কার্ত্তিক ঠাকুর আস্ছে?

কার্ত্তিকবেশী প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। এইটেই কি অবলা সুন্দরীর বাড়ী? ক্যাঁক্—ক্যাঁক্—ক্যাঁক্!

অবলা। হ্যাঁ বাছা! কেন, কি দরকার? অমন ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ শব্দ করছো কেন? বল, আমিই অবলা সুন্দরী।

প্রহরী। তুমিই সেই অবলা সুন্দরী? আমার প্রতি অখণ্ড ভক্তি-প্রদায়িনী? ওরে ভক্তিময়ী, আমিই তোর সেই আরাধ্য দেবতা কার্ত্তিক। ক্যাঁক্—ক্যাঁক্—

অবলা। এ্যা, কার্ত্তিক ঠাকুর? প্রণাম হই বাবা! [প্রণাম] তা বাবা অমন ক্যাঁক্-ক্যাঁক্ করছো কেন?

প্রহরী। ওরে বীরাঙ্গনা সবলা নন্দিনী! ময়ূরটার পা ভেঙ্গে গেছে ব'লে সঙ্গে আসে নি। কিন্তু ময়ূরের মত শব্দ না করলে ভক্তিময়ীগণ আমায় চিনতে পারবে কেন? ক্যাঁক্—ক্যাঁক্! দে—দে অবলে! আমার প্রণামীর টাকাগুলো অগ্রে প্রদান কর্। আমি তোকে কৈলাসে নিয়ে যাবো ব'লে এসেছি।

অবলা। এই নাও টাকা! [টাকা প্রদান]

প্রহরী। ব্যস্! অহো, অবলা বালা! তুই কি প্রখরা ভক্তিময়ী! তোর আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না; এইবার আমি তোকে কৈলাসে নিয়ে যাবো।

অবলা। দেখ ঠাকুর, আমার সর্দ্দির ধাত, যেন কৈলাসের ঠাণ্ডা লেগে আমার ব্যামো না হয়।

প্রহরী। আর তোর কোন রোগই হবে না। নিরোগ হ'য়ে চির-যৌবনসম্পন্না থাকবি আর কার্ত্তিক গণপতি নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদির কৃপায় একঝুড়ি তোর ছেলে মেয়ে হবে।

অবলা। হ্যাঁ বাবা, মহাদেব আর ষাঁড়টার আমার উপর দয়া হবে না?

প্রহরী। নিশ্চয় হবে—নিশ্চয় হবে! নে—এইবার তুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে উঁচু হ'য়ে বোস! আমি এক মন্ত্রে তোকে ঘোরাতে ঘোরাতে কৈলাসের সূচালো শৃঙ্গে গিয়ে বসিয়ে দেবো।

অবলা। একটা কথা আছে বাবা কার্ত্তিক—

প্রহরী । বল্—বল্, শীঘ্র বল্ !

অবলা । বল্‌তে যে লজ্জা কর্‌ছে । দেখ, আমাদের তেনাকে যদি এই সঙ্গে নাও—

প্রহরী । তেনাকে ? তেনাকে মানে ? ও—বুঝেছি সুন্দরী, বোধ হয় তোমার কোন উপসর্গ আছে ? না—না, পাপীয়সী ! উপসর্গকে নিয়ে যাওয়া হবে না ।

অবলা । আরও না হয় পাঁচশো টাকা প্রণামী দেবো—

প্রহরী । আচ্ছা, নিয়ে আয় তা হ'লে ! ক্যাঁক্ ! ক্যাঁক্ !

অবলা । তুমি একটু দাঁড়াও বাবা ! আমি এখনি নিয়ে আস্‌ছি ।

[প্রস্থান ।

প্রহরী । যাই হোক্, আবার পাঁচশো টাকা ! বিদ্যাধর ভায়াকে ও পাঁচশোর তো ভাগ দেবোই না, তবে এ টাকাটার সম্বন্ধে কি হয় ? ব্যাটা এখন আস্‌তে না আস্‌তে খস্‌তে পার্‌লেই হয় ! কই হে ভক্তিময়ী ! ক্যাঁক্ ! ক্যাঁক্ ! ক্যাঁক্ !

টাকার থলিহস্তে অবলার পুনঃ প্রবেশ ।

অবলা । এই নাও বাবা টাকা ! চরণে স্থান দিও বাবা—চরণে স্থান দিও ! [টাকা প্রদান]

প্রহরী । ওহো-হো ! পতিব্রতে ! তোর কি অচলা ভক্তি ! নে—এইবার চোখ বুজে উঁচু হ'য়ে বোস্ ! ক্যাঁক্ !

অবলা । [বসিতে উদ্যত হইল ।]

বিদ্যাধরের প্রবেশ ।

বিদ্যাধর । অবলা, বলি ও অবলা ! সত্যিই কি তুমি কৈলাসবাসিনী হবে সুন্দরী ? অহো. আমার যে এখানে বাস করা মারাত্মক হবে ।

অবলা। পেছু ডাকিস্‌নে মুখপোড়া! দেখ বাবা কার্ত্তিক, ওনারি কথা তোমায় বলছিলুম।

প্রহরী। [স্বগত] ব্যাটা ঠিক্‌ এসে পড়েছে। যাই হোক্‌, পাঁচশো টাকাটার কথাটা না জান্‌তে পারে, তবেই তো!

অবলা। কি বাবা কার্ত্তিক! হাজার টাকার উপর আরও পাঁচশো পেন্নামি দিলুম, ওনার কি সদ্গতি হবে না?

বিদ্যাধর। [স্বগত] এ্যাঁ, আবার পাঁচশো নিয়েছে! যাই হোক্‌, আড়াইশো টাকা ভাগে বেড়ে যাবে।

অবলা। কি বল্‌ছো বাবা কার্ত্তিক?

প্রহরী। আচ্ছা, তোর ওনাকেও কৈলাসে নিয়ে যাবো, তুই নেহাতই যখন ছাড়্‌বি নে!

অবলা। বেঁচে থাকো বাবা—বেঁচে থাকো। ও মিন্সে, আয়—চোখ বুজে উঁচু হ'য়ে বস্‌বি আয়; বাবা কার্ত্তিক এখুনি আমাদের কৈলাসে নিয়ে যাবে।

বিদ্যাধর। দেখ অবলা সুন্দরী! টাকা নইলে তো তুমি আমায় এখানে একদণ্ডও থাকৃতে দাও না। আচ্ছা, আজ যদি আমি তোমায় দেড় হাজার টাকা পাইয়ে দিই, তা হ'লে?

অবলা। তা হ'লে ঘর থেকে আর কৈলাসে যাবার খরচটা হয় না। দেখ্‌ মিন্সে, আমি তা হ'লে তোকে বড্ড ভালবাস্‌বো; একদিনও আর ঝাঁটা মার্‌বো না—টাকার তাগাদাও কর্‌বো না।

বিদ্যাধর। বেশ, আমি তোমায় দেড় হাজার টাকা পাইয়ে দিচ্ছি।

প্রহরী। [স্বগত] এ্যাঁ, ব্যাটার মতলবখানা কি? [প্রকাশ্যে] তা হ'লে উপবেশন কর অবলাসুন্দরী! ওহে অবলাসুন্দর! তুমিও উপবেশন কর। ক্যাঁক্‌!

বিদ্যাধর। বল্‌ছি! [সহসা প্রহরীর হস্ত ধরিয়া] অবলা! অবলা! আন—আন, শীগ্‌গির ঝাঁটা আন! আজ কার্ত্তিকচন্দ্র দস্তুর মত ঝাঁটা খেয়ে কৈলাসে চ'লে যাক্।

প্রহরী। [জনান্তিকে] আঃ, কি কর্‌ছো দাদা?

অবলা। হ্যাঁগা, এ আবার কি কর্‌ছো গা? কার্ত্তিক ঠাকুরের হাত ধর্‌ছো কেন?

বিদ্যাধর। ব্যাটার কার্ত্তিক! [ফেলিয়া দিয়া] দে—দে বল্‌ছি ব্যাটা, টাকা দে—[প্রহার]

প্রহরী। উহু-হু, গেছি রে দাদা!

বিদ্যাধর। শালা! জোচ্চুরি পেয়েছ? [প্রহার]

প্রহরী। উহু-হু! ওরে অবলা, তোর ওনাকে ধর্!

অবলা। ঠাকুর দেবতাকে মার্‌ছো কেন গা? তুমি কি ক্ষেপে গেছ?

বিদ্যাধর। কার্ত্তিক? এই দেখ্ কেমন কার্ত্তিক! [পরিচ্ছদ খুলিয়া দিয়া] অবলা! এই দেখ্, সেই প্রহরী ব্যাটা কার্ত্তিক সেজে এসেছে।

অবলা। ও হরি, সত্যিই তো! ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা, তোর একি কাজ রে? আমায় ফাঁকি দিতে এসেছিস্? এ্যাঁ, এখুনি যে আমার দেড় হাজার টাকা জলে পড়্‌তো! তা হ'লে বোধ হয়, সেই গণৎকার ঠাকুরও ওই মিন্সে সেজে এসেছিল?

বিদ্যাধর। মার—মার, ব্যাটাকে দস্তুর মত মার। [প্রহার]

প্রহরী। উহু-হু! দাদা রে! তোরই জন্যে—

বিদ্যাধর। চোপ্‌রাও শালার কার্ত্তিক!

অবলা। দাঁড়া—দাঁড়া জোচ্চোর মিন্সে! আনি মুড়ো ঝাঁটাগাছটা, তারপর আমার টাকা নেওয়া বার কর্‌ছি! ওমা, মিন্সে আমায় দরে মজাতে এসেছিল গা! [প্রস্থান

প্রহরী। দোহাই বাবা—ছেড়ে দাও বাবা—

বিদ্যাধর। ছাড়িব না—ছাড়িব না

ওরে মূঢ়মতি পার্ব্বতিনন্দন!

আজ উত্তম মধ্যম দিয়ে

দমাদ্দম সর্ব্বাঙ্গেতে করিব প্রহার,

তারপর মুণ্ড তব করিব ছেদন—[প্রহার]

প্রহরী। উঃ—উঃ! আর মেরো না দাদা—

ঝাঁটাহস্তে অবলার পুনঃ প্রবেশ।

অবলা। আঁটকুড়ির ছাগল! অবলাকে ফাঁকি দেবে? [ঝাঁটা প্রহার]

প্রহরী। উহু-হু! গেলুম রে বাবা—ম'রে গেলুম!

[টাকার থলি ফেলিয়া দ্রুত পলায়ন।

বিদ্যাধর। ব্যাটার নাড়ীভুঁড়ি বের ক'র্‌তুম; যাক্। কেমন অবলা সুন্দরী! তোমার দেড় হাজার টাকা এখনি গেছিল আর কি!

অবলা। ওরে আমার মাণিক, তুই না থাক্‌লে আমার কি হ'তো?

বিদ্যাধর। তা হ'লে—

অবলা। আজ হ'তে আমি তোমায় খুব ভালবাস্‌বো! [টাকা তুলিয়া লইল] তুমি আমার প্রাণনাথ—তুমি আমার হৃদয়বল্লভ!

বিদ্যাধর। ওহো-হো!

অবলা। এসো—এসো চাঁদ! আজ হ'তে অবলা তোমার। [বিদ্যাধরের হস্তধারণ।]

বিদ্যাধর। গুরুদেব! তুমি উচ্ছন্নয় যাও!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্য-পথ।

অসমঞ্জার হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের প্রবেশ।

বৈরাগ্য।— গীত।

এসো চারু নন্দনে বন্ধন ছিঁড়িয়া, ওই যে পাপিয়া তোলে পঞ্চম তান।
ধীরে ধীরে বহে মৃদুল পবন, কুলু-কুলু ছোটে তটিনী উজান।
জোছনা-আলোকে বসিয়া পুলকে কর হে সাধনা,
পূরাও হৃদয়কামনা,
আমি সুষমা ছড়ায়ে রহিব এখানে করিব অভয় দান।

[প্রস্থান।

অসমঞ্জা। সুন্দর! সুন্দর! অতীব সুন্দর এই স্থান!
নাহি হেথা হিংসা দ্বেষ—
অলীক স্বপন ভ্রান্ত মোহের উচ্ছ্বাস—
পুণ্যের আলোকভরা সুন্দর এ দেশ।
ওঠে ওই সামগান,
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী ওই নাচিছে আনন্দে,
প্রস্ফুটিত প্রসূনের সুগন্ধধারায়
অন্তরের আবিলতা দূর হ'য়ে যায়।
ওগো মোর জীবন-বান্ধব!
কাছছাড়া হইও না মোর।
তোমার করুণা-নীরে
নিমজ্জিত ক'রে রাখ মোরে।

সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। অসমঞ্জা! পুত্র!

অসমঞ্জা। কেবা তুমি, নীরব শান্তির পথে
অশান্তি-ঝটিকা তুলি ছুটে এলে হেথা?
যাও—যাও, শীঘ্র চ'লে যাও—
পথহারা করিও না মোরে।

সুমতি। পুত্র! জননীর মুখপানে চাও।

অসমঞ্জা। কেবা কার এই ধরামাঝে!
সমস্ত অসার—সমস্ত অলীক!
মিথ্যা শুধু মায়ার কুহকে
পরমার্থ মহারত্নে দিয়ে বিসর্জ্জন
কাঁদে ওই জগতের জীব।
কেবা পুত্র, কেবা মাতা,
কেবা কার আপন ও পর!
কিছু নয়—দুদিনের পাতানো সম্বন্ধ!
তবে কেন ওরে অন্ধ!
আমিত্ব গর্ব্বের বশে বন্ধ করি পারের তরণী
হা-হা রবে মরিস্ কাঁদিয়া?
কতক্ষণ? কালনিদ্রা আবরিবে যবে,
আসিবে যখন তোর মরণের ডাক,
সব ফেলি নগ্নগাত্রে চ'লে যেতে হবে।

সুমতি। অসমঞ্জা! পুত্র! বড় আশা ক'রে
ল'য়ে যেতে তোমা এসেছি যে আজ।
ফিরে চল—অভিমান দূরে ফেলে,
তুমি যে গো অযোধ্যার ভাবী অধীশ্বর!

অসমঞ্জা। নির্মেঘ নীলিমা যেন হ'লো অন্ধকার?

উঠিল তুমুল ঝড়—সৃষ্টি ওই উঠিল কাঁপিয়া!
অসমঞ্জা! অসমঞ্জ হইও না পথহারা আর।
কই—কই বন্ধু, কোথা তুমি গেলে?
এসো—এসো, ছুটে এসো, হাত ধর মোর,
নতুবা যে অসমঞ্জা সর্ব্বস্ব হারাবে।

সুকৃতি। একি তন্ময়তা—বাহ্যজ্ঞানহারা!
অসমঞ্জা! অসমঞ্জা!

অসমঞ্জা। এঁ্যা—তুমি? এসেছ জননী?
কেন—কেন? কিবা প্রয়োজন?

সুকৃতি। চল পুত্র, ফিরে চল অযোধ্যায় পুনঃ;
কাঁদে তব পিতা-মাতা—কাঁদে পত্নী,
কাঁদে পুত্র তোমারি কারণ!
চল তুমি, দানিবে সান্ত্বনা—

অসমঞ্জা। ওগো দেবী, হইও না অকরুণ;
ফিরে যাও এখান হইতে।
চলেছে লক্ষ্যের স্রোত উদ্দামগতিতে,
সার রত্ন এই বিশ্বে যাহা,
বহু কষ্টে পাইয়াছি তাহা,
তবে কেন সেই রত্নটুকু লইবে কাড়িয়া?
অযোধ্যা—কোথা অযোধ্যা?
কেবা আমি অযোধ্যার?
অযোধ্যার সনে মোর নাহিক সম্বন্ধ।

সুকৃতি। অভিমান ক'রো না সন্তান!

অসমঞ্জা। না—না, অভিমান করে নি সন্তান!

মুক্তির বাঁশরী শুনি আনন্দে নাচিল প্রাণ,
তাই দেবী, ছিন্ন করি মায়া-পাশ
এসেছে সন্তান তব মুক্তির সন্ধানে।
পদে ধরি জননী গো,
মায়াপাশে বাঁধিও না আর।

অনুচরগণসহ মায়াধরের প্রবেশ।

মায়াধর। ওই হের সুকৃতি সুন্দরী!
ল'য়ে চল ওরে বিলাসকুঞ্জেতে মোর।
আর ওই মদগর্ব্বী যুবরাজ, ধ্বংস কর ওরে!
একি! একি বিড়ম্বনা!

মায়াধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে আরে দর্পিত কুমার!
দম্ভভরে মায়াধরে করি অপমান
দেখাইলে মহত্ত্ব তোমার,
এইবার ইষ্টনাম করহ স্মরণ!
কই, কোথা তব বৈরাগ্য বান্ধব?
ডাকো—ডাকো তারে, বাধা দিক্ মোরে,
দেখি তার কত শক্তি ভুজে!
অনুচরগণ! ধর—ধর রমণীরে।

সুকৃতি। পুত্র! পুত্র! রক্ষা কর মায়েরে তোমার।

অসমঞ্জ। মায়াধর! মায়াধর! এখনো কি আশা
তব হয় নি নির্ব্বাণ? লহ—লহ মোর প্রাণ,
বিনিময়ে ছেড়ে দাও জননীরে মোর।

মায়াধর। জননী? মিথ্যা কথা!

সুরাপায়ী অনাচারী
যুবতী নারীরে কহ জননী আমার ?

অসমঞ্জা। বজ্র ! বজ্র ! নেমে এসো—নেমে এসো
অনন্ত নীলিমা হ'তে প্রলয় গর্জ্জনে !
কালানল ! ওঠ রে জ্বলিয়া ; ধ্বংস কর
পাপে আজি দেখাইয়া ধর্ম্মের মহিমা।

মায়াধর। স্তব্ধ হও, ত্যজ ত্বরা রমণীরে !
সাধু যোগী তুমি, রমণীর কিবা প্রয়োজন ?

অসমঞ্জা। জননী আমার।

মায়াধর। [ব্যঙ্গস্বরে] জননী !

সুকৃতি। ওরে পাপ ! রুদ্ধ কর্ কণ্ঠ তোর, নতুবা এখনি
ও পাপ রসনা তোর করি উৎপাটন
খেতে দেবো শৃগাল কুক্কুরে।

মায়াধর। এসো নারী, যোগিসনে বনমাঝে ঘুরি
কোন সাধ মিটিবে না তব ;
এসো সাথে মোর, বসাইব রাজসিংহাসনে।

সুকৃতি। দুর হও—দুর হও কামান্ধ কুক্কুর !
প্রলোভনে তব শতবার করি পদাঘাত।
অসমঞ্জা ! এখনও নীরব ?
নীরবে হেরিবে পুত্র মাতৃ-নির্য্যাতন ?

অসমঞ্জা। জগন্নাথ ! কি করিব ? লইয়া ত্যাগের মন্ত্র
পুনঃ সেই বন্ধনে জড়াবো ?
না—না, সহিব নীরবে—হেরিব নীরবে,
দেখি মোর অহিংসার নীতি কত শক্তিময়ী !

মায়াধর । ধর—ধর সুন্দরী রতনে ।

সুকৃতি । পুত্র ! পুত্র !

অসমঞ্জা । ওগো বন্ধু ! রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে,
অসমঞ্জা পড়িয়াছে দারুণ সঙ্কটে ।
এক দিকে মাতা—অন্যদিকে ত্যাগ,
কি করি, কোথায় যাই ? না—না, পুত্র আমি,
সহিতে পারি না আর মাতৃ-নির্য্যাতন !
কে আছ সুহৃদ, অস্ত্র—অস্ত্র দাও মোরে !

সহসা অস্ত্রকরে বৈরাগ্যের প্রবেশ ।

বৈরাগ্য । ধর—ধর অস্ত্র, বধ দুর্ম্মতিরে । [অস্ত্র দিয়া প্রস্থান

অসমঞ্জা । আরে আরে পশুর অধম !
বার বার মাতৃ-অপমান-বাণী
শুনায়ে আমারে, পরিত্রাণ পাবি রে দুর্ম্মতি ?
হয় হোক্ ব্রতভঙ্গ মহাপাপ,
বিসর্জ্জিব ত্যাগধর্ম্ম গভীর অতলে ;
এই শাণিত কৃপাণে ছেদি মুণ্ড তোর
উপহার দিব আজি মাতার চরণে ।

সুকৃতি । না—না, কাজ নাই পুত্র,
দুখিনী মায়ের তরে বিপদে ডাকিয়া ;
দাও—দাও অস্ত্র মোরে,
আমি নিই পূর্ণ প্রতিশোধ । [অস্ত্র গ্রহণ]
ওরে পাপ, নে—এইবার সুকৃতিরে নে !
[নিজ বক্ষে অস্ত্রাঘাত ও পতন ।

অসমঞ্জ। ওঃ, মাতা—মাতা! কি করিলে তুমি!

মায়াধর। পণ্ড হ'লো সব পরিশ্রম;
চল সবে স্বরাজ্যে ফিরিয়া।

[অনুচরগণসহ প্রস্থান।

অসমঞ্জ। মা! মা!

সুকৃতি। মুক্তি—মুক্তি মোর।
আশীর্ব্বাদ করি পুত্র, জয়যুক্ত হও;
পূর্ণ হোক্ সাধনা তোমার! [মৃত্যু।]

অসমঞ্জ। ডুবিল তারকা ঘন অন্তরালে,
নীরব বনানী ওই উঠিল কাঁদিয়া!
ওই কাঁদে পশু-পক্ষী তরু-লতা,
কাঁদে ওই নিখিল ধরণী!
বিসর্জ্জন! প্রতিমার বিসর্জ্জন আজি।

[দ্রুত প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

চল মা গোলোকে পুলকে মাতিয়া মুক্তির-আলোকে করিতে স্নান।
ওই যে বাজিছে মুক্তি-শঙ্খ গাহিছে বিশ্ব মুক্তি-গান॥
মুক্তিনাথের চরণের তলে, রহিবে সকল যাতনায় ভুলে,
স্বরগের দেবী চল মা স্বরগে, সে যে গো তোমার বাসের স্থান॥

[সুকৃতিকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাতাল-পথ।

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। সগরের যজ্ঞ-অশ্ব ধৃত করি
রেখে এনু মহামুনি কপিলের পাশে।
ধ্যানমগ্ন ঋষিবর, দেখি ধ্যানভঙ্গে
কিবা ঘটে পাতালের ঘন অন্ধকারে!
ওই—ওই! হুহুঙ্কারে দীর্ণ করি ধরণীর বুক,
ছুটে আসে সগরসন্তানগণ অশ্বের সন্ধানে।

[দ্রুত প্রস্থান

গীতকণ্ঠে মৃত্তিকাকর্ত্তনের অস্ত্রাদিহস্তে সগরসন্তানগণের প্রবেশ।

সগরসন্তানগণ।— **গীত।**

চল্ চল্ ছুটে চল্ সবে, নাহি ভয় আর নাহি ভয়।
ধরার বক্ষ বিদারি আমরা হয়েছি পাতালে উদয়।
যে জন ধরেছে যজ্ঞ-অশ্ব লইব তাহার শির, আমরা ক্ষত্রবীর,
কাট্ কাট্ মাটি ভাল ক'রে কাট্ আমাদের হবে জয়।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ইন্দ্র। ওই—ওই! হ'লো সব উপনীত কপিল সকাশে;
হাঃ-হাঃ-হাঃ! আর রক্ষা নাই। [দ্রুত প্রস্থান।

কপিল । 　[নেপথ্যে] কে—কে রে তোরা,
ধ্যানভঙ্গ করিলি আমার ?
ভস্মীভূত হ'রে সব নয়ন-অনলে মোর ।

সগরসন্তানগণ । 　[নেপথ্যে] পুড়ে মলুম—পুড়ে মলুম ।

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র । 　হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 　এতদিনে পুর্ণ হ'লো
মনস্কাম মোর । 　সগর ! 　সগর !
অশ্বমেধ-যজ্ঞ তব রহিল অপূর্ণ ।
পুড়ে গেল ষষ্ঠীসহস্র সন্তান তব
কপিলের রোষদীপ্ত নয়ন-অনলে ।
এইবার কোথায় রহিল তব ইন্দ্রত্বকামনা !
এসো—এসো, দেখে যাও পুত্রদের
কিবা পরিণাম ! 　হাঃ-হাঃ-হাঃ ! 　　　　[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

প্রাসাদ ।

সগরের প্রবেশ ।

সগর । 　অমঙ্গল ! 　অমঙ্গল ! 　চতুর্দ্দিকে অমঙ্গল
নেহারি নয়নে ; ঘন ঘন কম্পিত পরাণ !
পুঞ্জীভূত অন্ধকার হুহুরবে ছুটে আসে
অযোধ্যার গ্রাসিতে সম্পদ ।

কেন আজি হেন অশুভ লক্ষণ?
অযোধ্যার বুকে যেন নিয়তির
বাজিছে দুন্দুভি, মরণের অট্টহাসি!
ভগবান্! যজ্ঞ যেন পূর্ণ হয় মোর!
অশ্ব পিছে গেছে পুত্রগণ,
নারায়ণ! অক্ষতশরীরে যেন
অশ্ব ল'য়ে ফিরে আসে তারা।

অংশুমানের প্রবেশ।

অংশুমান। দাদু! দাদু! তুমি আমার বাবাকে কোথায় পাঠিয়ে দিলে দাদু? আমি যে বাবার জন্য কত কাঁদ্‌ছি। দেখ্‌বে চল দাদু, বাবার জন্যে ঠাকুরমাও কত কাঁদ্‌ছে, মাও আমার কেঁদে কেঁদে পাগলিনী হয়েছে! ওঃ, দাদু! তোমার চোখে কি জল নেই?

সগর। ওরে অংশু! আবার কেন তুই আমার কাছে এলি? আমি যে তোকে আমার কাছে আস্‌তে নিষেধ করেছি! যা—যা, চ'লে যা!

অংশুমান। যাই, আর তোমার কাছে আস্‌বো না দাদু!

সগর। না—না, যাস্ নে—যাস নে! আয়—আয়, বুকে আয়—[বক্ষে ধারণ] আঃ—বড় শান্তি! অসমঞ্জা! না—না, বিস্মৃতি—বিস্মৃতি! ওরে ভাই, তুই সেই গানখানা গা তো ভাই, আমি প্রাণ ভ'রে শুনে নিই।

অংশুমান।—

গীত।

এসো তুমি এসো, শূন্য হিয়ায় ব'সো ওগো নারায়ণ।
তোমার পূজার কুসুমরাশি, তুমি বিনা হয় যে বাসি,
মন-বিপিনে বাজিয়ে বাঁশী এসো হরি কমললোচন।

শূন্য আসন আলো ক'রে, ব'সো হরি অরূপ ধ'রে,
দাও না আমার মাথায় তুলে তোমার রাঙা দুটী চরণ।

অংশুমান। কেমন দাদু, ভাল লাগ্‌লো?

সগর। অতি সুন্দর গান! ও গান তন্ময়চিত্তে শুন্‌লে যে অন্তরের সমস্ত আবিলতা দূর হ'য়ে যায় ভাই!

রোরুদ্যমানা সুমতির প্রবেশ।

সুমতি। মহারাজ!

সগর। রাণী! আবার তুমি কাঁদ্‌ছো?

অংশুমান। দেখ না ঠাকুরমা, বাবার জন্য দাদু আমার কাঁদে না!

সগর। ওরে—ওরে অংশু! কাঁদি—কাঁদি, আমিও কাঁদি; কিন্তু আমার সে কান্নায় চোখের জল মাটিতে ঝ'রে পড়ে না—চোখেতেই তুষারের মত জমাট বেঁধে যায়।

সুমতি। পুত্রকে বিসর্জ্জন দিলে স্বামী? ওঃ, কি পাষাণ তুমি!

সগর। না—না, পাষাণ নই রাণী—পাষাণ নই; একটিবার বুক-খানায় হাত দিয়ে দেখ কি প্রদাহ! কিন্তু কি কর্‌বো! প্রকৃতি-পুঞ্জের অভিযোগ আমি রাজা হ'য়ে কেমন ক'রে উপেক্ষা কর্‌বো? যজ্ঞের দিন আগতপ্রায়, আমাকে শান্তিতে যজ্ঞ পূর্ণ কর্‌তে দাও, অশ্রুর কম্পন তুলে আমায় বিচলিত ক'রো না।

সুমতি। উঃ! অসমঞ্জ যে আমার—

সগর। তোমার পুত্র! আর সে কি আমার কেউ নয়? তার স্মৃতি ভুলে যাও। এই নাও অসমঞ্জার কায়া—স্মৃতি, একে বুকে ক'রে রাখো রাণী, তবু অনেকটা শান্তি পাবে।

অংশুমান। ঠাকুরমা! আর তুমি কেঁদো না।

সুমতি। আর কাঁদ্‌বো না; কিন্তু কে যেন বল্‌ছে কাঁদ্—কাঁদ্ ভাল ক'রে কাঁদ্, আবার তোর নূতন কান্না আস্‌ছে! রাজা! রাজা! আমার সন্তানেরা তো এখনো ফির্‌লো না?

সগর। শীঘ্রই তারা ফির্‌বে রাণী! তুমি উদ্বেলিতা হ'য়ো না। অশুভ চিন্তা যতই কর্‌বে, অশুভ ততই মূর্ত্তিমান হ'য়ে তোমার কাছে ছুটে আস্‌বে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে কায়-মন অর্পণ ক'রে থাকো, দেখ্‌বে শোক তাপ সমস্ত দূর হ'য়ে যাবে।

সুমতি। কবে তারা যজ্ঞাশ্ব নিয়ে ফির্‌বে মহারাজ?

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র! আর তারা ফির্‌বে না রাজরাণী!

সুমতি ও সগর। কে—কে তুমি?

ইন্দ্র। চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি সেই ইন্দ্র। মহারাজ সগর! আমি তোমায় বারম্বার নিষেধ করেছিলুম—তুমি অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রো না, কিন্তু তুমি মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে আমার ইন্দ্রত্ব লাভ কর্‌বার জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্‌লে। কিন্তু তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হবে না। শোন—শোন রাজা! তোমার ষষ্ঠীসহস্র সন্তান পাতালের অন্ধকারে মহামুনি কপিলের অভিশাপে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সুমতি। ওঃ! পুত্র—পুত্র! [মূর্চ্ছা]

অংশুমান। ঠাকুরমা—ঠাকুরমা! [সুমতিকে ধরিল।]

সগর। চমৎকার অদৃষ্টের অঙ্কপাত! কপিলের অভিশাপে আমার ষষ্ঠীসহস্র সন্তান আজ ভস্মস্তূপে পরিণত হ'লো! ভগবান্! শুভ কামনার পথে তুমি যদি এতখানি বিপত্তির সৃষ্টি কর, তা হ'লে সৃষ্টি কতক্ষণ স্থির থাক্‌বে? সৃষ্টি যে পাপে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে দয়াময়!

ইন্দ্র। এখনো তুমি যজ্ঞ সম্পাদনে নিরস্ত হও রাজা, নতুবা তোমার অদৃষ্ট আরও ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠ্‌বে। [প্রস্থান।

সগর। উত্তাল তরঙ্গে সগরের যে বাসনাস্রোত ছুটে চলেছে, সে স্রোত আর ফির্‌বে না দেবেন্দ্র ! সগর বৃক্ষতলে গিয়ে দাঁড়াবে, তবু সে সঙ্কল্পচ্যুত হবে না।

সুমতি। [মূর্চ্ছাভঙ্গে [একি হ'লো—একি হ'লো ? আমার যে সব গেল ! রাজা রাজা ! কর্‌লে কি ? সোনার হাট ভেঙ্গে দিলে ?

সগর। সবই যাবে রাণী ! জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কালের গদায় সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। সব যাক্—আরও প্রবল ভাবে দুরদৃষ্টের শাণিত অস্ত্র আমার শির লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসুক্—আমি একটুও কাঁদ্‌বো না, নীরবে অশ্রু মুছে ফেলে আমার কামনা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো।

সুমতি। উঃ ! আর এ শোকসন্তপ্ত জীবনে কাজ নেই ! ওই—ওই আমার পুত্রগণের প্রেতাত্মা ! ওরে—ওরে, আয়—আয় ! আমি তোদের দেখে ভয় পাবো না— তোরা আমার বুকে আয়। ওই যা—মিশে গেল ! রাজা ! রাজা ! কি কর্‌লে !

সগর। যাবার সময় হ'লে কেউ তাকে রক্ষা করতে পার্‌বে না, নতুবা কি স্তম্ভ হ'তে নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'য়ে হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করে ? বল তো রাণী, কে জান্‌তো সে মরবে ? কেঁদো না, আমি চল্‌লুম যজ্ঞাশ্ব আন্‌তে ; যজ্ঞ আমার পূর্ণ করা চাই !

অংশুমান। তুমি কেন যাবে দাদু আমি রয়েছি যখন ! আমি যাবো—আমি আন্‌বো তোমার যজ্ঞাশ্ব, পূর্ণ কর্‌বো তোমার অশ্বমেধ-যজ্ঞ।

সুমতি। ওরে, যজ্ঞে আর কাজ নেই ; আমি তোকে আর বুক ছাড়া কর্‌বো না।

অংশুমান। ভয় কি ঠাকুরমা ! আমি যে ক্ষত্রিয়ের সন্তান ! মহাবীর

সগর যার পিতামহ, সে কি রমণীর মত ভয়ে অন্তঃপুরে ব'সে থাক্‌বে? না ঠাকুরমা, আমি ঘোড়া আন্‌তে চল্‌লুম। দাদু! দাদু! বল, আমায় যেতে দেবে কি না? যেতে না দিলে আমি জোর ক'রে চ'লে যাবো।

সগর। যা—যা—নিয়ে আয় ভাই যজ্ঞাশ্ব, আমার যজ্ঞ পূর্ণ হ'তে দে।

অংশুমান। তোমরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর, আমি নিশ্চয় অশ্ব নিয়ে ফিরে আস্‌বো। স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে অশ্ব যেখানেই থাকুক্ না কেন, আমি ঠিক নিয়ে আস্‌বো, দেখি কে আমায় বাধা দেয়!

সুমতি। না—না, আমি তোকে যেতে দেবো না'।

অনিলার প্রবেশ।

অনিলা। যেতে দাও মা! পিতৃকুলের গৌবব উদ্দীপ্ত কর্‌তে পুত্র যদি মরণের পথে ছুটে যায়, তাও যে স্বর্গসুখের হবে মা!

সুমতি। অনিলা! অনিলা! হতভাগিনী! তুই কি সব হারাবি?

অনিলা। না মা, কিছুই হারাবো না, সবই আমি ফিরে পাবো। বীরপুত্র অংশু আমার, তার কি চুপ ক'রে ব'সে থাকা কর্ত্তব্য? তা হ'লে আমার যে গর্ভধারণ বৃথা হবে মা! স্বামী গেছে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে পিতার দণ্ডাজ্ঞা নীরবে মস্তকে ধারণ ক'রে, পুত্র তার পিতৃকুলের কীর্ত্তি-গরিমা ফুটিয়ে তুল্‌তে যাবে না? যাঁর সম্মান-রক্ষায় পিতার নির্ব্বাসন, আর তাঁরই কামনা পূর্ণ কর্‌তে পুত্র কি উদাসীন থাক্‌বে? যাও অংশু, যজ্ঞাশ্ব নিয়ে এসো—পিতামহের কামনা পূর্ণ কর—পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল কর। যদি যজ্ঞাশ্ব আন্‌তে তোমার জীবন-প্রদীপ নিভে যায়, আমি তার জন্য কাঁদ্‌বো না পুত্র! আমি তোমার গতায়ুঃ আত্মার কল্যাণে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দেবো—চিরগরবে গরবিনী হ'য়ে থাক্‌বো।

সগর। মা! মা তুই কি সেই কৈলাসেশ্বরী করুণাময়ী মা? সত্যই কি নেমে এলি ওই তুষারসিক্ত কৈলাসের উত্তুঙ্গ শিখর হ'তে নিরাশদগ্ধ সগরের প্রাণে নব আশার সঞ্চার কর্‌তে? আর সগরের ভয় নেই। রাণী! রাণী! ওই দেখ—ওই দেখ, ভয়হারিণী মায়ের আবির্ভাব; আনন্দ কর রাণী—আনন্দ কর!

সুমতি। অনিলা! অনিলা! কান্নাকে আর নূতন ক'রে ডেকে আনিস্‌ নে।

অনিলা। এ তো আমার কান্না নয় মা! এ তো আমার মহানন্দের শুভক্ষণ উপস্থিত। তুমি আর বাধা দিও না। এসো পুত্র! আজ আমি তোমায় নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়ে মা নাম আমার ধন্য করবো!

[অংশুমানকে লইয়া প্রস্থান।

সুমতি। অনিলা! সর্ব্বনাশিনী! যাস্‌নে,—যাস্‌নে কালের কোলে বাছাকে তুলে দিতে যাস্‌নে।

[প্রস্থান।

সগর। চলুক্‌! চলুক্‌! আরও চলুক্‌! আরও দ্বিগুণভাবে সগরের অদৃষ্টের পথে দুর্ভাগ্যের বাড়বানল জ্ব'লে উঠুক্‌! বেজে উঠুক্‌ নিয়তির দুন্দুভি—উড়ুক্‌ মৃত্যুর রক্ত-নিশান—ছুটুক্‌ হাহাকারের উত্তাল তরঙ্গ! লক্ষ্য তার এক। নারায়ণ! ভক্তকে যদি এতই কাঁদাবে, তবে তোমার নাম কেন ভক্তাধীন?

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পৃথ্বীবক্ষ।

পাপ ও অনুচরগণ।

পাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পৃথিবীর
বুকে আজ পাপের রাজত্ব।
চতুর্দ্দিকে বাজে ওই বিজয়-দামামা,
অনাচার ব্যভিচার ঘোর আর্ত্তনাদ!
আরে আরে ধর্ম্ম, কোথা গেলি তুই?
কই তোর ধর্ম্মের শকতি? চেয়ে দেখ্
ধরণীর কি দুর্দ্দশা করিয়াছে পাপ।
পাপের পীড়নে বসুন্ধরা করে হাহাকার,
কই—কোথা তুই, রক্ষা কর্ তারে!
কপিলের নেত্রানলে ভস্ম হ'লো সগরসন্তান;
মহর্ষির বাণী, বিষ্ণুপাদোদ্ভবা
গঙ্গা যদি মর্ত্ত্যলোকে আসে,
তা হ'লে সগরসন্তানগণের হইবে উদ্ধার।
তাই গঙ্গা আনয়নে
যাইল সগর—গেল অংশুমান,
তারপর অংশুপুত্র যাইল দিলীপ,
কিন্তু হায়, ব্যর্থ হ'লো তাহাদের অভিযান।

কত যুগ হ'লো অন্তর্হিত,
সাধনার পথে হ'লো জীবন নির্ব্বাণ।
মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গা যদি আসে,
তা হ'লে যে ক্ষুণ্ণ হবে পাপের প্রতাপ,
গঙ্গাবারি পরশনে
পাপী তাপী পাইবে উদ্ধার।
শুনিলাম, এইবার দিলীপনন্দন
শঙ্করের বরপুত্র ভগীরথ
পিতৃবংশ করিতে উদ্ধার
গঙ্গা আনয়নে সাধনায় হইবে বাহির।
অনুচরগণ! নবীন উৎসাহে
ধরাবক্ষে তোল শুধু অশনিঝঙ্কার।
ধর্ম্ম পুণ্যে চিরতরে দাও হে বিদায়,
ভীম দণ্ডাঘাতে
চূর্ণ কর ধরণীর বক্ষের পঞ্জর।

অনুচরগণ। জয় মহামতি পাপের জয়।

পাপ। চল—চল সবে,
ভীমবেগে আক্রমণ করি ধরণীরে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠপুরী।

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। কাঁদে ধরা পাপের পীড়নে,
বিশীর্ণমুরতি, অশ্রুজলে তুলেছে কম্পন।
পাপ আজি ধরণীতে হয়েছে প্রবল,
ধর্ম্মের দুর্গতি হেরি কাঁদিছে পরাণ।
পাপের প্রতাপে স্নেহ-মায়া
দয়া-ধর্ম্ম অন্তর্হিত প্রায়,
স্বার্থে স্বার্থে কেবল সংঘাত।
ধরিব কি পুনর্ব্বার
দুষ্কৃতদমন তরে চক্র সুদর্শন,
চূর্ণীকৃত করিব কি পাপের সংসার?

গীতকণ্ঠে বসুন্ধরার প্রবেশ।

বসুন্ধরা।— **গীত।**

ওগো শ্মশানচিতা জ্বলছে বুকে, নিভিয়ে দাও গো নিভিয়ে দাও।
আর যে নারি সইতে ব্যথা, ওগো ব্যথাহারী ফিরে চাও।
পাপের ভারে অশ্রু ঝরে, কেন উদাস আমার তরে,
ধর শঙ্কানাশন চক্র তোমার আর কেন গো ঘুমিয়ে রও।

নারায়ণ। পাপবিদলিতা ব্যথিতা ধরণী!
তব বেদনার ধ্বনি পশেছে শ্রবণে মোর।
অশ্রুজল মুছে ফেল দেবী!
অদূরে প্রভাত, দুঃখ তব হবে অবসান,
পাপের পীড়নে কাঁদিতে হবে না আর।

বসুন্ধরা। কোথা তব নিদর্শন কহ নারায়ণ ?

নারায়ণ। শোন্ মাতা ! কপিলের অভিশাপে
সগরের পুত্রগণ ভস্মস্তূপে হ'লে পরিণত,
গঙ্গাবারি পরশনে তাহাদের হইবে উদ্ধার।
তাই তাহাদের উদ্ধার কারণ মর্ত্ত্যধামে
গঙ্গা ল'য়ে যেতে সগরের বংশধরগণ
দুঃসহ কঠোর ব্রত করিল পালন,
কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'লো না কাহারো;
সগর হইতে পর পর বংশধরগণ
তপস্যায় লইল সমাধি।
ইক্ষ্বাকুকুলের রবি—ভগীরথ দিলীপনন্দন
ধার্ম্মিকপ্রবর অযোধ্যার রাজা এবে ;
তারি হ'তে সন্তাপনাশিনী গঙ্গা
মর্ত্ত্যধামে করিবে গমন।
সেই পুণ্যময়ী গঙ্গার সলিলস্পর্শে
পাপী তাপী পাইবে নিস্তার,
আর না সহিতে হবে পাপের পীড়ন।
যাও মাতা ভগীরথ পাশে,
বুকের বেদন তারে জানাও জননী !
তব দুঃখ বিমোচনে,
আর তার অভিশপ্ত পিতৃগণে করিতে উদ্ধার,
গঙ্গা আনয়ন তরে সাধনার পথে হইবে বাহির।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যার প্রাসাদসান্নিধ্য।

ভগীরথের হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম।—

গীত।

ওই যে কাঁদিছে মুনির শাপে তোমার পিতৃপুরুষগণ।
গঙ্গাবারি আনয়নে চল, আর কেন ঘুমে অচেতন।
কর মুক্ত তাদের সাধনায়, আর ঘুচাও ধরার বেদনায়,
চল সাধনার পথে কাল ব'য়ে যায় কর সবাকার দুঃখমোচন।

ভগীরথ। মহাপুরুষ! সত্যই আপনার সঙ্গীত শুনে আমার হৃদয় আনন্দে নেচে উঠ্‌লো! আমার অভিশপ্ত পিতৃপুরুষগণকে আমি উদ্ধার না ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছি! না—না, আর চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বো না। মায়ের মুখে সব শুনেছি দেব! আমি যাবো সেই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মর্ত্ত্যধামে নিয়ে আস্‌বার জন্য। আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ সকলেই গঙ্গা আনয়নে যাত্রা ক'রে জীবন ত্যাগ করেছেন, আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর্‌বো। কঠোর সাধনা ক'রে আমি পতিত-পাবনী সুরধুনী মাতাকে এখানে নিয়ে আস্‌বো। মাঝে মাঝে নিশীথ রাত্রে সমস্ত প্রাসাদ যখন ঘুমে অচেতন, মনে হয় আমি যেন কার অতি ক্ষীণ রোদনের ধ্বনি শুন্‌তে পাই। কে—কে কাঁদে মহাপুরুষ?

ধর্ম্ম। ব্যথাতুরা পৃথিবীর রোদনের ধ্বনি বৎস!

ভগীরথ। ওই—ওই দেখুন সাধক! এক ভীমমূর্ত্তি পুরুষ—সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ, হস্তে নাগরজ্জুর ন্যায় দীর্ঘ কশা—ছুটেছে ওই এক

ভয়াতুরা রমণীর পশ্চাতে! ওকি? ওঃ! রমণীর সর্ব্বাঙ্গ কশাঘাতে জর্জ্জরিত করছে—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে—দানব আনন্দে রক্তপান করছে! ওঃ, অসহ্য—অসহ্য! রক্তপিপাসু দানবের অত্যাচার আমি দমন করবো। তরবারি—আমার তরবারি— [দ্রুত প্রস্থান।

ধর্ম্ম।—

গীত।

যাও—যাও ছুটে কর্ম্মবীর।
পশ্চাৎ হ'তে ঢালিবে ধর্ম্ম আশিস্‌সিক্ত অভয়-নীর।

[প্রস্থান।

বসুন্ধরাকে দণ্ডাঘাত করিতে করিতে পাপের প্রবেশ।

বসুন্ধরা। ওরে পাপ! আর নয়—আর নয়, অত্যাচার বন্ধ কর্!

পাপ। অত্যাচার বন্ধ করবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই ভীম দণ্ডাঘাতে তোমার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ করবো—রক্তের নদী ছুটে যাবে; আমি সেই রক্তের তরঙ্গে প'ড়ে হাবুডুবু খাবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ! [দণ্ডাঘাত]

বসুন্ধরা। ওঃ—ওঃ! প্রাণ যায়! ওরে, কতদিন তুই এইভাবে অত্যাচার করবি?

পাপ। আমার এ অত্যাচার আপ্রলয় চল্‌বে। তোমার অত্যাচার-জর্জ্জরিত মৃত্যু-শীতল বুকের উপর দিয়ে আমি এমনি ক'রে আমার অত্যাচারের জয়-রথ চালিত করবো। দেখি, কে আমায় দমন করে!

মুক্ত তরবারিহস্তে ভগীরথের প্রবেশ।

ভগীরথ। ইক্ষ্বাকুবংশধর দিলীপপুত্র ভগীরথ তোমার ও অত্যাচার দমন করবে দানব! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

পাপ। আরে—আরে হীন মানব! আমার কার্য্যে বাধাদান! দেখ তবে দুরন্ত পাপের কি ভীষণ মূর্ত্তি!

বসুন্ধরা। ভগীরথ! ভগীরথ! ওরে, আমায় রক্ষা কর্!

ভগীরথ। ভয় নেই জননী আমার!
পাপের কবল হ'তে তব পুত্র ভগীরথ
তোমারে করিবে রক্ষা জীবন দানিয়া।
যাও—যাও পাপ! ক্ষান্ত হও অত্যাচারে।

পাপ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! অত্যাচার বন্ধ নাহি হবে.
ছাড়—ছাড় ধরণীরে!

ভগীরথ। পুত্র হ'য়ে কেমনে সহিতে পারি মায়ের পীড়ন?

পাপ। বটে! বটে! আরে—আরে
মাতৃভক্ত দাম্ভিক বালক!
দেখ্ তবে কিবা হয় পরিণাম তব।
কই, কোথায় তোমরা পাপের সুহৃদগণ!
আবির্ভূত হও ত্বরা ভীম কলেবরে,
ধ্বংস কর দিলীপনন্দনে।

অস্ত্রকরে পাপ-অনুচরগণের প্রবেশ।

অনুচরগণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভগীরথ। থাকে যদি ধর্ম্মের মহিমা,
ওরে পাপ, কিবা শক্তি তোর
অনিষ্টসাধন করিবি আমার!

পাপ। ধ্বংস কর—ধ্বংস কর! [ভগীরথসহ যুদ্ধ]

[পাপ ও অনুচরগণের পলায়ন।

ভগীরথ। জননী গো, মুছ অশ্রু ; পলায়িত পাপ।
এসো মা পুরীতে মোর ; আমি তব ঘুচাবো বেদন।
মর্ত্ত্যধামে শ্রীহরিচরণযুতা গঙ্গারে আনিয়া,
করিব উদ্ধার মোর পিতৃপুরুষগণে
কপিলের অভিশাপ হ'তে।

[বসুন্ধরাকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠ।

নারায়ণ ও গঙ্গা।

গঙ্গা। সত্যই কি আমায় মর্ত্ত্যধামে যেতে হবে নারায়ণ?

নারায়ণ। হ্যাঁ, যেতে হবে দেবী! সরস্বতীর অভিশাপ। নদীরূপ ধারণ ক'রে বৈকুণ্ঠ হ'তে ভ্রষ্ট হ'তে হবে। তুমিও সরস্বতীকে অভিশাপ দিয়েছ গঙ্গা! সে'ও তোমারি মত নদীরূপে পৃথিবীতে প্রবাহিতা হবে। কি করবো, সপত্নী-বিদ্বেষের বিষময় ফল। [নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

গঙ্গা। ওকি! চতুর্দ্দিক বিকম্পিত ক'রে সুমঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠ্‌লো!

নারায়ণ। অযোধ্যাপতি ভগীরথ আস্‌ছে তোমায় মর্ত্ত্যধামে নিয়ে যাবার জন্য।

গঙ্গা। সে কি প্রভু?

নারায়ণ। অদ্ভুত কাহিনী! অভিশপ্ত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করতে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সেই মহাযোগী দেবদুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হয়েছে।

গঙ্গা। মর্ত্ত্যধামে আমায় যেতে হবে নারায়ণ? উঃ!

নারায়ণ। যেতে হবে দেবী! নিপীড়িতা ধরণীর অশ্রু মুছিয়ে দিতে পাপী-তাপীর উদ্ধার কারণে—অনন্ত দয়া বিতরণে জলধারার মূর্ত্তিতে তোমায় যেতে হবে গঙ্গা! তোমার পুণ্যময়ী বারিস্পর্শে আর্ত্ত ধরা আবাব শান্তির আগার হবে।

ভগীরথের প্রবেশ।

ভগীরথ। জয় নারায়ণ, জয় গঙ্গা পতিতপাবনী!
ধন্য হ'লো জনম জীবন মোর
এক সঙ্গে গঙ্গা বিষ্ণু করিয়া দর্শন।
মা! মা! দাস তব ভগীরথ,
পদে দলি প্রকৃতির শত বিপর্য্যয়
তোমার চরণতলে এসেছে আজিকে।
ওগো দেবী করুণারূপিণী!
মোর সাথে নেমে এসো মর্ত্ত্যভূমে
দয়া বিতরণে আর্ত্ত বিশ্বে দানিতে সান্ত্বনা।

গঙ্গা। ভগীরথ! কেন চাহ
মর্ত্ত্যলোকে ল'য়ে যেতে মোরে?

ভগীবথ। কপিলের অভিশাপে ভস্মস্তূপে পরিণত
ইক্ষাকু গৌরব-রবি সগরের পুত্রগণ।
সেই বংশে জন্ম মোর; জন্ম লভি
করিনু শ্রবণ, তব পুণ্যবারি স্পর্শে
পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর হইবে উদ্ধার।
তাই মাতা, দুঃসহ কঠোর ব্রত করি আচরণ,

যোগবলে পার হ'য়ে
ক্ষিতি ব্যোম গ্রহ তারাচয়,
মুনীন্দ্রবাঞ্ছিত ধাম এসেছি বৈকুণ্ঠে ;
ভাগ্যবলে লভিলাম তব দরশন ।
চল—চল ত্বরা পতিতপাবনী !
অভিশপ্ত মর্ত্ত্যলোকে করিতে পবিত্র,
চরণপরশে তব
উদ্ধারিতে শাপগ্রস্ত পিতৃগণে মোর ।

গঙ্গা ।　যেতে হবে মোরে মর্ত্ত্যধামে ?

ইন্দ্রের প্রবেশ ।

ইন্দ্র ।　রোগ শোক পাপের আগার
মর্ত্ত্যভূমি নহে মাতা যোগ্য স্থান তব ।
এসো মাতা মোর সনে অমর-আলয়ে,
বৈকণ্ঠ ত্যজিবে কেন নদীরূপ ধরি ?
অমরার ত্রিংশকোটী দেবদেবী
সেবিবে চরণ, সুখে রবে তুমি ।

গঙ্গা ।　সুখ ! স্বর্গসুখ !
একদিকে সুখ-স্বর্গলোক,
অন্য দিকে দুঃখপূর্ণ তাপিত মেদিনী,
কোন্ দিকে যাবো তবে ?

ভগীরথ ।　চল মাতা মোর সনে
পতিতপাবনী ! ওই শোন,
নির্য্যাতিতা ধরার ক্রন্দন,

ওই হের তাপক্লিষ্ট নরনারী
তৃষাতুর চাতকের প্রায়
তব পুণ্যবারি হেতু
কণ্ঠাগতপ্রাণে করে হাহাকার।
প্রাণস্বরূপিণী অমৃতবাহিনী তুমি,
পদতলে মৃত্যুভীত জীব ;
কহ মাতা, জীবলোকে দিবে না জীবন ?
মা! মা! পতিতপাবনী গঙ্গা—

গঙ্গা। গঙ্গা পতিতপাবনী ?
যিনি ধরার কল্যাণ হেতু মীনরূপে পৃষ্ঠদেশে,
বরাহের দশনশিখরে অবতরি যুগে যুগে
পাপমগ্না ধরণী কারণ,
সেই বিষ্ণু-অংশে মোর আবির্ভাব ;
তবে কেন করুণায় হতেছি কাতর ?
চল—চল ভগীরথ !
স্বর্গ-সুখ হ'তে মোর বাঞ্ছনীয়
দুঃখপূর্ণ ধরার আসার।

ইন্দ্র। ভেবে দেখ মাতা, যাবে যদি
মর্ত্যলোকে, তব পুণ্যবারি স্পর্শে
কোটী কোটী মহাপাপী পাইবে উদ্ধার
কোটী পাপ নিজ বক্ষে করিয়া সঞ্চিত,
কহ মাতা, পুনর্ব্বার কি উপায়ে
শাপমুক্ত হবে ?

গঙ্গা। আপনার তরে ভাবি না বাসব !

জীব-উদ্ধারণ ব্রত করিয়া ধারণ
কলকল অশ্রান্ত ঝঙ্কারে
ধরণীর দেশে দেশে হবো প্রবাহিতা।
নিজ বক্ষে ধরিব সে পাতকের গ্লানি,
তবু আমি হে দেবেন্দ্র সুরধুনী পতিতপাবনী

নারায়ণ। ধন্য—ধন্য গঙ্গা! ধন্য তব
আত্মত্যাগ ধরণী লাগিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী, পাপীর পাতকস্পর্শে
তব বারি পাপপূর্ণ হবে না কখনো।
সহস্র পাপীর পাপ যত ভার হবে,
মাত্র যদি একজন বিষ্ণুভক্ত স্নান করে
তোমার সলিলে, সহস্র পাপীর পাপ
এক ভক্তে করিবে খণ্ডন।
যাও গঙ্গা, কলনাদে মর্ত্ত্যভূমি পানে
ভগীরথ সাধনায়, অবতরি তথা
ভাগীরথী নামে তুমি হও প্রবাহিতা।

ইন্দ্র [স্বগত] ব্যর্থ হ'লো সব!
গঙ্গার যাত্রার পথ অবরোধে
ভেটিব দুরন্ত গজরাজে,
গঙ্গাবারি মর্ত্ত্যলোকে দিব না যাইতে

[প্রস্থান।

গঙ্গা। নারায়ণ! প্রণাম চরণে—[প্রণাম]

নারায়ণ ভক্ত ভগীরথ! নারায়ণী শঙ্খ লহ মোর,
শঙ্খনাদে আবাহন কর ভাগীরথী। [শঙ্খ প্রদান]

ভগীরথ। এসো মাতা ধরার কল্যাণে
দীন ভগীরথ সহ বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া।

[শঙ্খধ্বনি করতঃ গঙ্গাকে লইয়া প্রস্থান।

নারায়ণ। যাও গঙ্গা মর্ত্ত্যধামে
লীলা মোর করিতে প্রচার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য :

পার্ব্বত্য প্রদেশ।

দ্রুত ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। ওই—ওই! ভগীরথ গঙ্গা ল'য়ে যায়;
গজরাজ! গজরাজ! অবরোধ কর পথ,
গঙ্গা ল'য়ে ভগীরথে দিও না যাইতে।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভগীরথ ও গঙ্গার প্রবেশ।

গঙ্গা। ভগীরথ!

ভগীরথ। মাতা!

গঙ্গা। এইবার প্রবাহিতা হবো আমি উত্তাল তরঙ্গে।
দুর্ব্বার আমার বেগ
সহিবে কি বসুন্ধরা, কহ ভগীরথ?

ভগীরথ। অবশ্য সহিবে মাতা ; সর্ব্বংসহা
বসুন্ধরা ভীত নহে তরঙ্গগর্জ্জনে।
নামুক্ আবর্ত্ত তব গিরিশৃঙ্গ হ'তে।

গঙ্গা। তবে মর্ত্ত্যপানে ছুটুক সন্তান
ভীমরূপা কলস্বনা গঙ্গার প্রবাহ। [প্রস্থান

ভগীরথ। ওকি ! ওকি ভয়ঙ্কর রব আকাশমণ্ডলে !
মা—মা ! [প্রস্থান।

দ্রুত ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। উত্তাল তরঙ্গে নদীরূপা ;
গঙ্গা ওই ছুটেছে গর্জ্জনে ;
ধায় স্রোত বহু উর্দ্ধ গোলোক হইতে,
সাধ্য নাই ধরে কেহ গঙ্গার প্রবাহ।
ওই—ওই কালসিন্ধুজলে কম্পমান
গ্রহ উপগ্রহ মহাভয়ে মগ্ন হ'য়ে যায়।
ভগীরথ ! ভগীরথ ! কি করিলে—
সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয় !

[দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুত ভগীরথের প্রবেশ।

ভগীরথ ভগীরথ হ'তে সৃষ্টি বুঝি ধ্বংস হয় !
ক্ষীণশক্তি দুর্ব্বল মানব হ'য়ে
কেন করিলাম মহাশক্তি গঙ্গার পূজন ?
ওই—ওই নামে প্রবল-প্রবাহ,

ভেসে যায় সৃষ্টি স্থিতি সব !
কে আছ—কে আছ কোথা শক্তির আকর,
রক্ষা কর—রক্ষা কর প্রভু !

মহাদেব [নেপথ্যে] ভয় নাই—
ভয় নাই ভক্ত পুত্র ভগীরথ !
কলস্বনা ধাবমানা গঙ্গার প্রবাহ
মস্তকে ধারণ করি
স্রোতবেগ মন্দীভূত করিব নিশ্চয় ।

ভগীরথ । শঙ্কর ! শঙ্কর ! এত দয়া তব ! রক্ষা কর
গৌরীনাথ গঙ্গাবেগ করিয়া ধারণ ! [প্রস্থান

মহাদেব । [নেপথ্যে] ভগীরথ ! শীঘ্র কহ,
গঙ্গাস্রোত কোন্ দিকে ফিরাইব গতি ?

নারায়ণের প্রবেশ ।

নারায়ণ । ত্রিজটা বাহিয়া তব নামুক্ ত্রিধারা ।
এক ধারা স্বর্গে হোক্ প্রবাহিতা
মন্দাকিনী নামে, অন্য ধারা ছুটুক্ পাতালে ;
আর পৃথ্বী তরে ভগীরথে
দাও হে শঙ্কর, ভাগীরথী তৃতীয় ধারায় ।

[প্রস্থান ।

মহাদেব । [নেপথ্যে] তাই হোক্ নারায়ণ !
ত্রিজটা বাহিয়া মোর নামুক ত্রিধারা ।

[প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গিরিপথ।

দ্রুত ভগীরথের প্রবেশ।

ভগীরথ। কই—কই! কোথা গেল দেবী সুরধুনী!
বারম্বার পথমাঝে পড়িনু সঙ্কটে,
আপনি ত্রিশূলী গঙ্গাধারা শিরে ধরি
বাঁচাইলা বিপাকে আমায়।
হিমাদ্রিশিখরে
আশ্রম প্লাবিত হেরি গঙ্গাধারা
মহাক্রোধে জহ্নুমনি করিল শোষণ;
চরণে ধরিতে তাঁর,
কৃপা করি জানু চিরি মুক্তি দিল মুনি
জাহ্নবী মায়েরে।
আবার কোথায় মাতা হ'লো অন্তর্হিতা?
ওই মেঘস্পর্শী পর্ব্বতপ্রাকার!
তবে কি জননী মোর
খুঁজিয়া না পায় পথ? মা!—মা!
পথমাঝে হারাইয়া তোরে
অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে
যাবো কি ফিরিয়া?
নেমে আয়—নেমে আয় মাতা
উল্লঙ্ঘিয়া গিরিশৃঙ্গ কলকলনাদে।

গঙ্গা। [নেপথ্যে] ভয় নাই পুত্র ভগীরথ !
এইবার মর্ত্ত্যধামে নামিবে প্রবাহ মোর।
ইন্দ্রের আদেশে গজরাজ রোধিয়াছে পথ ;
দাঁড়াও ক্ষণেক, উচ্ছ্বসিত জলধারে
ভাসাইয়া ল'য়ে যাই দুষ্ট ঐরাবতে।

গজরাজ। [নেপথ্যে] ওঃ—ওঃ !
কি ভীষণ গঙ্গার প্রবাহ !

ভগীরথ। ওকি—ওকি ! ওই—ওই ভেসে যায়
ঐরাবত গঙ্গার প্রবাহে !
ওই—ওই নামে কলস্বনা মাতা !
মা ! মা ! অপার করুণা তোর।

মকরবাহিনী গঙ্গার আবির্ভাব।

গঙ্গা। ভগীরথ ! ভগীরথ !

ভগীরথ মা !—মা ! ওকি ! কোথা হ'তে
ওঠে ওই দিব্য স্তবগান ?

নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। ধন্য—ধন্য তুমি ভগীরথ,
ধন্য তব কঠোর সাধন ! সাধনার বলে
ধরামাঝে অসম্ভব করিলে সাধন।
গঙ্গাবারি স্পর্শে মুক্ত হ'লো পিতৃগণ তব,
ভাগীরথী-স্তবগান করিছে আনন্দে।
ধন্য হ'লো এতদিনে ধরা,
চূর্ণ হ'লো পাপের প্রতাপ।

আর গঙ্গা পতিতপাবনী! আজি হ'তে
মহানদীরূপে হউক্ পূজিতা
তব চন্দ্রমৌলী শিবজটাপ্রবাহিনী
ভগীরথীপ্রবাহ ত্রিধারা।

প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দিব্যকলেবরে অভিশপ্ত সগর-
সন্তানগণের আবির্ভাব।

সগরসন্তানগণ।—

গীত।

জয় পতিতপাবনী ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গে।
বিষ্ণুপাদোদ্ভবা অযোনিসম্ভবা তরল তরঙ্গে।
স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্তে ভাগীরথী,
পাতালে ভোগবতী মহিমা অপার,
মুক্তিবিধায়িনী সন্তাপনাশিনী মকরবাহিনী করুণা-পারাবার,
জয় মা—জয় মা—জয় মা ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গে।